সাপ্তাহিক

weeklybangladeshusa.com

পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে

বাংলাদেশ

WEEKLY BANGLADESH

সাড়ে ৫ কোটি ভিসাধারীর জন্য দুঃসংবাদ

আল জাজিরা : যুক্তরাষ্ট্রের বৈধ ভিসাধারী প্রায় ৫ কোটি (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

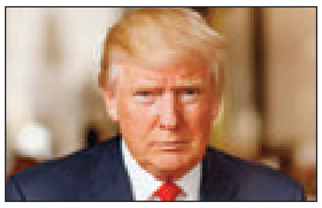

ট্রাম্প হৃদরোগে আক্রান্ত!

বাংলাদেশ ডেস্ক : এখন নানা কারণে সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কখনও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, কখনও (বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)

Weekly Bangladesh || Vol. 28 • Issue 12 • Thursday, 28 August 2025 • ১৩ ভদ্র ১৪৩২, ০৫ রবিউল আওয়াল ১৪৪৭

অপরাধীরা শনাক্ত : গা ঢাকা দিয়েছেন অনেকে

কনস্যুলেটে হামলার ঘটনায় কঠোর অবস্থানে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন

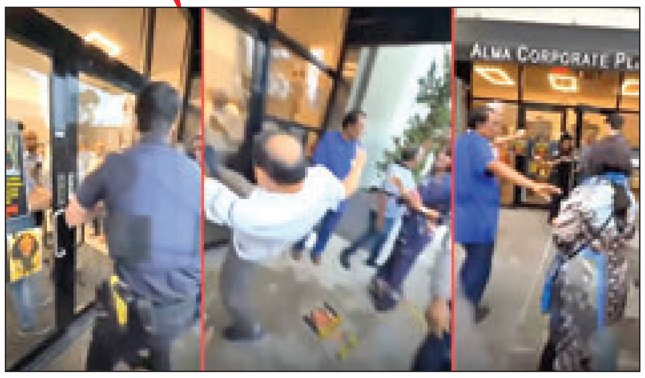

বাংলাদেশ রিপোর্ট: নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনায় জড়িত যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ কর্মীরা এখন নিউইয়র্ক পুলিশ এবং ফেডারেল নিরাপত্তা বাহিনীর কঠোর নজরদারির মধ্যে রয়েছে। (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

এরা রাজনীতি করার নৈতিকতা হারিয়েছেন কনস্যুলেটে হামলা গুরুতর অপরাধ

মনজুর আহমেদ : কনস্যুলেটে হামলা একটা গুরুতর অপরাধ। কনস্যুলেট মানে বিদেশী দূতাবাস। একটি দূতাবাসের নিরাপত্তা তিনভাবে সংরক্ষিত। স্থানীয় আইনে, রাষ্ট্রের (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

হাসিনার নৃশংসতার প্রতিবাদে জেগে ওঠে ছাত্র-জনতা : ওয়াশিংটনে মাহফুজ আলম

নিউইয়র্ক : তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, ফ্যাসিস্ট হাসিনা বাংলাদেশের মানুষের ওপর যে নিষ্ঠুর অত্যাচার, নিপীড়ন ও (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

কনস্যুলেটে হামলা ও গোলাম মোর্তোজার সন্দেহজনক ভূমিকা

মুজতবা খন্দকার : ইনটেরিমের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের উপস্থিতিতে রোববার নিউইয়র্ক বাংলাদেশ কনস্যুলেটে হামলা ও ভাঙচুর করলো নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও ক্ষমতা ছেড়ে ভারতে পালিয়ে থাকা (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

পিয়নের ৪০০ কোটি লোভ ও নির্বাচন প্রসঙ্গ

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু : ক্ষমতার লোভ, খ্যাতির লোভ, সম্পদ আত্মসাতের লোভ, বাংলাদেশে একক দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার লোভ শেখ হাসিনা (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কসহ চার অঙ্গরাজ্যে এনআইডি কার্যক্রম

বাংলাদেশ ডেস্ক : আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের ভোটার করতে দেশটির চার অঙ্গরাজ্যে এনআইডি কার্যক্রম চালু করতে যাচ্ছে নির্বাচন (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

মিনেসোটায় স্কুলে গুলিতে নিহত ৩ আহত ২০

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মিনিয়াপোলিস শহরে একটি ক্যাথলিক স্কুলে এক বন্দুকধারীর হামলায় তিন জন নিহত ও ২০ জন আহত হয়েছেন। নিহত দুই ছাত্রের একজন ৮ বছর বয়সী, অপরজন ১০ বছর বয়সী। পরে ওই (বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রের ভিজিট ভিসার ফি দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের পর্যটন ভিসার ফি দ্বিগুণের বেশি বাড়ছে। আগামী ১ অক্টোবর থেকে নতুন নিয়ম কার্যকর হলে ভিসার (বি১/বি২) (বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
- Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
- Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
- Halal Breakfast & Lunch
- Diabetes Prevention Program
- Help to apply for Medicaid/Food Stamp
- ESL & Computer Class
Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

FRESH FRESH FRESH FRESH
MADE WITH ONLY FRESH MILK
PACKED FRESH
VACUUM SEALED
REACHES YOU VERY FRESH
FRESH FRESH FRESH FRESH

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
- TAX Liens
- Charge Offs
- Inquiries
- Collections
- Garnishment
- Bankruptcy
- Late Payments
Call us: 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
718-587-2266
- LHSCA
- PCA Training
- Day Care
- JAMAICA
- JACKSON HEIGHTS
- BROOKLYN
- BRONX
- LONG ISLAND

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
Gree Mechanical Yonkers
GREE MECHANICAL YONKERS
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

THE ONLY BANGLADESHI OWNED
HOMECARE PPL FACILITATOR

বাংলাদেশী মালিকানাধীন
লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি
আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

ADDRESSES

- 172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
- 2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
- 3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
- 21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
- 136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
- 332 Broadway, Staten Island, NY 10310

লক্ষণীয়

✓ আমরা বাংলায় কথা বলি
✓ আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CONTACT
DHCARE NY LLC
(718) 459-0180
FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

MN Safety Consulting
OSHA/SST/SCAFFOLDING/RIGGING TRAINING
এখানে কন্সট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিতে নিরাপদে কাজের জন্য সবধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় অত্যন্ত দক্ষ ও অনুমোদিত প্রশিক্ষক দ্বারা।
Defensive Driving
NYC SST
৪০/৬২
ঘন্টা ট্রেনিং
ফ্লেগার ট্রেনিং
১৬/৩২ ঘন্টা
রিগিং/স্কাফল্ডিং ট্রেনিং
OSHA
NYC Buildings
আমরা বিল্ডিং এর ভাইওলেশন অপসারণ করে থাকি
TRAINING CONNECT
৬ ঘন্টা প্রতিরক্ষামূলক ড্রাইভিং এবং নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ
718-535-0336
www.mncnt.com
86-47 164TH STREET, SUITE BG, JAMAICA, NY 11432

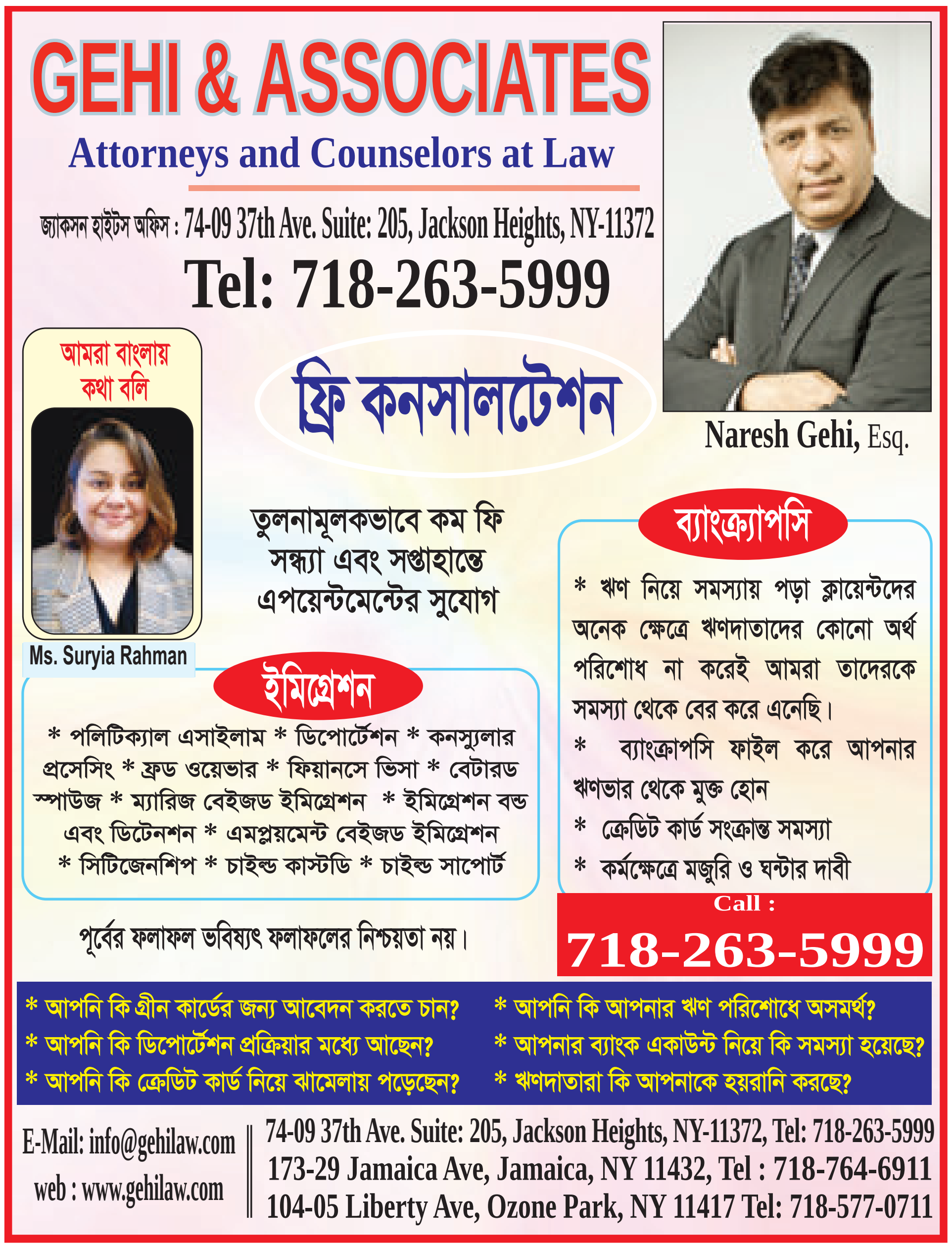
GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372
Tel: 718-263-5999
আমরা বাংলায় কথা বলি
Ms. Suryia Rahman
ফ্রি কনসালটেশন
Naresh Gehi, Esq.
তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
ইমিগ্রেশন
* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট
ব্যাংক্র্যাপসি
* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্র্যাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী
পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।
Call :
718-263-5999
* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?
E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com
74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC
মেডিকেল অফিস
ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি
ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH
আমাদের সেবা সমূহ ঃ
জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে
* শারীরিক চেক আপ
* শিশুরোগ চিকিৎসা
* সর্দি,জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* দুঃচিন্তা ও বিষন্নতার চিকিৎসা
* উচ্চ রক্ত চাপ
* ডায়াবেটিস
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* ল্যাব ও ভ্যাকসিন
অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন
718-880-2186
সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা।
শনিবার: দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টা।
87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcarepc@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, **E-mail:** weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

সম্পাদকীয়

নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সক্রিয় হয়ে ওঠা ঠেকাতে হবে

আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচন বানচালের নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চলছে। নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও তাদের দোসরদের হঠাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠা থেকে এ চক্রান্ত আরও বিস্তৃত হচ্ছে। ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন হওয়া নিয়ে সরকার দৃঢ় অবস্থানে। পলাতক শেখ হাসি-নাসহ আওয়ামী লীগের যারা দেশের বাইরে বা দেশেই আত্মগোপন করে আছেন, তারা তাদের সাঙ্গাঙ্গদের উস্কানি দিচ্ছেন নির্বাচন বানচালের সকল প্রচেষ্টা চালাতে। কিছু দলও জুলাই সনদ, পিআর পদ্ধতি, সংস্কারসহ অন্যান্য ইস্যু নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে জটিল এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাইছে। এ নিয়ে ফ্যাসিবাদবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও মতদ্বৈততা দেখা দিয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিরোধিতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফ্যাসিবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার এই বিরোধ ও মতদ্বৈততার সুযোগে গণঅভ্যুত্থানে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের চাঙা হয়ে উঠার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। দেশে-বিদেশে তারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ঝটিকা মিছিলসহ গোপনে নানা ধরনের বৈঠক করছে। কয়েকদিন ধরে কলেজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে মারামারি, বিভিন্ন দাবিতে গার্মেন্ট শ্রমিকদের সড়ক অবরোধে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি ইত্যাদির পেছনে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও উসকানি রয়েছে বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করেন। শুধু তাই নয়, কোথাও কোথাও তারা জুলাই যোদ্ধাদের ওপর হামলাও করছে। গত ২৪ আগস্ট নিউইয়র্কে তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বাংলাদেশ কনস্যুলেটের ভেতরে যখন বৈঠক করছিলেন, তখন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বাইরে বিক্ষোভ করে। এক পর্যায়ে তারা অফিসের প্রবেশ পথের দরজা ভাঙচুর করে। এ ঘটনা নিশ্চিতভাবেই নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের চরম ধৃষ্টতা। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। গণঅভ্যুত্থানে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার পতনের পর ফ্যাসিবাদবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে ইস্পাততুল্য ঐক্য দেখা গিয়েছিল, সেই ঐক্য এখন আর দেখা যাচ্ছে না। তাদের অবস্থান দুই মেরুতে। তাদের মধ্যকার এই বিভেদই যে, নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ চেয়েছে, তার সক্রিয় হয়ে উঠা থেকেই তা বোঝা যাচ্ছে। দলটির নেতাকর্মীরা ভেতরে ভেতরে নিজেদের গুছিয়ে নিচ্ছে এবং মাঠে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরব হয়ে উঠেছে। এমনকি, গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারি সম্মুখ সারির সমন্বয়কসহ রাজনৈতিক দলগুলোকে দেখে নেয়ার হুমকি দিচ্ছে। নিউইয়র্কে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বিরুদ্ধে সমাবেশ ও কনস্যুলেটের প্রবেশপথ ভাঙাই তার প্রমাণ। এই প্রবণতা যে, সামনের দিনগুলোতে আরও বৃদ্ধি পাবে, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, আওয়ামী লীগ এমন একটি দল, যে হত্যা, গুমসহ হেন কোনো সন্ত্রাসী কার্যক্রম নেই, যা করতে পারে না। ক্ষমতায় থেকেও এগুলো করেছে, ক্ষমতার বাইরে থেকেও করেছে। দলটির ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, এসব সন্ত্রাসী কাজে সে অত্যন্ত পারদর্শী। অন্যদিকে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দলটির সমর্থক ইউটিউবার এবং সংবাদপত্র ও টেলিভিশনে ঘাপটি মেরা থাকা তার দোসর সা-ংবাদিকরা নানা কৌশলে এখন আওয়ামী লীগের পক্ষে বয়ান সৃষ্টিতে অধিক তৎপর হয়ে উঠেছে। টেলিভিশন টক শো গুলোতে তার পক্ষের বক্তাদের হাজির করে তাদের দিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে আওয়ামী লীগের পক্ষে কথা বলাচ্ছে। যে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা ও তার দলের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে রাজনৈতিক দল ও সমন্বয়করা ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবন দিয়ে লড়াই করে তার পতন ঘটিয়ে বিতাড়ন করেছে, তাদের মধ্যে এখন অনৈক্য দেখা দিয়েছে। আওয়ামী লীগের উত্থান ঠেকানোর পরিবর্তে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি শুরু করেছে। তাদের এই অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে আওয়ামী লীগ মাঠে নেমেছে। উল্লেখ করা নিস্প্রয়োজন, আওয়ামী লীগের কাছে লুটপাট ও পাচারের হাজার হাজার কোটি টাকা রয়েছে। সে এখন দেশে অস্থিতিশীল ও অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে এ অর্থ ব্যয় করছে। ফ্যাসিবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর অনৈক্যের সুযোগে আওয়ামী লীগ যদি ফিরে আসে, তাহলে তার দায় তাদেরকেই নিতে হবে। ফ্যাসিবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে এ বিষয়টি বুঝতে হবে। গণঅভ্যুত্থানকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বিতর্কিত করা, কিংবা অনৈক্যর মাধ্যমে ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দেয়ার অর্থই হচ্ছে, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন করা। যেসব ইস্যু নিয়ে তাদের মধ্যকার বিরোধ ও মতভেদ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা নিরসনে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনে সহায়তা করে চিরতরে ফ্যাসিবাদের অবসান ঘটাতে হবে এবং গণঅভ্যুত্থানের ঐক্যকে ধরে রাখতে হবে।

নামাজের সময়সূচি

২৮ আগস্ট-০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ — ০৫-১১ রবিউল আওয়াল ১৪৪৭

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
২৮ আগস্ট	৪.৫৯	৬.১৯	১২.৫৭	৫.৪০	৭.৩৪	৮.৫৪
২৯ আগস্ট	৫.০১	৬.২০	১২.৫৭	৫.৩৯	৭.৩২	৮.৫২
৩০ আগস্ট	৫.০২	৬.২১	১২.৫৬	৫.৩৮	৭.৩১	৮.৫০
৩১ আগস্ট	৫.০৩	৬.২২	১২.৫৬	৫.৩৭	৭.২৯	৮.৪৮
০১ সেপ্টেম্বর	৫.০৪	৬.২৩	১২.৫৬	৫.৩৬	৭.২৮	৮.৪৬
০২ সেপ্টেম্বর	৫.০৫	৬.২৪	১২.৫৫	৫.৩৫	৭.২৬	৮.৪৫
০৩ সেপ্টেম্বর	৫.০৭	৬.২৫	১২.৫৫	৫.৩৪	৭.২৪	৮.৪৩

উপসম্পাদকীয়

পিআর বনাম চেতনার লড়াই

মাহমুদুর রহমান

আজকের মন্তব্য প্রতিবেদন পড়ে দেশের সব প্রধান রাজনৈতিক দলই যে আমার ওপর বেজায় রেগে যাবে, সে বিষয়ে আমি মোটামুটি নিশ্চিত। তবে জীবনের এমন এক প্রান্তে পৌঁছে গেছি যখন আর রাগবিরাগের তোয়াক্কা থাকে না। আমাদের নেতারা মুখে যতই মি-ডিয়ার স্বাধীনতার কথা বলুন না কেন, তারা সবসময়ই দলদাস-জাতীয় জীবদের পছন্দ করেন। কোনো পত্রিকা তাদের ব্যক্তি কিংবা দলীয় স্বার্থের বাইরে কিছু প্রকাশ করলেই সেই পত্রিকাকে তারা কালবিলম্ব না করে বিরোধীদলীয় ট্যাগ দিয়ে থাকেন। প্রধান দল বিএনপি চায় ‘দিনকাল’ মার্কা পত্রিকা আর দ্বিতীয় প্রধান জামায়াতের পছন্দের শীর্ষে অবশ্যই ‘সংগ্রাম’। বিএনপির ভেতরে আবার বেশ কিছুদিন ধরে একধরনের মিশ্র রাজনৈতিক চরিত্রের রূপান্তর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এক সময়ের ‘বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী’ আদর্শের প্রচারকরা এখন ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদী’ হয়ে সব চিহ্নিত সুশীল মিডিয়া ও ইসলামোফোবিক টকশো স্টারদের সমর্থন পাওয়ার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছেন। দলটিতে একধরনের বিস্ময়কর বিবর্তন আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করছি। চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পদাধিকারী ফজলুর রহমানের মতো ভারতীয় হেজেমনিক মতাদর্শের এজেন্ট, রাজনীতিবিদ বিএনপির রাজনৈতিক আদর্শ স্খলনের দৃশ্যমান এক ক্ষুদ্র উপসর্গ বলেই আমার ধারণা। মূল ব্যাধি সম্ভবত অদৃশ্য ক্যানসারের মতো আরো গভীরে ছড়িয়েছে। যাকগে, মূল প্রসঙ্গে আসি।

৫ আগস্ট জাতির উদ্দেশে দেওয়া সর্বশেষ ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা এবং নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশ-নারকে আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠানোর প্রেক্ষিতে রাজনীতির সকল অনিশ্চয়তার অবসান ঘটার আশা করা গিয়েছিল। নির্বাচনের কমবেশি পাঁচ মাস বাকি থাকতে দলগুলোর এতদিনে যার যার কর্মসূচি নিয়ে জনগণের দ্বারে দ্বারে পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু চায়। দ্বিতীয়ত তারা ১৯৭২ সালের সংবিধান বাতিল করে নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য প্রথমে গণপরিষদ নির্বাচনের দাবি তুলেছে। এছাড়া তারা যুক্তরাজ্যের সংসদীয় নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তে জার্মানির ধাঁচে পিআর পদ্ধতির পক্ষে বলেই মনে হচ্ছে। অপরদিকে, জামায়াতে ইসলামীর ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনে আপত্তি না থাকলেও দলের শীর্ষ নেতারা পিআর পদ্ধতি ছাড়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না বলে বিভিন্ন সভায় জোরালো বক্তব্য দিচ্ছেন। এই বক্তব্যে দলটি শেষ পর্যন্ত অনড় থাকবে কি না এ নিয়ে অবশ্য সন্দেহ রয়েছে।

সম্প্রতি একটি জরিপে দেখা গেছে, দেশের ৭১ শতাংশ মানুষও নাকি পিআরের পক্ষে। আমার অবশ্য সন্দেহ আছে, জরিপে অংশ নেওয়া কতজন মানুষ পিআর পদ্ধতিটা পুরোপুরি জানেন অথবা বুঝতে পারছেন। খানিক পরে আমি অতি সংক্ষেপে পদ্ধতিটি বোঝানোর চেষ্টা করব। সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি আসন্ন নির্বাচনে বিজয় সুনিশ্চিত ধরে নিয়ে বর্তমান সংবিধানের অধীনে আগের নিয়মেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচনে যেতে চায়। হাতের নাগালের রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করাটাই তাদের জন্য কষ্টকর বলে মনে হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই, বিএনপি পিআর কিংবা গণপরিষদ, কোনোটাই চায় না। তবে, নির্বাচনে জেতার জন্য দলটি সাম্প্রতিককালে যেসব বয়ান দিচ্ছে সেটা চমকিত হওয়ার মতো।

হাসিনার পালিয়ে যাওয়ার পর গত এক বছরে পদ্মা নদী দিয়ে অনেক পানি গড়িয়ে যাওয়ার পর এত বিলম্বে গণপরিষদের দাবি আমার কাছে আর বাস্তবসম্মত বলে মনে হচ্ছে না। নানা কারণে জুলাইযোদ্ধাদের আর আগের অবস্থান নেই যে তারা কোনো দাবি মানতে সরকারকে এখন বাধ্য করতে পারে। বিচিত্র সব কর্মকাণ্ডে বিতর্কিত করতে নিজেদের দায় এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ বিপ্লবী তরুণরা রাখে নাই। রূঢ় বাস্তবতা হলো, এদের ডাকে

দেখা যাচ্ছে, ভোটারদের মন পাওয়ার চেষ্টার পরিবর্তে রাজনৈতিক নেতারা তাদের নিত্যকার বক্তব্যে নিজেদের পরস্পরবিরোধী, বিদ্বেষমূলক এবং অনড় অবস্থানের কথাই বেশি জানান দিচ্ছেন। এতে করে দেশপ্রেমিক জনগণ ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত বোধ করলেও দিল্লিতে পলাতক ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা, গোপালগঞ্জসহ আওয়ামী বলয়ের অন্ধ সমর্থক গোষ্ঠী এবং ভারতীয় প্রভুদের দল বেজায় পুলক অনুভব করছে। এরা আশা করছে, অনিশ্চয়তা শেষ পর্যন্ত একদা সহযোদ্ধাদের মধ্যে পারস্পরিক হানাহানিতে রূপ নিলে তাদের ‘আপা’র ফেরার পথ প্রশস্ত হবে।

আওয়ামী লীগকে আপাতত হিসাবের বাইরে রাখলে, বাংলাদেশের রাজনীতির বর্তমান প্রেক্ষিতে দেশে প্রধান রাজনৈতিক দলের সংখ্যা দুই হলেও রাজনৈতিক শক্তি কিন্তু তিনটি। আমার ব্যক্তিগত বিবেচনায় তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি, তরুণদের এনসিপি এখনো পুরোপুরি একটি দলের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে নাই। আগামী নির্বাচনে এনসিপি একক শক্তি হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে নাকি বিএনপি অথবা জামায়াতের সঙ্গী হবে কিংবা বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথের পথিক হবে, সেটা আমাদের অনুমানের বাইরেই থাকুক। নির্বাচন নিয়ে তিন রাজনৈতিক শক্তির কৌশল এবং বয়ানের পার্থক্য খানিকটা বোঝার চেষ্টা করা যাক। বর্তমান বন্দোবস্তে এনসিপির নির্বাচনে অনাগ্রহ অনেকটাই স্পষ্ট। তাদের প্রধান দাবি দুটি। প্রথমত এন-সিপি অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেই জুলাই সনদ বাস্তবায়ন দেখতে জনগণ আর রাস্তায় নামবে না। আমি সর্বদা তরুণদের অপরিসীম সাহস এবং নিখাদ দেশপ্রেমের প্রশংসা করে এলেও, তাদের আত্মসংযম এবং বিচক্ষণতার অভাবকে উপেক্ষা করতে পারি না। রাজনীতি করতে হলে প্রশংসা এবং তিরস্কার, দুটোকেই স্বীকার করার মানসিকতা থাকতে হবে। তবে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য ড. ইউনূস সরকারের ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের মতোই দ্রুত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া দরকার। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কোনো দল আগামী ফেব্রুয়ারিতে ক্ষমতায় এলে তাদের মধ্যে দিনবদলের সনদ বাস্তবায়নের কোনো আগ্রহ নাও থাকতে পারে। সুতরাং, আমি মনে করি এনসিপির প্রধান দুই দাবির মধ্যে একটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত যৌক্তিক।

এবার পিআর নিয়ে আলোচনা। আগে জার্মানির পদ্ধতিটা খানিকটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি। সেখানে ভোটাররা দুটো করে ভোট দেন। একটি ভোট ২৯৯ জন স্থানীয় প্রার্থী নির্বাচনের জন্য, যারা যুক্তরাজ্যের মতো সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। দ্বিতীয় ভোটটি দলের জন্য। এই ভোটে পিআর পদ্ধতিতে অতিরিক্ত ২৯৯ জন নির্বাচিত হবেন বিভিন্ন দলের আগে থেকে নির্ধারিত প্রার্থীর তালিকা অনুসারে। ধরুন, একটি দলের ১০ জন সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন (স্থানীয় ২৯৯ জনের মধ্যে), কিন্তু পিআর পদ্ধতিতে বেশি হারে ভোট পাওয়ায় সেই দলের ১৫টি আসন পাওয়া উচিত, সেক্ষেত্রে দলটি তাদের পূর্বনির্ধারিত তালিকা থেকে ক্রমানুসারে অতিরিক্ত ৫টি আসন পাবে (পিআর ২৯৯ আসন থেকে)। অনেক সময় *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Timothy Bompart
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 25900 Greenfield Rd, Suite # 203, Oak Park, MI 48237

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ

* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Ferdausi Hassan,MD

মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm

আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।

আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

জ্যামাইকায় নতুন অফিস

ভয়াবহ রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকটে জুলাই সনদ

মোবায়েদুর রহমান

জুলাই সনদ নিয়ে গভীর সংকটে পড়েছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। এতদিন পর্যন্ত সমস্যা ছিল– এই সনদে কোন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে? এ নিয়ে দেশের ৩২টি রাজনৈতিক দলের সাথে ঐকমত্য কমিশন তথা সরকার মাসের পর মাস ম্যারাথন বৈঠক করেছে। ইতঃপূর্বে গত ৫ আগস্ট ড. ইউনূস মানিক মিয়া এভিনিউ থেকে জুলাই ঘোষণাপত্র বা জুলাই ডিক্লারেশন পাঠ করেছেন। এই ডিক্লারেশনকে বিএনপি এবং তার মিত্ররা অভিনন্দিত করেছেন। কিন্তু এর আগে পর্যন্ত যারা ড. ইউনূস তথা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সমর্থক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তারা ওই ডিক্লারেশনে হতাশ হয়েছেন। হতাশ হলেও তারা তাদের অসন্তোষ নিয়ে খুব বেশি হইচই করেননি। ওই জুলাই ডিক্লারেশনে বলা হয়েছে, আগামী জাতীয় নির্বাচনের পর যে পার্লামেন্ট গঠিত হবে সেই পার্লামেন্ট জুলাই ঘোষণা বাস্তবায়ন করবে। পক্ষান্তরে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন, এনসিপি প্রভৃতি দল দাবি করেছিল, নির্বাচনের আগেই জুলাই ডিক্লারেশন বাস্তবায়িত হোক। সোজা কথায় নির্বাচনের আগেই এই ডিক্লারেশনকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হোক। তাদের দাবি ড. ইউনূসের সরকার মানেননি। বিএনপিও তাদের দাবির সাথে একমত নয়। এরপর এটা নিয়ে তারা আর বেশি দূর অগ্রসর হননি।

এর মধ্যে এসে গেছে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের প্রশ্ন। ইতোপূর্বে গঠিত ছয়টি সংস্কার কমিশনের ১৬৬টি সুপারিশ নিয়ে গত মার্চ থেকে ৩২টি রাজনৈতিক দলের সাথে সংলাপ করে ঐকমত্য কমিশন। এর ফলে ৩২টি সুপারিশে দলগুলোর ঐকমত্য হয়। ৩ জুন থেকে ৩১ জুলাই কমিশন ৩২টি রাজনৈতিক দলের সাথে দ্বিতীয় রাউন্ডের বৈঠক করে। এই বৈঠকে রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কমিশন সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এই ২২টি সুপারিশে দেখা দিয়েছে স্পষ্ট মতভিন্নতা। ১১টিতে সব দল মত দিয়েছে। ৯টিতে বিএনপি ও সমমনা দলসমূহ নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে। বাকি দুটি সিদ্ধান্তে জামায়াতসহ অন্যরা নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে। যেসব বিষয়ে বিএনপি নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে সেগুলো হলো– (১) সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের সংশোধন। (২) প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে অধিষ্ঠিত থাকা। (৩) সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান যথা– পাবলিক সার্ভিস কমিশন, কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল, দুর্নীতি দমন কমিশন, ন্যায়পাল প্রভৃতি পদে নিয়োগ। (৪) জাতীয় সংসদে মহিলা সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের নির্বাচন পদ্ধতি। (৫) দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট গঠনের পদ্ধতি (উচ্চকক্ষের গঠন, তার কার্যপরিধি এবং সদস্য নির্বাচন পদ্ধতি)। (৬) প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি। (৭) তত্ত্বাবধায়ক সরকার। (৮) রাষ্ট্রের মূলনীতি। (৯) প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব।

এসব প্রশ্নে বিভিন্ন দল ও তাদের জোট সঙ্গী বিশেষ করে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট এবং জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন জোটের মতভিন্নতা তো রয়েছেই। এখন দেখা যাচ্ছে, তার চেয়ে বড় সমস্য হয়ে দেখা দিয়েছে এই সনদ অর্থাৎ জুলাই সনদের বাস্তবায়ন। জুলাই সনদকে আইনি ভিত্তি দেয়া এবং তার সাংবিধানিক স্বীকৃতির প্রশ্নে রাজনৈতিক দলসমূহের মৌলিকভাবে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু বাস্তবায়নের সময় নিয়ে দেখা দিয়েছে জটিলতা। এই জটিলতা এখন তীব্র আকার ধারণ করেছে।

প্রশ্ন উঠেছে, জুলাই সনদ সংবিধানের ওপর প্রাধান্য পাবে কি না? এ ব্যাপারে বিএনপির মত হলো, সংবিধানের ওপর কোনো কিছু প্রাধান্য পেতে পারে না। আরো প্রশ্ন উঠেছে, জুলাই সনদকে দেশের কোনো আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। অর্থাৎ জুলাই সনদ নিয়ে আদালতে কোনো মামলা করা যাবে না। এ ব্যাপারেও বিএনপি ভিন্নমত পোষণ করে। তারা মনে করে যে এর ফলে নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে। পক্ষান্তরে, জামায়াতে ইসলামী মনে করে, সংবিধানের কোনো অনুচ্ছেদ যদি জুলাই চার্টারের সাথে সাংঘর্ষিক হয় সেক্ষেত্রে জুলাই চার্টার প্রাধান্য পাবে।

এ ব্যাপারে বিএনপির মত হলো জুলাই সনদ একটি দলিল। একটি দলিল কখনো সংবিধানের ওপরে স্থান পেতে পারে না। পক্ষান্তরে, জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য হলো– জুলাই চার্টার জনগণের অভিপ্রায় ধারণ করে। জনগণের অভিপ্রায় সকলের চেয়ে সুপ্রিম।

বিএনপি এবং তার মিত্ররা ছাড়াও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল, মার্ক্সবাদী (বাসদ)ও বিএনপির সাথে সহমত। এ ব্যাপারে এনসিপির মতামত সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা বর্তমান সংবিধানকে মুজিববাদী সংবিধান বলে গণ্য করে। এই সংবিধান তারা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে এবং একটি গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন সংবিধান রচনার দাবি করে। তারা জুলাই সনদকে এঁরফ-রহম চৎরহপরঢ়ষব অর্থাৎ নীতি নির্দেশক বলে মনে করে। এ কারণে তারা মনে করে, জুলাই চার্টার হবে সব আইনের চেয়ে সর্বোচ্চ আইন। এই সনদের সব অনুচ্ছেদ, নীতি এবং সিদ্ধান্ত একটি গণপরিষদের মাধ্যমে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সময়সীমা সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন, এনসিপি এবং অন্যরা মনে করে যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বেই জুলাই সনদকে বাস্তবায়িত করতে হবে। কিন্তু বিএনপি নেতা সালাহ উদ্দিন আহম্মেদ বলেন, ডিসেম্বরের মধ্যভাগে নির্বাচনী তফসিল ঘোষিত হবে। তার আগে পর্যন্ত বর্তমানে সংবিধানে যেসব ধারা আছে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সেসব ধারাই যথেষ্ট। বিএনপি মনে করে, অনেক বিষয়ে সব দল অর্থাৎ ৩২টি দলই সহমত পোষণ করেছে। এগুলো অধ্যাদেশ অথবা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

কিন্তু সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে বিএনপির ভূমিকা দ্ব্যর্থহীন। তাদের দৃঢ় অবস্থান হলো– সংবিধানের যে কোনো সংশোধনী অন্তর্বর্তী সরকার বা কোনো সনদ করতে পারে না। এই বিষয়টি আগামী পার্লামেন্টের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

জামায়াত এবং এনসিপির দাবি– নির্বাচনের আগেই জুলাই সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে। কোন কোন বিষয় এই মুহূর্তে বাস্তবায়নযোগ্য এবং কোন কোন বিষয় এই মুহূর্তে বাস্তবায়নযোগ্য নয় সেটি সরকার বা অন্য কোনো স্টেকহোল্ডার ব্যাখ্যা করছেন না। জামায়াত এবং এনসিপি উভয়েই বলেছে, ড. ইউনূস বহুবার বলেছেন যে, জুলাই সনদের ভিত্তিতেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এখন যদি সাংবিধানিক সংশোধন, জুলাই ঘোষণাপত্র ইত্যাদি পরবর্তী পার্লামেন্টের জন্য রেখে দেয়া হয় তাহলে বলতে হবে যে, ড. ইউনূস তার আগে দেয়া বক্তব্য থেকে সরে এসেছেন। তারা গণভোট অথবা প্রেসিডেনশিয়াল প্রোক্লামেশনের মাধ্যমে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছেন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখের দাবিদার। জামায়াত এবং এনসিপি উভয়েই ইলেকশনের আগেই জুলাই চার্টার বাস্তবায়ন করতে চাইলেও গণপরিষদ নির্বাচনের প্রশ্নে জামায়াত এনসিপির সাথে সহমত নয়। এনসিপি এ ব্যাপারে শক্ত অবস্থান নিয়েছে এবং কঠোর ভাষায় বলেছে যে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ব্যাপারে তারা ১ শতাংশও ছাড় দেবে না। রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন– সরকার যদি জুলাই চার্টার নির্বাচনের পরে ভবিষ্যৎ পার্লামেন্টের জন্য বিষয়টি ছেড়ে দেয় তাহলে সেটি রুখে দেয়ার ক্ষমতা কি এই মুহূর্তে এনসিপির আছে? ৫ আগস্ট বিপ্লবের পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যে বিপুল সমর্থন ও শক্তি ছিল, ১৩ মাস পর সেটা কি এখনো অক্ষত আছে? এই মুহূর্তে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে সংসদের উচ্চ ও নিম্নকক্ষ গঠনে জামায়াতের যে দাবি সেই দাবির পেছনে অকণ্ঠ জনমত নেই। বিশেষ করে নিম্নকক্ষ যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সরকার গঠিত হয়, সেখানে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা পিআরের ব্যাপারে শিক্ষিত সচেতন মানুষের মধ্যে তেমন কোনো সাড়া বা সমর্থন লক্ষ্য করা *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

চলে গেলেন প্রিয় সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিন

আহমদ মতিউর রহমান

মৃত্যু চোখের সামনের মানুষটিকে মুহূর্তেই চোখের আড়াল করে দেয়। আমরা হতবিহ্বল হয়ে পড়ি, শোকে কাতর হই। তবে কিছু কিছু মানুষ আছেন যারা সহজে চোখের আড়াল হতে পারেন না। প্রিয় সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিন তাদের একজন। ২৩ আগস্ট পথিবীর অমোঘ নিয়মে তিনি চলে গেছেন না ফেরার দেশে। কিন্তু তার কাজ ও উজ্জ্বল স্মৃতি হৃদয়পটে চির জাগরুক থাকবে।

আলমগীর মহিউদ্দিন ভাইকে দৈনিক নয়া দিগন্তের সাংবাদিকরা স্যার সম্বোধন করতেন। কারণ তিনি ছিলেন সবার শিক্ষকতুল্য। এ ছাড়া সাংবাদিক প্রশিক্ষণে তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক, প্রশিক্ষক, রিসোর্স পারসন। তার জানাশোনা, ঘোরাফেরা ও দেখার পরিধি এতটা ব্যাপক ছিল যে, তিনি অনেক কঠিন বিষয়ও নতুন সাংবাদিক বা প্রশিক্ষণরত সাংবাদিকদের জন্য সহজবোধ্য করে তুলে ধরতে পারতেন। নিউজ কি, ফিচার কি, নিউজ রাইটিং, ফিচার রাইটিং, সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় লেখার কৌশলগুলো তিনি প্রয়োজনীয় রেফারেন্সসহ অনবদ্য ভাষায় উপস্থাপন করতেন। তার এসব কথা কোনো বইতে পাওয়া যেত না।

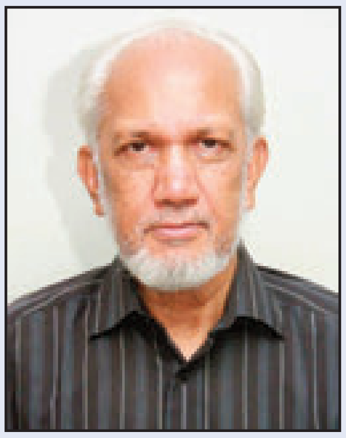

ফলে সবাই নোট নিতেন। তিনি ছিলেন সাংবাদিকতার মহান এক শিক্ষক। তাই অনেকেই তারে স্যার ডাকতেন। আমিও তার বাইরে নই। মাঝে মধ্যে ভাইও বলতাম। কারণ পত্রিকার অলিখিত নিয়ম সবাইকে ভাই সংবোধন করা।

বিশ্বের এন্তার বিষয়ে তার জ্ঞান ছিল। তিনি অনেক লেখাপড়া করতেন। ফলে এসব তার আয়ত্তে ছিল। তিনি বহুবার সাংবাদিক হিসেবে বিদেশ সফর করেছেন। ছিলেন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্র ছিলেন তিনি। নাটোরের একজন *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে
RiteCare
RiteCare Medical Office P.C.

Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified
Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)
Mohd Mozibur Rahman, MD
ইন্টারনাল মেডিসিন ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified
Tahera Aktar
Certified Practitioner
Deepa Shrestha, NP
Certified Nurse Practitioner
• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামূল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্ব ভেকসিন দেওয়া হয়
We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM
TELEMEDICINE available for all patients
Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com
Hillside Office
85-38 168th Pl, Jamaica, NY 11432
Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432
Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

জুলাই সনদ : আপত্তি-বিপত্তি

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

ঘোষণার অপেক্ষায় থাকা জুলাই সনদ নিয়ে আপত্তি ও বিপত্তি দেখা দিয়েছে। স্পষ্টত তিনটি দফায় আপত্তি আছে বিএনপির। এগুলো হচ্ছে- দুই, তিন ও চার নম্বর দফা। সনদের চূড়ান্ত খসড়ায় বেশ কিছু অসামঞ্জস্য দেখা দিয়েছে। বিএনপির সর্বশেষ নীতিনির্ধারণী সভায় এসব বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করে মতামত দেয়ার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। তারা জুলাই সনদের চূড়ান্ত খসড়া পর্যালোচনা করে ঐকমত্য কমিশনকে জানাবে। ইতোমধ্যে এই কমিটির সুপারিশ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে পৌঁছার কথা। এসব বিষয় বাদে বিএনপি বরং এর প্রশংসা করেছে। জাতীয় নির্বাচন সম্পর্কে তাদের কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই। তারা সতর্ক করছে যে, নির্বাচনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে দেশী-বিদেশী চক্রান্ত অব্যাহত রয়েছে। বিএনপি এটিও জানিয়ে দিয়েছে যে, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিতে তারা প্রস্তুত। এই ধারাবাহিকতায় জুলাই সনদ স্বাক্ষর ও একে আইনগত বৈধতা দিতে বিএনপির শীর্ষ নেতারা একমত।

বিএনপির সবচেয়ে বেশি আপত্তি যে বিষয়টিতে তা হচ্ছে- জুলাই সনদকে সংবিধানের উপরে প্রাধান্য দেয়া। কোনো রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল সংবিধানের উপরে স্থান পেতে পারে কিনা এমন প্রশ্ন তুলে দলটি বলেছে, জুলাই সনদকে সংবিধানের উপরে প্রাধান্য দেয়া হলে খারাপ নজির তৈরি হবে। বিএনপির আরো একটি আপত্তির কারণ হলো- এ সনদ নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না, এমন বিধান। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ জুলাই সনদের সমন্বিত খসড়া নিয়ে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেন। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে আলোচনায় বিএনপির পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন সালাহউদ্দিন আহমেদ। বিএনপির এই অবস্থান ভবিষ্যতে বিতর্ক ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে করে জামায়াতে ইসলামী। জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপিরও একই অবস্থান। তারা বলছে, বিষয়টি আরো পর্যালোচনার অবকাশ আছে। এ ধরনের অবস্থায় জাতীয় ঐকমত্যে পৌঁছাতে অর্থাৎ বিএনপির আপত্তিতে এখন দৃশ্যত বিপত্তি সৃষ্টি হয়েছে। নজিরবিহীন গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রথম কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন। ৫৪ বছর ধরে জমে থাকা নানা ধরনের সমস্যা ও সঙ্কট দূরীকরণের এটি একটি সুযোগ। জুলাই অভ্যুত্থানের ছাত্র নেতৃত্ব ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’ রাষ্ট্রীয় সংস্কার সাধনকে তাদের মূল অ্যাজেন্ডা নির্ধারণ করে। প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের জন্য আন্দোলনের আগেই ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাবনা উত্থাপন করেছিল। জামায়াতসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলও তাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সংস্কার প্রস্তাবনা প্রকাশ করে। সংস্কার প্রশ্নে এরকম গণদাবির মোকাবেলায় অন্তর্বর্তী সরকার ১১টি কমিশন গঠন করে। এর মধ্যে মৌলিক বিবেচনায় ছয়টি সংস্কার কমিশনের ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে ইতোমধ্যেই ঐকমত্য ও সিদ্ধান্ত হয়েছে। এসব সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে ঘোষিত হতে যাচ্ছে ‘জুলাই জাতীয় সনদ’। গত ২৯ জুলাই রাজনৈতিক দলগুলোকে জুলাই সনদের একটি খসড়া দেয় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। সেটি নিয়ে দলগুলোর মতামতের ভিত্তিতে তৈরি করা হয় সমন্বিত খসড়া।

এখন এই খসড়া নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে চূড়ান্ত বিবেচনাপর্ব চলছে। প্রথম দফায় খসড়ায় বলা হয়েছিল- আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করবে রাজনৈতিক দলগুলো। এ বিষয়ে প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি একমত হলেও জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি ও আরো কিছু দল আপত্তি জানায়। তারা সনদকে একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে আনার জোর দাবি *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

মহিউদ্দিন আহমদ

ভোটকেন্দ্র পাহারা দিয়ে নির্বাচন আর কতকাল

নির্বাচনের সময় ঠিক হয়ে গেছে। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রোজা শুরু হওয়ার আগেই কাঙ্ক্ষিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে বলে প্রধান উপদেষ্টা আশার বাণী শুনিয়েছেন। নির্বাচন কমিশন প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। কমিশন সময়মতো তফসিল ঘোষণা করবে। আমরা শিগগিরই নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ জানতে পারব। তারপর শুরু হবে ক্ষণগণনা। নির্বাচনের গন্ধ নাকে এলেই রাজনৈতিক দলগুলোর গা গরম হয়। চারদিকে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে যায়। যত্রতত্র পোস্টার-ব্যানার-তোরণ, মাইক্রোফোনের কানফাটা আওয়াজ, গা-ড়িবহর নিয়ে মিছিল, রাস্তা আটকে জনসমাবেশ, মঞ্চে আস্তিন গুটিয়ে আস্ফালন, ভোটারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিনয়ের অবতার সেজে ভোটভিক্ষার অভিনয়, এসব চলবে দিনের পর দিন। যে দল নাগরিকদের যত বেশি কষ্ট দিতে পারবে, সে দল তত বড়, তত শক্তিশালী। তার আলামত পাওয়া যাচ্ছে। তবে তারা অনেকেই পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা বলছে। হম্বিতম্বি করছে।

ইতিমধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের নিয়োগ করা ঐকমত্য কমিশন খসড়া সংস্কার প্রস্তাব প্রকাশ করেছে। সব দল সব প্রস্তাবে একমত নয়। রাজনৈতিক মহলে দুটি মত বেশ প্রবল। একটি মত হলো সব বিষয়ে ঐকমত্যের আশায় বসে না থেকে অবিলম্বে নির্বাচনটি হয়ে যাক। অন্য মতটি হলো, সংস্কার ছাড়া নির্বাচন হবে না। তারা শুধু এটি বলেই ক্ষান্ত হয়নি। বলেছে, সংস্কার ছাড়া নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না। আপাতদৃষ্টে দুই মতের মধ্যে একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সম্ভাবনা নেই।

তবে এ দেশে অনেক কিছুই হয়। রাজনৈতিক ডিগবাজিতে পারঙ্গম নেতারা যেকোনো মুহূর্তে মত বদলাতে পারেন। সেটির জন্য তাঁরা যুক্তিগুলো তৈরি করেই রাখেন। এই যেমন জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আমরা আপাতত এটা মেনে নিলাম; কিংবা ক্ষমতার প্রতি আমাদের কোনো লোভ নেই, আমরা রাজনৈতিক শূন্যতা চাই না; কিংবা আমাদের কাছে নির্বাচন হচ্ছে আন্দোলনেরই একটি ধাপ ইত্যাদি।

এটা বা ওটা না হলে নির্বাচন প্রতিহত করা হবে বলে যাঁরা হুংকার দিচ্ছেন, তাতে জনমনে আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে। তবে এটা ঠিক, সরকার যদি চায় তাহলে যত প্রতিবাদ-বিরোধিতা থাকুক না কেন, নির্বাচন করিয়ে নিতে পারে। যেমন আমরা দেখেছি ১৯৮৮ সালে, ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারিতে এবং ২০১৪ সালে। যেহেতু কাগজে-কলমে এটি পার্টিজান সরকার নয়, সে জন্য কোনো মহলের তুমুল বিরোধিতার মুখে একটা নির্বাচন করিয়ে নেওয়া কঠিন হবে।

কোনো কোনো রাজনৈতিক দল অন্যদের প্রতিপক্ষ মনে করে তাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছে। অনেকের মুখেই লাগাম নেই। তাঁরা যা খুশি বলছেন। মনে হচ্ছে নির্বাচন নিয়ে একটা দাঙ্গা বা যুদ্ধ বেঁধে যাবে। আসলেই কি তা? আমার মনে হয় এসব গা-গরম করা কথাবার্তা আমাদের দেশের রাজনীতির একটা বৈশিষ্ট্য। নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসবে, তাদের আস্ফালন ততই বাড়বে। আমরা এটাকে বলি 'প্রেশার ট্যাকটিকস'। প্রতিপক্ষকে চাপে রেখে সু-বিধা আদায় করে নেওয়ার সনাতন কৌশল। নেপথ্যে আরেকটা কাজ হয় প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে দর-কষাকষি। ছোট ও নাজুক দলগুলো বড় দলের কাছে হিস্যা চায়। বড় দল ছোট দলকে কিছু তালুক বরাদ্দ দিয়ে তাকে নির্বিষ করতে চায়। উভয়ের জন্য একটা 'উইন উইন' পরিস্থিতি তৈরি হয়। এটা একটা খেলা।

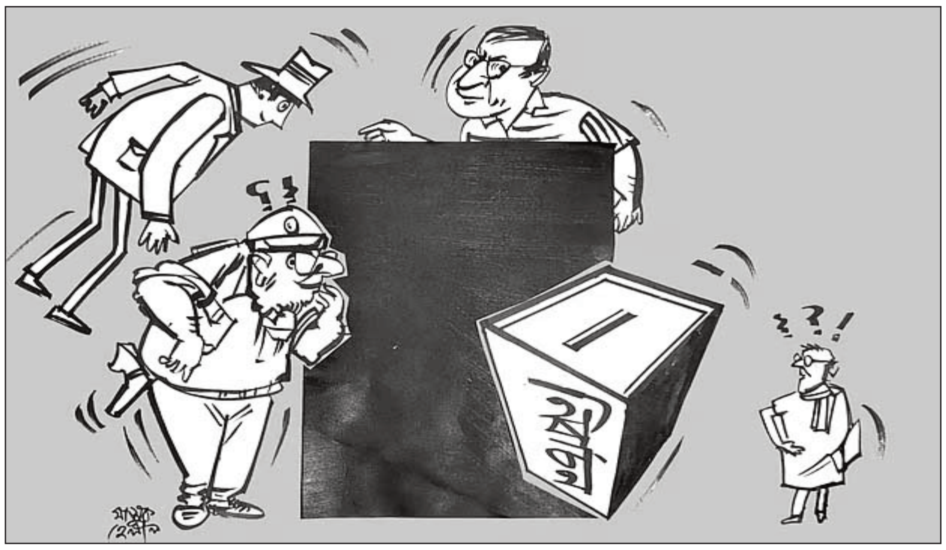

দেখা যায়, ওপরে ওপরে কথার ফণা তুলে ছোবল মারছে আর তলেতলে আসন ভাগাভাগির বৈঠক করছে। একটা রফা হয়ে গেলেই সাপের ফণা নেমে আসে। সাবেক রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ একটা কথা বলেছিলেন, 'বিরোধী দলের নেতারা সারা দিন আমাকে গালি দেয়, আর রাত হলেই গোপনে আমার সঙ্গে বৈঠক করে টাকা নিয়ে যায়।' এরশাদ কীভাবে রাজনীতিবিদদের ম্যানেজ করে চলতেন, সেসব কেচ্ছা অনেকটাই জানা, আর অনেকটাই এখনো অজানা। ব্যবসা দিয়ে, টাকাপয়সা ছড়িয়ে, হানি ট্র্যাপে ফেলে তিনি যে কতজনকে বাগে এনেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এরশাদের এই মডেলটির কার্যকারিতা ফুরিয়ে যায়নি।

এর মধ্যে সরকার দুটি জিনিস ছুড়ে দিয়েছে। একটি হলো জুলাই ঘোষণাপত্র, অন্যটি জুলাই সনদ। কেউ বলছেন, নির্বাচিত সরকার এসে এগুলো সংবিধানে ঢোকাবে। কেউ বলছেন, নির্বাচিত সরকারই ঠিক করবে, কোনটি তারা গ্রহণ করবে আর কোনটি বাদ দেবে। বাদ দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে কিছু কিছু বিষয়ে কোনো কোনো দল 'নোট অব ডিসেন্ট' বা আপত্তি তোলায়। তারা যদি সরকার গঠন করে, তাহলে আপত্তি জানানো বিষয়গুলো মেনে চলার বাধ্যবাধকতা তাদের থাকে না।

তাহলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াল? এই যে এত আন্দোলন, এত রক্ত, এত মৃত্যু, এত ধ্বংস, এসবের কি কোনো দাম নেই? রাষ্ট্র মেরামত হবে না?

এ তো গেল রাজনৈতিক দলগুলোর কথা। দেশে মানুষ আছে ১৭ কোটির বেশি। ভোটার আছেন ১২ কোটির মতো। তাঁদের অনেকেই নির্বাচন দেখেছেন। এর আগে এ দেশে ১২টি নির্বাচন হয়েছে। 'নির্বাচিত' সরকার ছয়বার মেয়াদ পূর্ণ করতে পেরেছে। এর মধ্যে তিনবার পূর্ণ মেয়াদে ছিল কূটকৌশল আর জবরদস্তি করে। সুতরাং আরেকটা নির্বাচন হলেই যে সেটি পূতপবিত্র হবে এবং সরকার টেকসই হবে, তার কী নিশ্চয়তা আছে।

অতীতে এ দেশে এমন কোনো নির্বাচন হয়নি, যেটা কোনো না কোনোভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়নি। নির্বাচনী ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর চরিত্র এমনই যে সেখানে প্রশ্ন তোলার সুযোগ থেকেই যায়।

তারপরও আমরা কিছু নির্বাচনকে ভালো বলি আর কিছু নির্বাচনকে খারাপ বলি। এটা অনেকটা নির্ভর করে নির্বাচন উপলক্ষে আসা বিদেশি পর্যবেক্ষকদের প্রতিবেদন ও মন্তব্যের ওপর। আমাদের নির্বাচন ভালো হলো কি হলো না, তার রায় দেন বিদেশি পর্যবেক্ষকেরা। দেশি পর্যবেক্ষকদের মতামতের তেমন ওজন নেই। কারণ, তাঁরা বেশির ভাগই পর্যবেক্ষণ করেন বিদেশিদের কাছ থেকে অনুদান নিয়ে। ব্যাপারটা মোটেও সম্মানজনক নয়। নির্বাচন নিয়ে এই যে এত অভিযোগ—সূক্ষ্ম কারচুপি, স্থূল কারচুপি, পুকুরচুরি, সাগরচুরি, এ থেকে আমরা মুক্ত হব কবে? যত দিন না মুক্ত হতে পারছি, তত দিন আমরা নানা সংস্কারের কথা বলেই যাব; নির্বাচন কমিশনকে আরও শক্ত শক্ত আইন বানাতে বলব; সেনাবাহিনী নিশ্ছিদ্র পাহারা বসাবে সব ভোটকেন্দ্রে। অঘটনের দৈত্যগুলোকে বোতলে পুরে স্বস্তি পাব। নির্বাচনের পর দেখা যাবে, বোতলের ছিপি খুলে সব দৈত্য বেরিয়ে এসেছে। তারপর আবার আন্দোলন। এই তো চলছে চক্রাকারে।

সংস্কারের নামে যে প্রস্তাবগুলো উত্থাপন করা হয়েছে, সেসবের লক্ষ্য হচ্ছে একটা গ্রহণযোগ্য ও টেকসই নির্বাচনব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং তার মাধ্যমে একটি দায়িত্বশীল সরকারব্যবস্থার পত্তন। ন্যূনতম সংস্কার না করে আরেকটি নির্বাচনে যাওয়ার অর্থই হলো 'থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।' সংস্কারের ব্যাপারে যাঁরা আন্তরিক নন, তাঁরা পুরোনো বন্দোবস্তেই দেশ চালাতে চান।

তবে সংস্কার জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। ভেতর থেকে সংস্কারের উপলব্ধি আসতে হয়। সাধারণ মানুষ চাইলেই হবে না। রাজনৈতিক দলগুলো যদি নিজেরা পরিচ্ছন্ন না হয়, ভোটারদের ওপর জবরদস্তি না করে, নির্বাচনের দিন তাদের লোকেরা যদি ভোটের বাক্স মাথায় নিয়ে দৌড় না দেয়, তাহলে *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী

সবার উপর দেশ সত্য, তার উপরে নাই

কথায় বলে, 'ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়'। অর্থাৎ আমরা যে দল বা গোষ্ঠীকে সমর্থন করি না কেন, সর্বাবস্থায় দেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু অনেক সময় আমরা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে রাষ্ট্রের স্বার্থ ভুলে যাই। মনে রাখতে হবে, দেশ না বাঁচলে আমাদের অস্তিত্ব থাকবে না। আমরা যদি জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা করে দল বা গোষ্ঠীস্বার্থকে প্রাধান্য দিই, তাহলে সমস্যা শুধু বাড়তেই থাকবে। বাংলাদেশ ১৭ কোটি মানুষের ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ। দেশে নানা সমস্যা আছে এবং থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে সমস্যা দেখে ভয় পেলে চলবে না। সম্মিলিত উদ্যোগে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে সব সমস্যার সমাধানে ব্রতী হতে হবে।

বাংলাদেশের মানুষ বীরের জাতি। আমরা নানা সমস্যা ও সংকট কাটিয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছি। অতীতে আমরা বারবার প্রমাণ করেছি, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রশ্নে এদেশের মানুষ কখনোই অপশক্তির সঙ্গে আপস করতে জানে না। বাংলাদেশ বারবার বিদেশি শক্তির করতলগত হয়েছে, কখনো বা দেশীয় অপশক্তির দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে, কিন্তু কোনোভাবেই স্থানীয় বা বিদেশি অপশক্তির আধিপত্য মেনে নেয়নি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হলেও গণমানুষ তাদের অধিকার ফিরে পায়নি। কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের ক্ষমতালিপ্সা জাতিকে বারবার বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। স্বাধীনতার পর দেশের মানুষ আশার আলো দেখেছিল। তারা মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ধুলোয় লুটাতে খুব একটা সময় লাগেনি। তৎকালীন আওয়ামী লীগের সাড়ে তিন বছরের স্বেচ্ছাচারী শাসনের কবলে পড়ে মানুষের প্রত্যাশা ভেস্তে যায়। স্বল্পসময়ের ব্যবধানে দেশকে নরকে পরিণত করা হয়। একপর্যায়ে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার মানসে একদলীয় বাকশাল গঠনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের কবর রচনা করা হয়। একই বছর ১৫ আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান নির্মমভাবে নিহত হন। তারপর দেশে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়। কিন্তু সেই রাস্তা মোটেও কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। আমাদের দেশের স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য ছিল গণতান্ত্রিকভাবে সরকার গঠনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষের মাঝে ন্যায্যতার ভিত্তিতে বণ্টনের ব্যবস্থা করা। কিন্তু দীর্ঘদিনেও এ দুটি প্রত্যাশা অধরাই রয়ে গেছে। বাংলাদেশের মানুষ বারবার তাদের অধিকার আদায়ের জন্য চরম মূল্য দিয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সাড়ে ১৫ বছরের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালে সংঘটিত হয় ছাত্র-জনতার রক্তক্ষয়ী গণ-অভ্যুত্থান। এ গণ-অভ্যুত্থান তাৎক্ষণিক কোনো ঘটনার ফল নয়, এটা দীর্ঘদিনের না পাওয়ার বেদনা থেকেই উৎসারিত অন্যতম সফল গণ-অভ্যুত্থান। এ গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম নিষ্ঠুর ও ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটে। বাংলাদেশের মানুষ সত্যিকারভাবেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রপ্রিয়। তারা স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। যখনই কোনো সরকার মানুষের অধিকার হরণ করেছে, তখনই এ দেশের জনগণ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। সেজন্যই আমি বলি বাংলাদেশিরা বীরের জাতি। তারা কোনো অবস্থাতেই দীর্ঘদিন অন্যায়-অত্যাচার মেনে নেয় না। বলা হয়, বীরের এই রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা যায় না বৃথা। আজ গণতন্ত্রে উত্তরণের যে সংকট লক্ষ করা যাচ্ছে, তা অতিক্রম করা নিশ্চয়ই সম্ভব। বিভিন্ন ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। এখানে আমাদের সমঝোতায় উপনীত হতে হবে। ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থ ত্যাগ করে দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। দেশের স্বার্থে সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকট আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। আমরা যদি জাতীয় স্বার্থে এক হতে না পারি, তাহলে পতিত স্বৈরাচার আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। সেই অবস্থা নিশ্চয়ই কারও

কাম্য হতে পারে না।

এ মুহূর্তে মানুষের প্রত্যাশা হচ্ছে একটি নতুন গণতান্ত্রিক, মানবকল্যাণমূলক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। রাজনৈতিক দলগুলো যদি দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে দেশের স্বার্থকে স্থান দেয়, তাহলে মানুষের প্রত্যাশিত স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তোলা অসম্ভব কিছু নয়। জনগণের প্রত্যাশা পূরণের জন্য এ মুহূর্তে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। ইতোমধ্যেই অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত সময়সূচি মোতাবেক, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে অর্থাৎ পবিত্র রমজান মাস শুরু হওয়ার আগেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। তারপরও নির্বাচন নিয়ে যেটুকু অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, তার মূলে রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর মতভেদ। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের আলাদা আলাদা কর্মসূচি থাকে। যেসব রাজনৈতিক দল ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে শামিল ছিল বা সমর্থন করেছে, তারা সবাই চায় দেশে কার্যকর, উদার এবং কল্যাণমূলক গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হোক। এমন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক, যেখানে আর কোনো স্বৈরাচার যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। ফ্যাসিবাদবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যেহেতু সত্যিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দেখতে চায়, সেহেতু তাদের মধ্যে কোন পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে, তা নিয়ে মতান্তর থাকা উচিত নয়। এ মুহূর্তে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতান্তর লক্ষ করা যাচ্ছে নির্বাচন কোন পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে তা নিয়ে। কেউ বলছে, নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হোক, এটাই দেশের জন্য কল্যাণকর হবে। আবার অন্য পক্ষ বলছে, নির্বাচন সনাতন পদ্ধতিতেই অনুষ্ঠিত হোক। কেউ বলছে, অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সংস্কার কার্যক্রম শুরু করেছে, তা সম্পন্ন করার পরই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। একই সঙ্গে বিগত সরকারের যেসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুস্পষ্ট অভিযোগ রয়েছে, তার বিচার নির্বাচনের আগেই সম্পন্ন করতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। সংস্কার হঠাৎ করেই সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এছাড়া বিচার প্রক্রিয়া চাইলেই তাৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এজন্য সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। তাই সংস্কার অসমাপ্ত রেখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত নয় এমন যুক্তি ধোপে টেকে না। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব সংস্কার কার্যক্রম শুরু করেছে, নির্বাচিত সরকার এসে তা বাস্তবায়ন করবে। সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং অপরাধীদের বিচারের অজুহাতে জাতীয় নির্বাচন বিলম্বিত করা কোনোভাবেই সংগত হবে না। রাজনৈতিক দলগুলো যদি মনে করে, দেশ সবার উপরে, তাহলে এসব *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ক্ষমতার বৈপ্লবিক রূপান্তর ভিন্ন মুক্তি নেই

আমাদের দেশে ক্ষমতার হস্তান্তর বহুবার ও নানাভাবে ঘটেছে, কিন্তু ক্ষমতার প্রকৃত রূপান্তর এখনো ঘটেনি। ব্রিটিশ আসার আগে রাজা-বাদশাহদের একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে হস্তান্তরিত হয়। কিন্তু তাতে ওই ক্ষমতার চরিত্র এবং তার সঙ্গে সমাজের রূপ মোটেই বদলাত না। ব্রিটিশ আসার পর ক্ষমতার একটা রূপান্তর হলো। রাজ্য তখন রাষ্ট্রে পরিণত হলো এবং ওই রাষ্ট্র পুরো ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে সমাজেও একটা পরিবর্তন আনল। বাংলার দিকে তাকালে আমরা দেখব, এখানে শিল্প ও পুঁজির এক ধরনের বিকাশ ঘটেছিল; বাণিজ্য করার নাম করে ইংরেজরা এসে বিকাশের সেই সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে কৃষককে জমিদারের এবং জমিদারকে রাষ্ট্রের প্রজায় পরিণত করল। একদিকে স্থানীয় শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনা বিনষ্ট হওয়ায় এবং অন্যদিকে ভূমিতে কৃষকের অধিকার হারিয়ে যাওয়ায় সমাজে এক ধরনের নেতিবাচক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটল। ইস্ট ইন্ডিয়া কম্‌কানির আনুকূল্যে ও ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটল, যেটি ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে কিছুটা ক্ষমতা পেল এবং ইংরেজ শাসনকে স্থায়িত্ব দানের কাজে সহযোগিতা করল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিই সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের একটা বড় দুর্বলতা ছিল, সেটা হলো রাজনৈতিকভাবে ধর্মের ব্যবহার। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতা বিপন্ন হলো এবং ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদ বিকশিত হতে থাকল। এতে সুবিধা হলো ব্রিটিশ শাসকের। কেননা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ধর্মীয় সাম্‌ক্রদায়িকতার কারণে বিভক্ত হয়ে পড়ল। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিক্ষোভ সাম্‌ক্রদায়িকতার গলিপথে প্রবেশ করে দাঙ্গার রূপ নিল এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে বাংলায় যে একটা প্রায় বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা সাম্‌ক্রদায়িক দাঙ্গার মধ্য দিয়ে রক্তাক্ত সংঘর্ষে পরিণত হলো এবং পরিণতিতে দেশভাগ ঘটল। ইংরেজ শাসক যা করল তা হলো, তাদেরই অনুগতদের হাতে দুই রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা দিয়ে এ ধারণার সৃষ্টি করল যে তারা স্বাধীনতা দিচ্ছে। সাতচল্লিশের দেশভাগে দুটি নতুন রাষ্ট্র তৈরি হলো ঠিকই, কিন্তু সেটি দাঁড়াল ক্ষমতা হস্তান্তরের আনুষ্ঠানিকতায়। রাষ্ট্র রয়ে গেল আগের মতোই আমলাতান্ত্রিক এবং তার অভ্যন্তরে অর্থনীতি থেকে গেল পুঁজিবাদী। সাতচল্লিশের পরপরই পূর্ববঙ্গে নতুন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে। এই জাতীয়তাবাদ আগের মতো ধর্মভিত্তিক নয়, ভাষাভিত্তিক বটে এবং সে কারণে ইহ-জাগতিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক। এই জাতী-য়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন হিসেবে, কিন্তু একাত্তরে এসে তা স্বাধীনতার দাবিতে বিক-শিত হলো। একাত্তর সালেই আমরা পূর্ববঙ্গবাসী প্রথম স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করলাম। সে যুদ্ধকে আমরা মুক্তিযুদ্ধ বলি এ কারণে যে কেবল স্বায়ত্তশাসন কিংবা নতুন রাষ্ট্র নয়, অস্কষ্টভাবে হলেও আকাঙ্‌ক্ষাটা ছিল মুক্তির। সেই মুক্তি অর্জন ব্রিটিশের রেখে যাওয়া পুরনো সমাজব্যবস্থাকে অক্ষুণ্‌ন রেখে কিছুতেই সম্ভব ছিল না। স্বপ্নটা ছিল একটি গণতান্ত্রিক সমাজের, যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের অধিকার ও সুযোগের কোনো বৈষম্য থাকবে না এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে, কিন্তু সে লক্ষ্য আমরা অর্জন করতে পারিনি এবং পারিনি বলে আজ চারদিকে এত হতাশা, সংঘাত ও সংকট।

একাত্তরের যুদ্ধের আগে উনসত্তরে যে অভ্যুত্থান হয়েছিল, সেখানেও আকাঙ্‌ক্ষা ছিল একটি সামাজিক বিপ্লবের। কিন্তু সামাজিক বিপ্লবকে সম্ভব করার জন্য প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব দেওয়ার মতো রাজনৈতিক শক্তি দেশে ছিল না। অভ্যুত্থানের চালিকাশক্তি ছিলেন বামপন্থীরা, যাঁরা সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাস করেন, কিন্তু তাঁরা ছিলেন বিভক্ত এবং অসংগঠিত। তাঁদের শক্তি ছিল, কিন্তু সে শক্তি সংগঠিত হতে পারেনি। কেননা সে সময়ে মূল রাজনৈতিক দ্বন্দ্বটা ছিল পাঞ্জাবিদের সঙ্গে বাঙালির; সেই দ্বন্দ্বের সমাধান না করে সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব ছিল না। বামপন্থীরা এই সত্যকে নিজেদের কর্মসূচির মধ্যে ধারণ করতে পারেননি। পাঞ্জাবি রাষ্ট্রশক্তি এবং বাঙালি জনগণড় এই দুই পক্ষের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রটাতে জাতীয়তাবাদীরা যেভাবে আন্দোলন পরিচালনা করলেন, বামপন্থীরা সেভাবে এগিয়ে আসতে পারলেন না। ফলে সাতচল্লিশ সালের পর থেকেই সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যে বামপন্থীদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, স্বাধীনতার আন্দোলন তাঁদের নেতৃত্বে পরিচালিত হলো না। নেতৃত্ব চলে গেল জাতীয়তাবাদীদের হাতে।

নামে স্বাধীন হলেও এই শাসক শ্রেণি কিন্তু আগের চেয়েও পরাধীন। আগের পরাধীনতা ছিল প্রত্যক্ষ ও গ্লানিকর, কিন্তু বর্তমানের পরাধীনতা অপ্রত্যক্ষ এবং ‘সম্মানজনক’। এই শাসক শ্রেণি যে কতটা পরাধীন তার প্রমাণ পাওয়া যায় কেবল যে ঋণদাতা সংস্থাগুলোর পরামর্শ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তা নয়, দৈনন্দিন রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বিশ্বপ্রভুদের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মান্য করার মধ্যেও। এতে তারা অসম্মানের কিছু দেখে না, বরং বিদেশিরা কতটা ঝুঁকেছে তার মধ্য দিয়েই তারা নিজেদের রাজনৈতিক চরিতার্থতা নিরূপণ করছে।

এই যে কখনো সরাসরি সামরিক শাসন, কখনো সাংবিধানিক-অসাংবিধানিক স্বৈরশাসন আমাদের দেশে এসেছে এবং আছে, তার মধ্য দিয়ে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটছে বটে, কিন্তু জনগণের মুক্তির যে স্বপ্ন, তা মোটেই বাস্তবায়িত হচ্ছে না। উল্টো দেখা যাচ্ছে যে এই শাসক শ্রেণি যে নামেই আসুক বা যে সরকারই গঠন করুক, তাদের মূল কাজ লুণ্ঠন ও দেশের সম্‌কদ বিদেশে পাচার করা এবং দেশের ভূমি, বন্দর সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে তুলে দেওয়া। ক্ষমতা-বুভুক্ষু এবং দেশপ্রেমবিবর্জিত এমন শাসক আমাদের ইতিহাসে আর কখনোই দেখা যায়নি।

জনগণের যে আকাঙ্‌ক্ষা, সেটি যে বাস্তব রূপ গ্রহণ করল না, তার কারণ হলো তাদের পক্ষের যে শক্তি, সেটি এখনো, এতসব ঘটনা ও সংগ্রামের পরও সংগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি। আর এ কারণেই দেশপ্রেমবিবর্জিত শাসকের দৌরাত্ম্য অক্ষুণ্‌ন রেখেছে এবং ক্ষমতা ক্রমাগত বৃদ্ধি করে চলেছে। অন্যদিকে জনগণের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। দেশ এখন ইসলামী জঙ্গিবাদেরও লালনভূমি বটে। মানুষ বিক্ষুব্ধ; আর নিয়ম এই যে বিক্ষোভ কোনো না কোনো দিক দিয়ে প্রকাশিত হবেই। বিক্ষোভ যদি দেশপ্রেমীদের নেতৃত্বে এগোত, তাহলে আমরা সমাজ বিপ্লবের অভিমুখে অগ্রসর হতে পারতাম। শাসক শ্রেণির নির্যাতন ও তাদের করতলগত গণমাধ্যম এবং রাষ্ট্রের বাহিনী ও মব ভায়োলেন্সের কবলে দেশবাসী নিরন্তর পীড়িত হচ্ছে। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি সর্বত্রে দৃশ্যমান; যেমন সরকারে, তেমনি রাজনীতিতে প্রকাশ্য দৌরাত্ম্যপনার ফলে ধর্মীয় মৌলবাদ ও জঙ্গি তৎপরতার লক্ষণ স্কষ্ট। এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর নানা দেশে আছে, আমাদের দেশেও দেখা যাচ্ছে; যেটি অনভিপ্রেত ও হতাশাজনক বটে।

এককথায় বলা যায়, শাসকদের স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করেছে। কেননা তাঁরা তাঁদের স্বাধীনতা পেয়ে গেছেন। কিন্তু জনগণের মুক্তির যে স্বপ্ন, তার বাস্তবায়ন তাঁদের কাছে প্রত্যাশা করা গাবগাছ থেকে আমের আশা করার শামিল। স্কষ্টই বোঝা যাচ্ছে, মুক্তির আন্দোলন শেষ হয়ে যায়নি। প্রশ্ন হলো, এই আন্দোলন কারা পরিচালনা করবেন? করবেন তাঁরাই, যাঁরা একই সঙ্গে দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক। কেবল দেশপ্রেমিক হলেই চলবে না, কেননা বর্তমান শাসকরাও নিজেদের দেশপ্রেমিক বলে থাকেন। তাই গণতান্ত্রিকও হতে হবে। বিশ্বপুঁজিবাদের অবরোধের মধ্যে গণতন্ত্রের অঙ্গীকার দুটিড়এক. সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হওয়া; দুই. সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাস করা। এই দুটি গুণ যাঁদের মধ্যে নেই, তাঁরা কিছুতেই গণতান্ত্রিক হতে পারেন না।

দেশপ্রেমের অর্থটাও পরিষ্কার। সেটা হলো দেশের মানুষকে ভালোবাসা। দেশ বলতে ভূমি বোঝায়, কিন্তু তার চেয়েও বেশি বোঝায় দেশের মানুষ। আমাদের শাসকরা ভূমিতে আগ্রহী; মাতৃভূমি সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে তুলে দিতে দ্বিধা নেই। কিন্তু জনগণের প্রতি বিরূপ, যে জন্য তাঁদের মধ্যে দেখি সাম্রাজ্যবাদের তোষণও। কিন্তু জনগণের দুর্দশামোচনে কোনো আগ্রহ দেখি না, বরং জনগণের তাঁরা চিহ্নিত (বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
কুইন্সের প্রাণকেন্দ্র E & F Train Subway সংলগ্ন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশীয় মালিকানায় অভিজাত ও সৌন্দর্য মন্ডিত রেস্টুরেন্টে ও ব্যাংকুয়েট হল। আগ্রা প্যালেসে আপনাদের স্বাগতম
এখানে গায়ে হলুদ বিবাহ এনগেজমেন্টস সুইট সিক্সটিন বেবি শাওয়ার ফান্ড রেইজিং বিভিন্ন ধরণের সভা, সেমিনার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্যু-ব্যবস্থা করা হয়।
৫০-৪০০ পর্যন্ত বুকিং করে থাকি।
২টি ফ্লোরে দুটি পৃথক হল
Valet Parking-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
আমরা ক্যাটারিং করে থাকি
১০০% হালাল ফুড পরিবেশন করে থাকি।
বাঙালি কমিউনিটির জন্য রয়েছে বিশ্ব মানের বাংলাদেশী শেফ
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agraPalace Restaurant & Party Hall
Contact: 718-261-8880, 929-521-2019 (ম্যানেজার)
Address: 116-33 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11373
E-mail: agrapalacequeens@gmail.com web: agrapalaceNYC.com

SYLHET MOTORS
Getting Approved is EASY
BAD CREDIT ?
NO CREDIT ?
No Problem...
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
QUALITY PRE-OWNED VEHICLES
YOU WORK
YOU DRIVE
এই বিজ্ঞাপন সাথে নিয়ে আসলে
৬ মাসের ফ্রি মেইনটেন্যান্স
Address: 161-05 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432
Phone: 718-523-3044, www.sylhetmotors.com

ASTRA VASCULAR

আধুনিক চিকিৎসার পদ্ধতি আবিষ্কার করুন B ASTRA VASCULAR

আপনার স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষায়িত পরিষেবা

শিরার অপ্রতুলতার চিকিৎসা

শিরার অপ্রতুলতা তখন ঘটে যখন আপনার পায়ের শিরাগুলি সঠিকভাবে রক্ত হৃদয়ে ফিরে আসতে দেয় না, যার ফলে রক্তনালী বিকৃত হওয়া, ফোলা এবং অস্বস্তি সৃষ্টি হয়। অ্যাস্ট্রা ভাসকুলারে, আমরা উন্নত চিকিৎসার পদ্ধতি যেমন এন্ডোভেনোজাল লেজার থেরাপি (EVLT) এবং স্কলারোথেরাপি অফার করি, যা উপসর্গ উপশম করতে এবং রক্তপ্রবাহ উন্নত করতে সাহায্য করে, জীবনের গুণমান পুনরুদ্ধার করতে।

পরিচিত হোন, ডক্টর জর্জ বলোটিন

স্বাগতম অ্যাস্ট্রা ভাসকুলার ক্লিনিকে, যা আধুনিক চিকিৎসার পদ্ধতি ব্যবহারে বিশেষায়িত, যেখানে ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি এবং ডক্টর জর্জ বলোটিনের নেতৃত্বে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ সহ, ডক্টর আপনার শিরার স্বাস্থ্য উন্নত করতে সহায়ক হবে সর্বনিম্ন আক্রমণাত্মক পদ্ধতির মাধ্যমে।

ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি চিত্রায়ন প্রযুক্তি ব্যবহার করেdiagnosis এবং চিকিৎসার জন্য, যা দ্রুত পুনরুদ্ধারের সময় প্রদান করে।

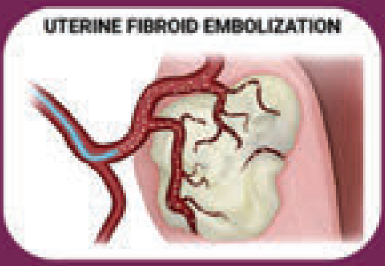

আপনি কি উপসর্গযুক্ত ফাইব্রয়েডে ভুগছেন?

গর্ভাশয় ফাইব্রয়েড এমবলাইজেশন (UFE)

গর্ভাশয় ফাইব্রয়েড এমবলাইজেশন (UFE) একটি ন্যূনতম আক্রমণাত্মক, অস্ত্রোপচারবিহীন পদ্ধতি যা গর্ভাশয়ের ফাইব্রয়েডের রক্ত সরবরাহ বন্ধ করে তাদের সংকুচিত ও ধ্বংস করে। এটি অস্ত্রোপচারের তুলনায় নিরাপদ, দ্রুত এবং আরও কার্যকর বিকল্প সরবরাহ করে, গর্ভাশয় সংরক্ষণ করে এবং উপসর্গগুলি উপশম করে। ডঃ জর্জ বলোটিন এবং ব্রুকলিন ও ব্রঙ্কসে অ্যাস্ট্রা ফাইব্রয়েড ট্রিটমেন্ট স্পেশালিস্টরা অত্যাধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই উন্নত চিকিৎসা প্রদান করেন।

গাঁটের ব্যথা?

জেনিকুলেটরি ধমনী এম্বোলাইজেশন

যদি আপনি অস্টিওআর্থ্রাইটিস বা অন্যান্য অবস্থার কারণে দীর্ঘস্থায়ী হাঁটুর ব্যথায় ভুগছেন, তবে জেনিকুলেটরি ধমনী এম্বোলাইজেশন একটি সমাধান হতে পারে। এটি একটি সর্বনিম্ন আক্রমণাত্মক প্রক্রিয়া, যা সেই রক্তনালীগুলিকে লক্ষ্য করে যা হাঁটুর প্রদাহ এবং ব্যথা সৃষ্টি করে, এবং বড় অপারেশনের প্রয়োজন ছাড়াই উপশম প্রদান করে। কম ব্যথা এবং উন্নত গতিশীলতার সঙ্গে আরও সক্রিয় জীবন উপভোগ করুন।

হেমোরয়েডসের সমস্যায় ভুগছেন?

হেমোরয়েড এম্বোলাইজেশন

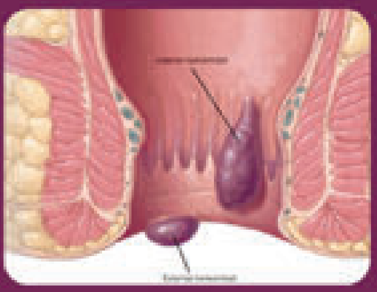

হেমোরয়েড significant অস্বস্তি সৃষ্টি করতে পারে এবং আপনার দৈনন্দিন কার্যকলাপে প্রভাব ফেলতে পারে। হেমোরয়েড এম্বোলাইজেশন একটি নন-সার্জিক্যাল চিকিৎসা পদ্ধতি, যা হেমোরয়েডাল পিটগুলিতে রক্ত প্রবাহ কমিয়ে তাদের কার্যকরভাবে ছোট করে এবং উপসর্গ উপশম করে। এই উদ্ভাবনী পদ্ধতি দ্রুত পুনরুদ্ধার এবং সর্বনিম্ন অস্বস্তি প্রদান করে, আপনাকে দ্রুত আপনার সাধারণ জীবনে ফিরে যেতে সহায়তা করে।

কেন ASTRA VASCULAR নির্বাচন করা উচিত?

- ☑ **বিশেষজ্ঞ সহায়তা:** ডক্টর জর্জ বলোটিনের নেতৃত্বে, আমাদের দল ব্যক্তিগতকৃত এবং কার্যকর চিকিৎসার পদ্ধতি সরবরাহ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- ☑ **সর্বনিম্ন আক্রমণাত্মক পদ্ধতি:** আমাদের প্রক্রিয়াগুলি ব্যথা এবং পুনরুদ্ধারের সময় কমানোর দিকে লক্ষ্য রাখে।
- ☑ **আধুনিক প্রযুক্তি:** আমরা সেরা ফলাফল নিশ্চিত করতে চিকিৎসা এবং চিত্রায়ন প্রযুক্তির সর্বশেষ পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করি।

অধিক তথ্য বা পরামর্শের জন্য আমাদের সাইটে যান অথবা ফোনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আজই আপনার শিরার স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রথম পদক্ষেপ নিন!

718-222-0225

Brooklyn Office : 4209 Avenue U, Brooklyn, NY 11234
Phone : 718-222-0225

Bronx Office: 869 E. Tremont Ave., Bronx, NY 10460
Phone : 929-447-4857

ভালো'র 'ব্যাক টু স্কুল' কর্মসূচি

(শেষ পাতার পর)

আউটরিচ-এর (ভালো) গত ২৬ আগস্ট মঙ্গলবার নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় ব্যাক-টু-স্কুল কর্মসূচিতে শতশত স্কুলগামী শিশু ও তাদের অভিভাবক দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে উপহার সংগ্রহ করেন। ইভেন্টে অংশ নেওয়া শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় স্কুলব্যাগ, খাতা-কলমসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ। নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে এমন উপহার পেয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে তৈরি হয় উচ্ছ্বাস আর আনন্দ। অভিভাবকদের মুখে ফুটে ওঠে কৃতজ্ঞতার হাসি।

সংগঠনের প্রতিনিধিরা জানান, অভিবাসী পরিবারগুলোকে নতুন স্কুল বছরের প্রস্তুতিতে সহায়তা করাই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এই ছোট্ট প্রয়াস ছিলো সেই যাত্রারই অংশ।স্থানীয় কমিউনিটি লিডাররাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে 'ভালো'র ব্যাক-টু-স্কুল কর্মসূচিকে স্বাগত জানান। তারা বলেন, এ ধরনের আয়োজন শুধু শিক্ষার্থীদের সহায়তা করে না, বরং কমিউনিটির ভেতরে ঐক্য ও সহযোগিতার পরিবেশও তৈরি করে।দিনভর শিশুদের হাসি-আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে পুরো আয়োজনস্থল, আর অভিভাবকেরা মনে করেন- এমন আয়োজন তাদের সন্তানের নতুন শিক্ষাবর্ষে আত্মবিশ্বাসী সূচনা করতে বিশেষ সহায়ক হবে।

'ভালো'র এই কর্মসূচিতে কমিউনিটি পার্টনার ছিল- ডিএইচ কেয়ার, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি, বাংলাদেশি আমেরিকান বিজনেস সোসাইটি অব হিলসাইড অ্যাভিনিউ (ব্যবসা), জ্যামাইকা সিনিয়র সেন্টার, এমইউএস কেয়ার, এমইউএস ভোট, গেটওয়েল মেডকেয়ার, ফ্যামিলি কেয়ার ফার্মেসি, বেস্ট স্কোর, ব্রুকলিন ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটি, আর-কিউএম টিউটোরিয়াল, ইলহাম একাডেমি, খানস টিউটোরিয়াল, লাইফ অব হোম, ক্রিসেন্ট কমিউনিটি পেট্রল (সিসিপি), ট্রাস্ট এইড এবং বেঙ্গলিজ অব নিউইয়র্ক (বনি)।

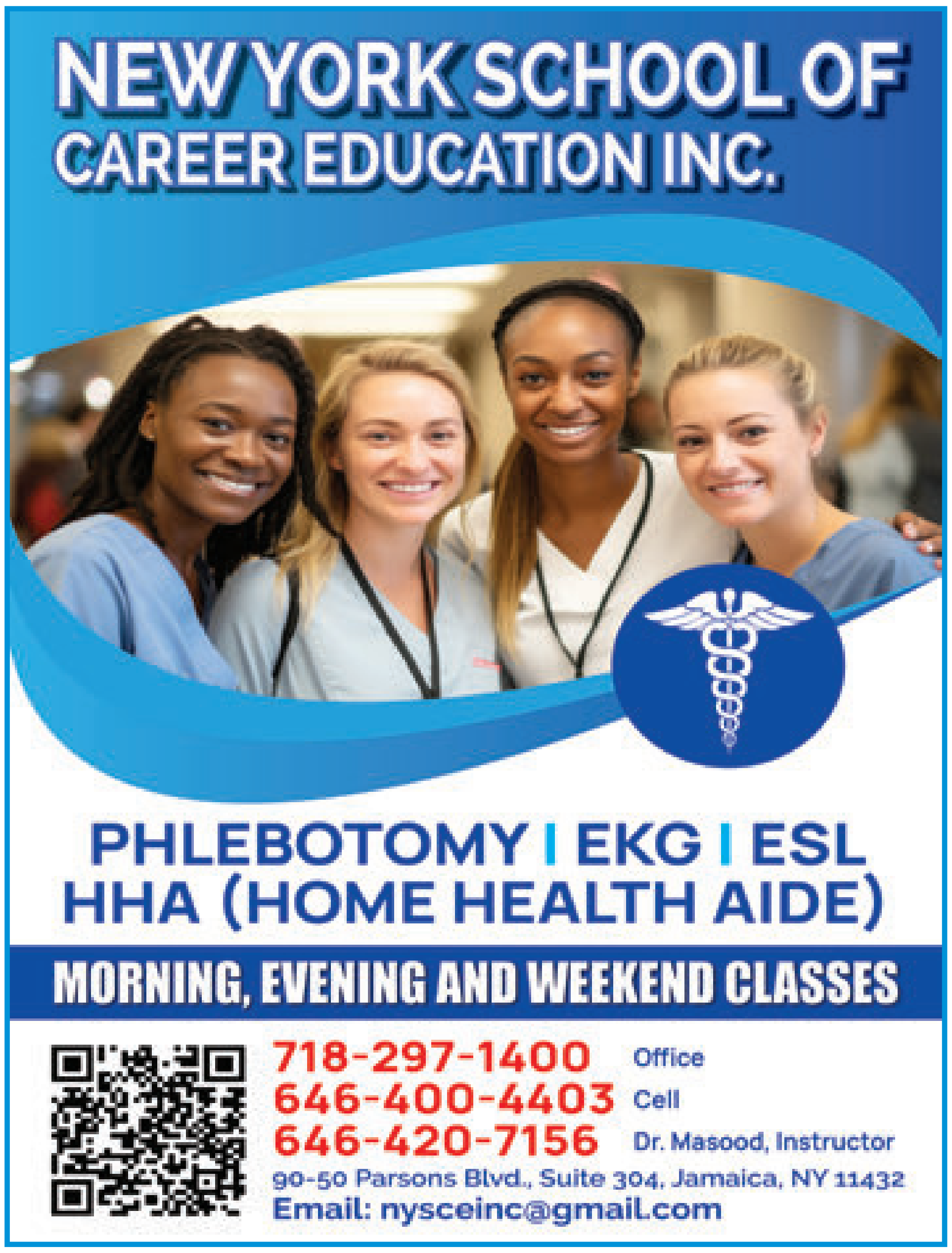

হোম কেয়ার সার্ভিস (CDPAP) নিতে চান?
Bestcare
Home care, your care.
আমরা বাংলায় কথা বলি
PPL & NYS
DEPARTMENT OF HEALTH
অনুমোদিত
CDPAP - FACILITATOR
১৯৮১ সাল থেকে স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটির সাথে আছি
আজই যোগাযোগ করুন - (516) 731-7808
3000 Hempstead Turnpike, Suite 205, Levittown, New York 11756
Email: cdpap@bestcare.com
Nassau
50 Clinton Street Suite 201 Hempstead, NY 11550
Queens
70-50 Austin Street Lower Level 130 Forest Hills, NY 11375
Bronx
4119 White Plains Road Bronx, NY 10466
Staten Island
60 Bay Street Suite 506 Staten Island, NY 10301
Suffolk
97 West Main Street Bayshore, NY 11706
Manhattan
260 West 36th Street Suite 400 New York, NY 10018
Brooklyn
1781 Flatbush Avenue 2nd Floor Brooklyn, NY 11210

RED COW MILK IS BETTER
COW GUARAN
200%
GUARANTEE
UNTOUCHED BY HANDS
786® حلال
START FRESH PACKED FRESH STAY FRESH
NO OTHER MILK POWDER HAS THIS GUARANTEE
RED COW MILK MADE WITH ONLY FRESH MILK not from concentrate
RED COW FRESHLY PRODUCED IN EUROPE
RED COW FRESHLY PACKED AT THE FACTORY NOT SOMEWHERE ELSE
RED COW SHIPPED FROM FACTORY DIRECTLY TO YOUR STORES SO YOU CAN BE SURE IT IS FRESH
RED COW BRAND MILK POWDER DISSOLVES BETTER THAN ANY OTHER MILK POWDER
PACKED IN HOLLAND AT FACTORY WHERE IT IS MADE SO YOU CAN BE SURE IT IS NOT CONTAMINATED
PACKET BUTTER ABSORB ODOR FROM THE FRIDGE. RED COW BUTTER IN A CAN KEEPS THE FRESH, CLEAN BUTTER TASTE SO YOU CAN ENJOY FRESH TASTE OF BUTTER.
RED COW MILK IS THE BEST.
Why is RED COW milk the BEST?
1) Throughout the year, our family farms provide the same exceptional nutrition for their dairy cow: fresh grass and grains. 2) This diet helps them to be well-nourished and healthy milk producers.3) Cows are allowed to graze in green, grassy pastures- results in healthier, happier cow which produce the highest quality, hormone free milk possible.
Red Cow
FULL CREAM
MILK
POWDER
RED COW
REAL & NATURAL
BUTTER
FOR BREAD, CAKES & COOKING
100% PURE & NATURAL BUTTER
100% PURE & NATURAL MILK
SEALED IN A CAN SO YOU CAN REST ASSURED IT IS 100% PURE
Red Cow
PURE PREMIUM
ORIGINAL
REAL COW GHEE
Everyday
COW GHEE
PRODUCT OF UNITED KINGDOM
GUARANTEED 100%PURE 786 حلال
100% PURE & NATURAL COW GHEE
RED COW brand 100% PURE COW GHEE UNTOUCHED BY HANDS, PRODUCED IN UK PACKED IN CANS AND SEALED AT THE FACTORY SO YOU CAN BE SURE IT STAYS 100% PURE & UNTOUCHED BY HANDS
Wholesale supplies from:
AFN BROKER LLC 908-486-0077,
RAHMAN DISTRIBUTORS, NY
917-396-4882
WHY IS REAL GUYANA CANE SUGAR FAMOUS FOR MORE THAN 300 YEARS? TASTE REAL GUYANA SUGAR AND YOU WILL KNOW WHY.
ORIGINAL
Real Guyana
786 REAL & NATURAL
CANE SUGAR
100% PURE & NATURAL CANE SUGAR

নারীকে ইসলামই বেশি সম্মানিত করেছে

জাফর আহমাদ

সভ্যতার বিধানে নারীর মর্যাদা কত যে বেশী তার পরিমাপ করা খুবই কঠিন। গোটা দুনিয়াকে তাদের মুখাপেক্ষী করা হয়েছে। পুরো মানবজাতি তাদের কাছে ঋণী। বেশ কিছু লোকের ধারণা যে, শিশু পালন একটা সামান্য ব্যাপার। একটা মূর্খ মেয়েলোক দিয়েও তা চলতে পারে। কিন্তু যারা মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান রাখেন, তারা অবশ্যই বুঝতে পারেন যে, মানব জাতির দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে এর চাইতে গুরত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজ আর নেই। দুনিয়ার যাবতীয় শিক্ষা ও সভ্যতা সম্পর্কিত কার্যাবলীর ভেতরে কোন কাজই শিশুদের যথার্থরূপে লালন পালনের মত কঠিন দায়িত্বপূর্ণ নয়। মানবজাতির যত সব শিক্ষাগত ও চারিত্রিক সৌন্দর্যের বুনিয়াদ এই লালন পালনের ওপরই নির্ভরশীল-যা শৈশবে তারা মায়ের হাতে পেয়ে থাকে। মানুষের জ্ঞান ও চরিত্রগত পূর্ণত্বের মূল উৎস সেই শৈশবকাল, যখন সে স্রষ্টার নিয়োজিত স্নেহময়ী শিক্ষকের হাতে মর্যাদা ও পূর্ণত্বের ভূমিকা অধ্যয়ন করে থাকে। শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখতে পাবে যে, যথাযথ লালন পালন, মানুসের দৈহিক ও আত্মিক সংগঠন ও উন্নয়নের বিধান অবগতির ওপরে সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। পরিশ্রম ও সতর্কতার দিক থেকে বিবেচনা করলেও দেখা যাবে যে, লালন পালন এমনি এক ব্যাপার যাতে চরম ধৈর্য ধারণ ও কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন রয়েছে। জন্মের দিন থেকে সাবালেগ হওয়া পর্যন্ত সন্তানের দেখা-শোনা, অসীম ধৈর্য ও তিতিক্ষা নিয়ে অশেষ দু:খের পরিণামফল দেখার জন্যে অধীর প্রতীক্ষায় দিন কাটানো, এমনকি সুদীর্ঘ চৌদ্দ পনের বছর অবধি চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সন্তানকে সাফল্যজনকভাবে বিশেষ স্তরে পৌঁছিয়ে দেবার কৃচ্ছ সাধনা, আদৌ সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তাই মানব সভ্যতার বুনিয়াদী গুরু দায়িত্বভার নারীর কাঁধে রেখে বাইরের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কোন্দল ও টানা-হেঁচড়ায়ও নারীকে নিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণভাবে অবিচার, অন্যায় ও জুলুম।

পশ্চিমা বিশ্ব ছাড়াও আমাদের দেশের মুসলিম নামধারী কিছু জ্ঞানপাপী এ অভিযোগ প্রায়ই উত্থাপন করে থাকে যে, ‘ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে নারীদের অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। পুত্রকে কন্যার দ্বিগুণ দেয়া হয়েছে।’ যারা এ ধরনের অভিযোগ নিয়ে আসেন, তাদেরকে প্রথমে জাহিলিয়াতের নারীর অবস্থান ও খৃষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু ও ইহুদী ধর্মের মীরাস এবং ইসলামের সোনালী যুগের নারীদের অবস্থানের তুলনামুলক পর্যালোচনা করার অনুরোধ করবো। দ্বিতীয়ত: ইসলামের মিরাস বন্টনের পুরো নীতিমালাটুকু একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের

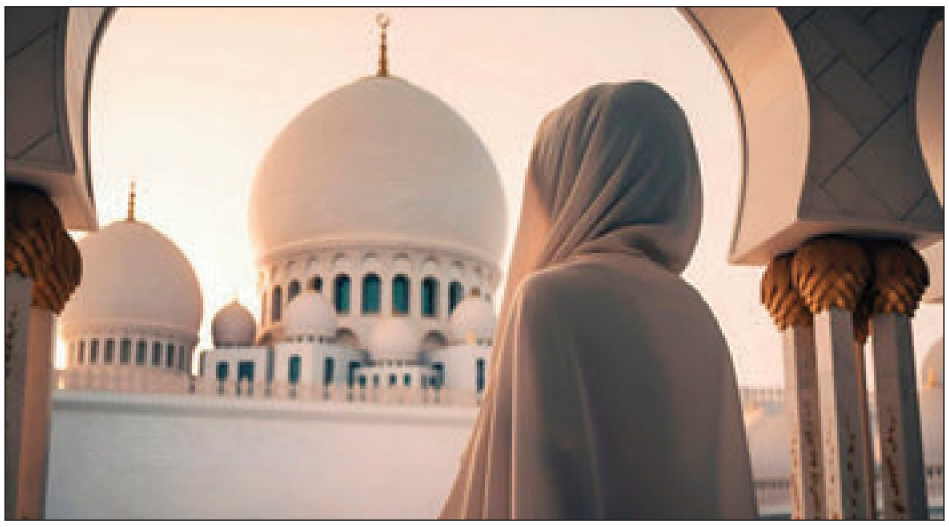

অনুরোধ করবো।

আল কুরআনে যাদের হক সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে তাদের সংখ্যা ১২ জন, যাদেরকে ‘যাবিল ফুরুয বা আসহাবুল ফারায়েয (নির্ধারিত অংশের অধিকারীগণ) বলা হয়ে থাকে। যাদের অংশ কুরআন ও হাদীসে সুনির্ধারিত রয়েছে। এই ১২ জনের মধ্যে ৮ জনই মহিলা। ৪ জন পুরুষ যথা: (১) পিতা, (২) দাদা অর্থাৎ পিতার পিতা (৩) বৈপিত্রেয় ভাই ও (৪) স্বামী এবং ৮ জন মহিলা যথা: (১) স্ত্রী, (২) কন্যা, (৩) নাতনী, (৪) সহোদরা বোন (৫) বৈপিত্রেয় বোন, (৬)) বৈমাত্রেয় বোন, (৭) মাতা ও (৮) দাদী-নানী । অর্থাৎ মিরাসের ক্রম ধারায় মহিলাদেরকে এমন পর্যায়ে রাখা হয়েছে, যাদের মিরাস থেকে বঞ্চিত হওয়ার সুযোগ নেই। নারী কখনো বউ হিসাবে, কখনো মেয়ে হিসাবে, কখনো মা হিসাবে, কখনো সহোদর বোন হিসাবে, কখনো বৈমাত্রীয় বা বৈপিত্রীয় বোন হিসাবে মীরাস পাবে। নারীর ভরণপোষনের দায়িত্ব পুরুষের ওপর বর্তায়। নারীর যে সম্পদ অর্জিত হয়েছে, হোক সেটি মোহরানা, হোক সেটি মিরাস সেটি তার অধিকারেই থাকবে। তা ব্যয় বা খরচ করার জন্য কোন পুরুষ চাপ প্রয়োগ করার অধিকার রাখে না।

ইসলাম মৃত ব্যক্তির কন্যা, বোন, স্ত্রী ও মাতাকে উত্তরাধিকারী করেছে। কোন অবস্থাতেই তাদেরকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করেনি। নারীর মীরাস সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।

জাহেলি যুগে মীরাসের মানদণ্ড ছিল দুটি। একটি ছিল বংশ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে কারণ। বংশের দিক দিয়ে যে মীরাস দেয়া-নেয়া হতো, তাতে বালক শিশু ও নারীদেরকে মীরাস দেয়া হতো না। মীরাস দেয়া হতো বীর পুরুষ যুদ্ধবাজ সন্তানদেরকে যারা গনীমতের সম্পদ অর্জন করে এনেছে। এ কথা ইবনে আবাস রাঃ ও সাঈদ ইবনে যোবাইর রাঃ থেকে বর্ণিত। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেনঃ হে নবী! “লোকেরা তোমার নিকট নারীদের ব্যাপারে ফতোয়া চায়। বলে দাও আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন এবং একই সাথে সেই বিধানও স্মরণ করিয়ে দেন, যা প্রথম থেকে এই কিতাবে তোমাদের শুনানো হচ্ছে। অর্থাৎ এতিম মেয়েদের সম্পর্কিত বিধানসমুহ, যাদের হক তোমরা আদায় করছো না। এবং যাদেরকে বিয়ে দিতে তোমরা বিরত থাকছো (অথবা লোভের বশবর্তি হয়ে নিজেরাই যাদেরকে বিয়ে করতে চাও) ।(সুরা নিসা:১২৭) অর্থাৎ এ সুরার শুরুতে এতিম বিশেষ করে এতিম নারীদের সম্পর্কে যেসব বিধি-বিধান বর্ণনা করেছিলেন সেগুলো যথাযথ মেনে চলার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলামে নারীদেরকে জীবনস্বত্বে মিরাস দেয়া হয়নি। জীবনস্বত্ব বলতে বুঝায় জীবন যতদিন আছে ততদিন তা শুধু ভোগ করতে পারবেন। ঐ পরিবারের অন্য কোন পুরুষের সহায়তা ব্যতীত তা বিক্রি করতে পারবে না। কিন্তু ইসলামের উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি সম্পূর্নভাবে তাদেরই স্বত্ব হিসাবে গণ্য হবে। তারা এটি যেভাবে চান সেভাবে ভোগ ব্যবহার করতে পারবেন। অন্যেরা এতে নাগ গলাবার অধিকার রাখে না। তারা তা নিজের কাছে রেখেও দিতে পারেন অথবা প্রয়োজন হলে তা বিক্রি, রেহান, হেবা, দান বা অন্যান্য হস্তান্তরও করতে পারেন। এতে পরিবারের কারো সহায়তার প্রয়োজন নেই।

কোন কোন ধর্মে মহিলাদেরকে এমন স্থান বা পর্যায়ে রাখা হয়েছে যে, তাদের মিরাস লাভে অনেকটা অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। কিন্তু ইসলামের মিরাস বন্টন পদ্ধতি এমনভাবে নির্ধারন করা হয়েছে যে মহিলারা কোন ক্রমেই বঞ্চিত হয় না। স্ত্রী, কন্যা ও মাতা যে কোন পরিস্থিতিতে বা যে কোন পর্যায়ে হোক না কেন, এরা অবশ্যই মীরাস পাবে। যেমন জনৈক পুরুষ লোক মৃত্যুর সময় ছেলে, মেয়ে, পৌত্র, পৌত্রি, স্ত্রী, পিতা, মাতা, দাদা, দাদী, চাচা, তিন প্রকারের ভাই ও বোন (সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয়) রেখে গেলেও স্ত্রী, কন্যা ও মাতা মীরাস পাবেই। কারণে অকারণে তারা মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে না।

ইসলামের মীরাসী আইনে নিম্নলিখিত ছয়জন আত্মীয় কোন অবস্থাতেই মীরাস থেকে বঞ্চিত হয় না ঃ (১) পিতা (২) মাতা (৩) পুত্র (৪) কন্যা (৫) স্বামী ও (৬) স্ত্রী । লক্ষণীয় এ ছয়জনের অর্ধেকই নারী।

আল কুরআনে নারীর অংশ নির্ধারিত করে তাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে যাবিল ফুরুযের অন্তরভুক্ত করা হয়েছে। যাবিল ফুরুয মোট ১২ জন। এ ১২ জনের মধ্যে ৪ জন মাত্র পুরুষ এবং বাকি ৮ জনই মহিলা। অর্থাৎ নারীরা পুরুষের দ্বিগুন। এত অধিক সংখ্যক মহিলার মিরাস *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

মুফতি ইবরাহীম আল খলীল

দাম্পত্য জীবন সুখী হয় দ্বীনের অনুসরণে

সুখময় দাম্পত্য জীবনের জন্য স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন। এ সম্পর্কে প্রিয় নবীজি (সা.) সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি। কুরআন-হাদিসের আলোকে সুখময় দাম্পত্য জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে লিখেছেন- মুফতি ইবরাহীম আল খলীল

পরস্পরে সহযোগিতা : প্রিয় নবীজি (সা.) রাষ্ট্র পরিচালনাসহ বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব পালন করার পরও স্ত্রীদের কাজে সহায়তা করতেন। তাদের ঘরের অনেক কাজ করে দিতেন। হজরত আসওয়াদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করলাম, নবীজি (সা.) ঘরে থাকা অবস্থায় কী করতেন? তিনি বললেন, ঘরের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন। অর্থাৎ পরিবারবর্গের (কাজে) সহায়তা করতেন। আর নামাজের সময় হলে নামাজের জন্য চলে যেতেন। (বুখারি, হাদিস ৬৭৬।)

প্রশংসা করা : ইসলাম কিছু ক্ষেত্রে কিছু মানুষের প্রশংসা করতে উৎসাহ দিয়েছে। কারণ প্রশংসা মানুষের মনে আনন্দ দেয়। নিজ স্ত্রীদের প্রশংসা করার কথা ইসলাম বলেছে। যা প্রিয় নবীজি (সা.) করে দেখিয়ে গেছেন। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, পুরুষের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা অর্জন করেছেন। কিন্তু নারীদের মধ্যে ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া এবং ইমরানের কন্যা মারইয়াম ছাড়া আর কেউ পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। তবে আয়েশার মর্যাদা সব নারীর ওপর এমন, যেমন সারীদের (গোশতের সুরুয়ায় ভিজা রুটির) মর্যাদা সব ধরনের খাদ্যের ওপর। (বুখারি, হাদিস ৩৪১১।)

পরিবারে সময় দেওয়া : স্ত্রীকে সঙ্গ দেওয়া এবং মানসিক সাপোর্ট দেওয়া আদর্শ স্বামীর কর্তব্য। স্ত্রী-সন্তানদের হক যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। সংযমী হতে হবে কথাবার্তায়। সাহাবি উকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, আমি একদিন রাসূল (সা.)-এর কাছে উভয় জাহানের মুক্তির পথ কী জানতে চাইলাম। উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন, কথাবার্তায় সংযমী হও, পরিবারের সঙ্গে তোমার অবস্থান যেন দীর্ঘ হয় এবং নিজের ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হও। (তিরমিযি, হাদিস ২৪০৬।)

মুখে খাবার তুলে খাওয়া : স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দেওয়া সুন্নত। তেমনিভাবে স্ত্রীর মুখের খাবার খাওয়াও সুন্নত। এ বিষয়ে মুসলিম শরিফের হাদিসে বর্ণনা এসেছে। ‘শ্রেষ্ঠ সাদকা হলো, একজন মানুষ তার স্ত্রীর মুখে এক লোকমা খাবার তুলে দেবে।’ হজরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবীজি (সা.) আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। আর তখন আমি হায়েজের অবস্থায় ছিলাম। (বুখারি-২৯৭।)

সুন্দর নামে ডাকা : স্ত্রীকে সুন্দর নামে ডাকা সুন্নত।

পারস্পরিক ভালোবাসা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধির জন্য স্ত্রীকে সুন্দর ও ভালোবাসাপূর্ণ নামে ডাকা উত্তম। এতে দাম্পত্য জীবনে সুখ ও শান্তি বজায় থাকে। নবীজি (সা.) তাঁর স্ত্রীদের বিভিন্ন সুন্দর নামে ডাকতেন, যা স্ত্রীদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার নিদর্শন ছিল। আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ভালোবেসে কখনো কখনো আমার নাম হুমায়রা বা লাল গোলাপ বলে ডাকতেন। (ইবনে মাজাহ, হাদিস ২৪৭৪।)

একসঙ্গে খেলাধুলা করা : হজরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি এক সফরে নবীজি (সা.)-এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করে তাঁর আগে চলে গেলাম। এরপর আমি মোটা হয়ে যাওয়ার পর তাঁর সঙ্গে আবারও দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম, এবার তিনি আমাকে পেছনে ফেলে দিলেন, বিজয়ী হলেন। তিনি বলেন, এ বিজয় সেই বিজয়ের বদলা।’ (আবু দাউদ ২৫৭৮।)

প্রেম-ভালোবাসা : নবীজি (সা.)-এর পবিত্র দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীদের সঙ্গে আন্তরিকতা ও রোমান্টিকতার এত সব চিত্র অঙ্কিত রয়েছে, যা একটি আদর্শ দাম্পত্য জীবনের উৎকৃষ্ট উপমা। আশ্চর্যের বিষয় হলো, পরবর্তী সময়ে উম্মুল মুমিনিনরা এসব ঘটনার বিবরণ এতটা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে দিয়েছেন, যা তাদের ভেতরকার ভাব-আবেগের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, পাত্রের যে অংশে আমি মুখ রেখে পানি পান করতাম তিনি সেখানেই মুখ লাগিয়ে পানি পান করা পছন্দ করতেন। (মুসলিম, হাদিস ৩০০।) হজরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি হায়েজ (ঋতুবতী) অবস্থায় আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর মাথা আঁচড়ে দিতাম। (বুখারি, হদিস ২৯৫।)

একই মেসওয়াকে দাঁত মাজা : স্ত্রীর ব্যবহার করা মেসওয়াক দিয়ে মেসওয়াক করা সুন্নত। রাসূল (সা.) যখন মৃত্যুসজ্জায়, তখন রাসূল (সা.) আয়েশা (রা.)-এর কোলে শুয়ে ছিলেন এবং রাসূল (সা.) বারবার মেসওয়াকের দিকে তাকাচ্ছিলেন, কিন্তু রাসূল (সা.) এতটাই অসুস্থ ছিলেন যে, মেসওয়াক চিবোতে পারবেন না, তাই আয়েশা (রা.) মেসওয়াক চিবিয়ে দেন এবং রাসূল (সা.) ওই মেসওয়াক দিয়ে মেসওয়াক করেন। হাদিসে এভাবে লালা একত্রিত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে (বুখারি, হাদিস ৫২২৬।)

ঘুরতে যাওয়া : স্ত্রীদের সফরে নিয়ে যেতে রাসূল (সা.) লটারি করতেন, যার নাম আসত তাকে নিয়ে ঘুরতে যেতেন, (বুখারি, হাদিস ২৫৯৩।)

চুমু দেওয়া : হজরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) তাঁর এক স্ত্রীকে চুমা দিলেন, এরপর নামাজ আদায়ের জন্য বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু ওজু করেননি। আমি (উরওয়াহ) বললাম, আপনেই সেই ব্যক্তি। এতে তিনি আয়েশা (রা.) হাসলেন। (ইবনে মাজাহ, হদিস ৫০২।)

একই পাত্রে পান করা : হজরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় পানি পান করতাম এবং পরে নবীজি (সা.)কে অবশিষ্টটুকু প্রদান করলে আমি যেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতাম তিনিও পাত্রের সে স্থানে মুখ লাগিয়ে পান করতেন। আবার আমি ঋতুবতী অবস্থায় হাড় খেয়ে তা নবীজি (সা.)কে দিলে আমি যেখানে মুখ লাগিয়েছিলাম তিনি সেখানে মুখ লাগিয়ে খেতেন। (মুসলিম, হাদিস ৫৭৯।)

মারধর না করা : হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্নু যাম’আহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজি (সা.) বলেছেন, তোমরা কেউ নিজ স্ত্রীদের গোলামের মতো প্রহার করো না। কেননা, দিনের শেষে তার সঙ্গে তো মিলিত হবে। (বুখারি, হাদিস ৫২০৪।)

পরিপাটি থাকা : স্ত্রীর সামনে নিজেকে পরিপাটি রাখা আদর্শ স্বামীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটি স্ত্রীর অধিকার। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আমি আমার স্ত্রীর জন্য পরিপাটি থাকতে পছন্দ করি, যেমন আমিও চাই স্ত্রী আমার জন্য সাজুক। (বায়হাকি, হাদিস ১৪৭২৮।)

ভৌতিক খুঁটি

শরমিলি শারমিন লাভলী

টাঙ্গাইল শহরের মাঝখানে সাবালিয়া পাড়ায় আমাদের বাসা। বাসার সাথেই আমাদের বিশাল এক পুকুর ছিল। পুকুরে সারা বছর মাছ চাষ করা হতো। আম্মা যখন আব্বাকে বলতো, ভরতকে খবর দাও পুকুরে মাছ ধরতে হবে।কথাটা কানে গেলেই খুশিতে মন ভরে উঠতো। কারণ পুকুরে মাছ ধরা মানেই স্কুলে যাওয়া বন্ধ।

চাচাদের বাসা, চাচাতো বোনের শ্বশুরবাড়ি, আত্মীয়-স্বজন, আশে-পাশের বাসায় মাছ বিলি করা মানেই লাভলীকে প্রয়োজন।আর পুকুরে মাছ ধরার আনন্দ ঈদের আনন্দের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

ভরত পুকুরে নানা রকম মাছের পোনা ছাড়তো -রুই, কাতল, মিরকা, শোল, কারফু তেলাপিয়া ইত্যাদি। তবে তেলাপিয়া মাছের চাষটা আমাদের পুকুরে বেশী হতো। খেতেও খুব মজা ছিল।

মাছ ধরার আগেরদিন বিকেলেই ভরত জাল, ঝাঁকিজাল, ঝাঁকা আর দলবল নিয়ে বাসায় আসত। নৌকা একটা পুকুরে সারা বছর পানিতে ডুবানো থাকত, মাছ ধরার সময় উঠানো হতো। ওই সময় আমরা পুকুরের ওই পাড়ে চাচাদের বাসায় যেতাম নৌকায় করে। চাচাতো বোনদের সাথে সারা পুকুর নৌকায় ঘুরাঘুরি করতাম।

প্রিয়জনদের সাথে নৌকায় গল্প করতে করতে ঘোরাঘুরি করার আনন্দ একেবারেই অন্যরকম এক আনন্দ!

সারা বছর অপেক্ষায় থাকতাম এই আনন্দ উপভোগ করার জন্য।

উঠানেই চলত ওদের রান্না আর খাওয়া-দাওয়া। দু'তিন দিন এভাবেই থাকত। কনকনে শীতের মধ্যে ওরা নিচে পাততো জাল আর ওপরে থাকতো শুধু মাত্র একটি কাঁথা।

শেষ রাত থেকেই ওরা ঠাণ্ডা পানিতে খালি গায়ে নেমে কাঁপত, কাঁপত আর মাছ ধরতো।

আম্মার মুখেই শুনেছি পুকুরে মাঝে মাঝে মাছ গাবা লাগে। গাবা লাগাটা কি তখন ভাল বুঝতাম না।

একদিন ভোরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় শুনি পুকুরে মাছ গাবা লেগেছে। ঘুম থেকে এক লাফে উঠে পুকুর পাড়ে গিয়ে দেখি সারাটা পুকুরে বড় বড় হাজার হাজার সিলভার কার্প মাছের শুধু মাথা ভেসে আছে।

পানির উপর ঢেউ খেলতে খেলতে কিছু শক্তিশালী মাছের লাফ দেওয়া আমার চোখে মুখে একরাশ উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে।

সে এক অপরূপ দৃশ্য!

পুকুরের চার পাশের মানুষ পুকুরে নেমে সে মাছগুলো ধরছে।

সকালের নরম রোদ, হালকা কুয়াশায় হাতে মাছ ধরার জন্য যখন আমিও আমাদের বাসার পুকুর ঘাটে নেমে পড়লাম, তখন মনে এক অদ্ভুত উত্তেজনা কাজ করে। পানি ছিটকে ওঠা আর মাছের নড়াচড়ার শব্দ সকালে এক অনন্য সুর তোলে।

অতি সহজেই দু'হাতে দুটো বড় সিলভার কার্প মাছ ধরলাম। মাছগুলো একদম শান্ত...কোন নড়াচড়া নেই।

এভাবে বেশ কতোগুলো মাছ ধরলাম আর মনে মনে শান্তি পেলাম মাছ গাবা লাগা বিষয়টা বোঝার জন্য। আর অনুভূতি? আমিই একজনা !

সে দৃশ্য এখনও আমাকে পুলকিত করে!

যাহোক, আরেকবার পরপর দু'দিন মাছ ধরে ভরতরা চলে গেল। পরের দিন সকাল বেলা দেখি পুকুরে একটি কাঠের কালো মোটা খুঁটি খাড়াখাড়ি ভাবে আস্তে আস্তে সারা পুকুর ঘুরছে।

কিন্তু কেউ কিছুতেই বুঝতে পারলো না বিষয়টা কি?

এমন কি ওটার কাছেও কেউ যেতে সাহস পাচ্ছে না।

তারমধ্যে ছোট বেলা থেকেই শুনে আসছি এই পুকুরে নাকি চরক গাছ আছে। পুকুরের পশ্চিম কোণে কালি মন্দির, মন্দিরের পেছনে অনেক পুরনো বটগাছ .... সেখানে চড়ক পূজা হয়।

চড়ক গাছ আসলে কোন গাছ নয়,এটি একটি কাঠামোর নাম, যা হিন্দুদের ঐতিহ্যবাহী চড়ক পূজার সময় ব্যবহৃত হয়। চড়ক গাছ একটি শক্ত কাঠের থাম বা দণ্ড, যার উপর একটি আড়াআড়ি বাঁশ লাগানো থাকে।

সারা বছর থাম পুকুরের পানিতে ভেজানো থাকে।

সাধারণত চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজার আগের দিন এই গাছটি পরিষ্কার করে প্রস্তুত করা হয়।

এটি মূলত শিবের উপাসনার উদ্দেশ্যে আয়োজিত চড়ক পূজার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

চারপাশের মানুষের চোখে নিশ্চয়ই দৃশ্যটা পড়েছে কিন্তু ভয়ে কেউ ওইখানে যাচ্ছে না।

আসেপাশের প্রতিবেশীরা নানা কথা বলছে... যা ছিল সবই ভয়ের। হিন্দু মুরুব্বীদের সন্দেহ এটা চরক গাছই হবে।

দুপুর পর্যন্ত একই অবস্থা।

দুপুরের রোদে পুকুরে ভেসে থাকা খুঁটিটা হঠাৎ দূর থেকে চরক গাছ মনে হলো। ঝলমলে আলোয়ও খুঁটিটার ছায়া অদ্ভুতভাবে দুলছিল, মনে হলো যেন প্রাণ আছে ভেতরে। ওটা নিছক খুঁটি নয়, বরং কোনো রহস্যময় ছায়া,

যা দিনের আলোতেও ভয় জাগিয়ে তুলতে পারে, পুকুরে গোসল করতে যাই। ভৌতিক খুঁটি তখন পুকুরের প্রায় ঐ প্রান্তে। ঘাটে সিমেন্টের তক্তায় বসতেই ধপপাস করে একপাশে পড়ে গেলাম।

কি ব্যাপার! পড়ে গেলাম কেন?

চেয়ে দেখি সিমেন্টের তক্তায় দু'পাশে দুটি খুঁটি থাকে একটি নেই। অর্থাৎ একটি খুঁটিতে বড় একটি মাছ বেঁধে রেখেছিল জেলে। মাছটি ছুটতে না পেরে খুঁটিসহ উঠিয়ে সারা পুকুর ঘুরছে।

বাসায় এসে সবাইকে বললাম বিষয়টা। তার একটু পরেই আবার পুকুর পাড়ে গিয়ে দেখি খুঁটিটা আর নেই।

কোন বীরপুরুষ যেন ইতিমধ্যেই চুরি করে নিয়ে গেছে......... ।

কবি নজরুলের চেতনায় ইসলামের মহান শিক্ষা

মোহীত উল আলম

২০১৫ সালে আমার চুরুলিয়া ভ্রমণের সৌভাগ্য হয়। কবি নজরুলের বাড়ির ঠিক বিপরীত বাড়ির সীমানাপ্রাচীরের গাত্রে বড় বড় হরফে লেখা আছে একটি বাক্য, যেটির নিচে নজরুলের নামই খচিত। বাক্যটি আমার স্মরণে নেই, কিন্তু কথাটি মনে আছে। কথাটি অনেকটা এ রকম যে কবি নজরুল আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে বলছেন যে তাঁর জীবনের একটি বড় দুঃখ হলো যে তিনি মদিনায় গিয়ে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রওজা মোবারকে দোয়া করতে পারেননি। নজরুলের এই আক্ষেপটা আমাকে সব সময় ভাবিয়েছে এবং আমরা যদি তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'র কথা মনে আনি, তাহলে সে কবিতার মধ্যে বীরের যে কোড তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন সেটি হলো 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ', যেটিকে অধ্যাপক প্রীতি কুমার মিত্র তাঁর ২০০৭ সালে প্রকাশিত 'দ্য ডিসেন্ট অব নজরুল ইসলাম' গ্রন্থে ইংরেজিতে 'ভার্টিক্যাল ইনডিভিজুয়ালিজম' বা যা বাংলায় অনুবাদ করলে হয় উল্লম্ব ব্যক্তিত্ববাদ সেটি বলে কথিত করেছেন। প্রাথমিকভাবে মনে হবে নজরুলের বীরত্বের এই সংজ্ঞা আমাদের আজকের প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সঙ্গে যায় না। কিন্তু বিষয়টি খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় নজরুলের এই হিরোয়িক কোড রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের তাগিদ থেকে রচিত। তাঁর সামনে মুখ্য ইস্যু ছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের কাছে ভারতীয়দের মাথা নত না করে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে যাওয়া। মানুষ হয়ে অন্য মানুষের কাছে মাথা নত না করার প্ররোচনাটি তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে ছিল একান্ত সঠিক ও দিকনির্দেশনামূলক।

কিন্তু আমি যে কথাটি বলতে এ লেখাটি লিখছি সেটি হলো, নজরুলের রাজনৈতিক চেতনা শতভাগ বিদ্রোহী-চেতনা সৃজিত হলেও নজরুলের জীবনপাঠ থেকে এ কথা আঁচ করা যায় যে তাঁর ধর্মীয়বোধ বা আধ্যাত্মিক চেতনা ছিল তাঁর রাজনৈতিক চেতনার চেয়ে সবল। তাঁর ধর্মীয় চেতনার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন স্বয়ং হজরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে 'বিদ্রোহী' কবিতায় নিবন্ধিত হিরোয়িক কোড হিসেবে মানবজাতির ত্রাতা বা বীর হিসেবে দেখেছিলেন।

মানুষের জীবন গঠনে তাঁর বাল্যকালের ভূমিকা ব্যাপক। নজরুল জীবনীকার আজহারউদ্দীন খান তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' (১৯৫৪) জানাচ্ছেন যে পশ্চিমদেশীয় কয়েকজন মৌলবি দশ বছর বয়সী বালক নজরুলের মুখে 'এমন নির্ভুল ও দ্রুত কোরান পাঠ শুনে তাঁরা অবাক হয়ে যান।' (পৃ. ৪)

হজরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কিত নজরুলের আটটি কবিতা আছে 'বনগীতি' দ্বিতীয় খণ্ডে। মোট ২১টি কবিতার মধ্যে মুহাম্মদ (সা.)-কে সরাসরি নিবেদিত আটটি কবিতার ক্রমিক সংখ্যা ১ থেকে ৮। পরের চারটি কবিতা হলো খোদা-বন্দেগি এবং বাকিগুলো অন্যান্য বিষয় নিয়ে ভক্তিমূলক।

১ নং ও ২ নং কবিতার শিরোনাম যথাক্রমে 'আবির্ভাব' ও 'তিরোভাব'। অর্থাৎ রসুলে আকরামের জন্ম ও মৃত্যুক্ষণ। বাকি ছয়টি কবিতা শিরোনামবিহীন। 'আবির্ভাব'-এর প্রথম স্তবকটি হলো এ রকম : 'নূরের দরিয়ায় সিনান করিয়া/কে এলো মক্কায় আমিনার কোলে।/ফাগুন-পূর্ণিমা-নিশীথে যেমন/আসমানের কোলে রাঙা-চাঁদ দোলে।'

'বনগীতি' গ্রন্থে অবশ্য নজরুলের বিখ্যাত গানটি নেই, যেটিতে মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে নজরুলের কাতরতা অসীম কাব্যবেদনায় স্ফূরিত : 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে/মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে/যেন উষার কোলে রাঙা রবি দোলে।' এটির সূত্রের সন্ধানও এক অর্থে ইউসুফ আলীর ধারাবিবরণীতে পাওয়া যায় : 'দেখ! মর্ত্যে এক নিরক্ষর প্রেরিত পুরুষ জন্ম নিলো সুন্দর এক শিশু হিসেবে, অভিজাত তাঁর জন্ম, তার চেয়েও অভিজাত তাঁর জ্ঞান আর মানবপ্রীতি, তাঁর বুঝদার মন, যাঁকে সৃষ্টিকর্তা সেই চাবিটি দিয়ে পাঠিয়েছেন, যার ফলে বিস্ময়জাগানো প্রকৃতি তাঁর চোখের সামনে খুলে যায়। তিনিই প্রজ্জ্বলন্ত উচ্চারণে মহান সৃষ্টিকর্তার আধ্যাত্মিক সত্যকে দিকে দিকে প্রচার করবেন।'

নজরুল প্রায় সমার্থক উচ্চারণে লিখছেন, 'মানুষে মানুষে অধিকার দিল যে জন/এক আল্লাহ ছাড়া প্রভু নাই কহিল যে জন/মানুষের লাগি চির দীনহীন বেশ ধরিল যে জন/বাদশা ফকিরে এক শামিল করিল যে জন।' ৩ নং গানে রসুলে করিমকে সম্বোধন করছেন, 'হে মদিনার বুলবুলি গো'; ৪ নং গানে বলছেন, 'দীন দরিদ্র কাঙালের তরে এই দুনিয়ায় আসি/হে হজরত, বাদশা হয়ে ছিলে তুমি উপবাসী।' হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নজরুল সাম্যবাদী দৃষ্টিতে অবলোকন করে একই গানে বলছেন, 'আজ মানুষের ব্যথা অভাবের কথা ভাবিবার কেহ নাই/ধনী মুসলিম ভোগ ও বিলাসে ডুবিয়া আছে সদাই,/তাই তোমারেই ডাকে যত মুসলিম গরিব শ্রমিক চাষি।' পরের গান ৫ নং-এ বলছেন, 'পাঠাও বেহেশত হতে, হজরত পুনঃ সাম্যের বাণী,/আর দেখিতে পারি না মানুষে মানুষে এই হীন হানাহানি।'

নজরুল ১৯৩৩ সালে কোরআন থেকে ৩৮টি সুরা অনুবাদ করে 'কাব্য আমপারা' গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি সেখানে ঋণ হিসেবে মাওলানা মোহাম্মদ আলী, তসফির আল হোসাইনী, তসফির আল বাজাবি, তসফির-ই-কবিরসহ প্রমুখের নাম উল্লেখ করলেও আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর নাম নেই। আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর 'দ্য হোলি কোরান : টেক্সট, ট্রান্সলেশন এ্যান্ড কমেন্ট্রি' প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে, নজরুলের 'কাব্য আমপারা'র এক বছর পরে। তাই ধরে নেওয়া যায় নজরুল ইউসুফ আলীর অনুবাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না।

তবে নজরুল যে বাল্যকাল থেকেই কোরআন-শিক্ষিত ছিলেন সে জন্য তাঁর রসুলে করিম বন্দনার বহু উৎস স্বয়ং পবিত্র কোরআন শরিফ। আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর পরিশিষ্ট অংশে কোরআন শরিফের যেসব সুরা ও আয়াতে রসুলে করিমের উল্লেখ আছে, সেগুলো গুনে দেখলাম মোট ছিয়াশিবার। কবি নজরুলের কোরআন-প্রশিক্ষিত মনে নিশ্চয় এই ব্যাপারটি উপেক্ষিত হয়নি।

এই ছিয়াশিবার থেকে আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর ইংরেজি তর্জমা থেকে মাত্র দু-একটি সুরা এবং আয়াতের বাংলা তর্জমা করলে বোঝা যাবে কবি নজরুলের মানসিক ভুবন প্রকৃত অর্থে রসুলে আকরামের প্রতি ভক্তি নিয়ে সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিল।

২ নং সুরা আল বাকারার ১০৪ নং আয়াতে বলা হচ্ছে, 'হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা নবীকে দ্ব্যর্থবোধক কথা বলিও না, বরঞ্চ তাঁকে সম্মান করো ও তাঁর কথা শোনো, আর যারা বিপথগামী তাদের জন্য থাকবে কঠিন শাস্তি।' ৭ নং সুরা আরাফের ১৫৮ নং আয়াতে মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'হে মানুষেরা, তোমরা বলো, আমি আল্লাহর প্রেরিত নবী এবং আল্লাহর অধীনে সমস্ত বেহেশত ও ধরণি।' ৪৮ নং সুরা ফাৎ বা বিজয়ের ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'আমরা তোমাদের কাছে সুখবর দেওয়ার জন্য একজন সাক্ষী পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদেরকে সাথে সাথে সতর্কও করে দেবেন।'

এ রকম আরো বহু উদাহরণ দেওয়া যাবে। তবে আমাদের আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক হলো নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্যে যে একটি বীরত্বব্যঞ্জক হিরোয়িক কোড তৈরি হয়েছিল, সেটি তাঁর প্রারম্ভিক জীবনের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্ট, কিন্তু ক্রমে ক্রমে নজরুল তাঁর প্রথম সন্তান ও দ্বিতীয় সন্তানের অকালমৃত্যুতে গভীর শোকে নিমজ্জিত হন, তখন তাঁর মন যায় আধ্যাত্মিকতার দিকে। নিজের ধর্মজ্ঞান যেহেতু শৈশব থেকেই সুদৃঢ় ছিল, তখন তিনি আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করতে গিয়ে নবীজির মধ্যে নিজের মুশকিল আসান দেখেন। যে হিরোয়িক কোড তিনি কিছুটা সেক্যুলার অর্থে ১৯২২ সালে তৈরি করেছিলেন, সেটি ১৯৩০-এর প্রথম থেকেই নবীজির মধ্যে সংস্থাপিত হয়। নবীজিই হয়ে পড়েন তাঁর নতুন বীর। 'বনগীতি'র ৬ নং গানে লিখছেন, 'মোহাম্মদ নাম যতই জপি, ততই মধুর লাগে/নামে এত মধু থাকে, কে জানিত আগে॥' ঠিক পরের ৭ নং গান শুরু করছেন এই নিবেদন দিয়ে : 'মোহাম্মদ মোর নয়ন-মণি/মোহাম্মদ নাম জপ-মালা।/ওই নামে মিটাই পিপাসা/ঐ নাম কওসরের পিয়ালা।' এমনকি কবি কল্পনা করছেন যে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রেরণা পশুপাখি জীবজগতেও বিচরণমান : 'মোহাম্মদ নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে/তাই কি ও তোর কণ্ঠের গান এমন মধুর লাগে।'

নজরুলের ৪৯তম প্রয়াণ দিবসে তাঁকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা। **লেখক : সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ।**

এক্সারসাইজ শুরু করা নিয়ে অলসতা হয় কেন?

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিয়মিত ব্যায়াম করা শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায়। তবে অনেকেই ব্যায়াম শুরু করার ক্ষেত্রে অলসতা অনুভব করেন, যা এই ভালো অভ্যাসটিকে শুরু করাকে কঠিন করে তোলে। অলসতার পেছনে মানসিক ও শারীরিক উভয় কারণ থাকতে পারে। এই প্রতিবেদনটি আলোচনা করবে কেন এক্সারসাইজ শুরু করতে অলসতা হয় এবং কীভাবে এই বাধা কাটিয়ে ওঠা যায়।

এক্সারসাইজ শুরু করা নিয়ে অলসতা কেন হয়? : উদ্দীপনার অভাব: ব্যায়াম শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা বা মোটিভেশন অনেক সময় না থাকলে অলসতা দেখা দেয়। যারা ব্যায়াম করতে পছন্দ করেন না, তারা এটি সহজে এড়িয়ে চলেন। ব্যায়ামকে কঠিন বা সময়সাপেক্ষ ভাবলে আগ্রহ হারিয়ে যেতে পারে।

সময় ও পরিকল্পনার অভাব: অনেকেই মনে করেন যে তাদের ব্যস্ত জীবনে এক্সারসাইজের জন্য পর্যাপ্ত সময় নেই। দিনের অন্যান্য কাজের চাপের মধ্যে ব্যায়ামকে জায়গা দেওয়া কঠিন মনে হতে পারে। এছাড়া, সঠিক পরিকল্পনা না থাকলে ব্যায়াম শুরু করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ মনে হয়।

শারীরিক ক্লান্তি: অতিরিক্ত কাজের চাপ, ঘুমের অভাব, কিংবা মানসিক চাপের কারণে শারীরিক ক্লান্তি দেখা দিতে পারে, যা ব্যায়াম শুরু করার আগ্রহকে কমিয়ে দেয়। ক্লান্ত অবস্থায় এক্সারসাইজ করা মানসিকভাবে কষ্টকর বলে মনে হয়।

আত্মবিশ্বাসের অভাব: অনেকেই মনে করেন, তারা ব্যায়ামে ভালো নন বা শারীরিকভাবে সক্ষম নন। আত্মবিশ্বাসের অভাবে তারা ভীত হয়ে পড়েন, এবং এক্সারসাইজ শুরু করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

মানসিক চাপ ও উদ্বেগ: কিছু মানুষ মানসিক চাপ ও উদ্বেগের কারণে ব্যায়াম শুরু করতে চান না। উদ্বিগ্ন হলে বা মানসিকভাবে চাপ অনুভব করলে শরীরকে ব্যায়ামের জন্য প্রস্তুত করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এক্সারসাইজ শুরু করার উপায়

অলসতা কাটিয়ে নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তোলা সম্ভব কিছু ছোট্ট পদক্ষেপের মাধ্যমে। নিচে ব্যায়াম শুরু করার কিছু কার্যকরী উপায় দেওয়া হলো:

ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করুন: ব্যায়াম শুরু করার জন্য খুব বড় বা কঠিন লক্ষ্য নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই। ছোট ও সহজ লক্ষ্য দিয়ে শুরু করুন। যেমন, প্রথম দিন শুধু ১০-১৫ মিনিট হাঁটা বা হালকা স্ট্রেচিং করা। ছোট লক্ষ্যগুলো পূরণ করা সহজ এবং তা আপনার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি করবে।

একটি সময়সূচি তৈরি করুন: ব্যায়ামকে প্রতিদিনের রুটিনের অংশ হিসেবে তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করুন, যখন আপনি ব্যায়াম করবেন। এটি সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর হতে পারে, অথবা দিনের কাজ শেষে। ব্যায়ামকে একটি দৈনন্দিন অভ্যাস হিসেবে গ্রহণ করলে অলসতা ধীরে ধীরে কমে আসবে।

প্রিয় ব্যায়াম বেছে নিন: আপনার পছন্দের কোনো ব্যায়াম বা শারীরিক কার্যক্রম খুঁজে বের করুন। যদি আপনি দৌড়াতে পছন্দ না করেন, তবে সাঁতার, যোগব্যায়াম, সাইক্লিং বা নাচের মতো কিছু করতে পারেন। প্রিয় কিছু করলে সেটা করতে আনন্দ আসে, এবং অলসতার অনুভূতি কমে যায়।

সহজভাবে শুরু করুন: প্রথমে হালকা ব্যায়াম দিয়ে শুরু করা উচিত, যাতে শরীর আস্তে আস্তে মানিয়ে নিতে পারে। যদি শুরুতেই কঠিন ব্যায়াম করা হয়, তাহলে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়বে, এবং সেই অভ্যাসটি চালিয়ে যেতে সমস্যা হতে পারে। ধীরে ধীরে ব্যায়ামের সময় ও তীব্রতা বাড়ানো যেতে পারে।

বন্ধু বা পরিবারের সঙ্গে শুরু করুন: যদি একা এক্সারসাইজ করা কঠিন মনে হয়, তবে কোনো বন্ধু বা পরিবারের সদস্যকে আপনার সঙ্গী হিসেবে নিন। একসঙ্গে ব্যায়াম করলে তা আরও আনন্দদায়ক ও সহজ হয়ে যায়। একে অপরকে উৎসাহিত করতে পারেন, যা মোটিভেশন বাড়ায়।

সফলতার মাইলফলক গড়ে তুলুন: প্রতিটি ছোট সাফল্যকে উদযাপন করুন। আপনার ব্যায়ামের লক্ষ্য পূরণ হলে নিজেকে ছোট পুরস্কার দিন। এটি হতে পারে একটি বিশেষ খাবার, নতুন পোশাক, বা একটি নতুন ব্যায়াম সরঞ্জাম। এতে আপনি প্রতিদিন আরও ভালো করার জন্য উদ্দীপ্ত হবেন।

সামান্য হলেও কিছু করুন: কখনো যদি মনে হয় ব্যায়াম করার মতো শক্তি বা ইচ্ছা নেই, তবু সামান্য কিছু করুন। পাঁচ মিনিটের একটি ছোট স্ট্রেচিংও আপনাকে অলসতা থেকে মুক্তি দিতে পারে এবং দিনটি শুরু করতে সহায়তা করবে। ব্যায়ামের ছোট কাজগুলোও ধীরে ধীরে বড় অভ্যাসে পরিণত হবে।

এক্সারসাইজ শুরু করার ক্ষেত্রে অলসতা একটি সাধারণ সমস্যা, তবে এটি অতিক্রম করা সম্ভব। সঠিক পরিকল্পনা, ছোট ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ, এবং পছন্দের ব্যায়াম বেছে নেওয়ার মাধ্যমে অলসতা কাটিয়ে নিয়মিত শারীরিক কার্যকলাপ শুরু করা যায়। নিয়মিত এক্সারসাইজ শুধু শরীরকে সুস্থ রাখে না, এটি মানসিক চাপ কমাতেও সাহায্য করে, ফলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে।

বাংলাদেশ ডেস্ক : কাউকে কেবল জড়িয়ে ধরেই যে কত উপকার পাওয়া যায়, জেনে অবাক হতে হয়। কাছের মানুষের স্পর্শে মন ও শরীর ভাল থাকে। তা সে প্রেমের মানুষ হোন বা বাবা-মা অথবা সন্তান, কিংবা ভাইবোন বা বন্ধুবান্ধব। কিন্তু যদি জড়িয়ে ধরার মানুষই কাছে না থাকেন, সে ক্ষেত্রে কি আলিঙ্গন থেকে বঞ্চিত থাকবেন? জড়িয়ে ধরার যে উপকারিতা, তা পাবেন না নাকি! অন্যের আলিঙ্গনের অপেক্ষা না করে নিজেই নিজেকে জড়িয়ে ধরতে পারেন। তবে জানেন কি? নিজেই নিজেকে জড়িয়ে ধরলে শান্তি পাওয়া যায়। নিজেকে জড়িয়ে ধরলে মস্তিষ্ক থেকে এক প্রকার হরমোন নিঃসৃত হয়, যা শারীরিক ও মানসিক বিকাশে নানাভাবে সাহায্য করে। জার্নাল অব নার্সিং প্র্যাকটিসে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি নিজেকে জড়িয়ে ধরলে উদ্বেগ, বিষণ্ণতা ও নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি অনেকটাই কমে যায়। তবে জেনে নেওয়া যাক নিজেকে জড়িয়ে ধরলে কী কী হতে পারে-

মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখবে : ব্যক্তিজীবন থেকে কর্মক্ষেত্র, নানা বিষয় নিয়ে জীবনে জটিলতা তৈরি হয়। মানসিক চাপ দূর করতে নিজেকে জড়িয়ে ধরতে পারেন। নিজেকে জড়িয়ে ধরলে শরীরে কর্টিসল হরমোনের মাত্রা কমতে শুরু করে। ফলে মানসিক চাপ কমে। তাই মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য নিজেকে জরিয়ে ধরা জরুরি।

ব্যথা কমায় : শরীরের ব্যথা কমাতে নিজেকে জড়িয়ে ধরুন। শরীরের এক অংশে ব্যথা হলে অন্যদিক থেকে দুই হাত দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে ধরলে মস্তিষ্কে সংকেত যাবে। তখন শরীরে ব্যথার তীব্রতা কিছুটা হলেও কমবে।

নিজেকে ভালোবাসতে সাহায্য করবে : জীবনে এমন অনেক সময় আসে, যখন আপনি এত বেশি হতাশ থাকেন, যা কথায় প্রকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে না। তীব্র কষ্টের সময় নিজেকে আলিঙ্গন করুন। এতে কষ্টের ধাক্কা সামলে ওঠার সাহস পাবেন, শক্তি পাবেন। নিজেকে জড়িয়ে ধরলে ভালো অনুভব করবেন। তাই একবার হলেও নিজেকে জড়িয়ে ধরুন। জড়িয়ে ধরে বুঝিয়ে দিন আপনি নিজেকে কতটা ভালোবাসেন।

মনমেজাজ ভাল করা : মনখারাপ থাকলে নিজেকে আলিঙ্গন করে দেখতে পারেন। অন্য কারও স্পর্শ সাহায্য করতে পারে অবশ্যই। তবে পাশে কেউ না থাকল নিজের স্পর্শেও উপকার মিলতে পারে। স্ট্রেস হরমোন অর্থাৎ, কর্টিসলের মাত্রা কমিয়ে হ্যাপি হরমোন বা অক্সিটোসিনের নিঃসরণ ঘটায়। অক্সিটোসিনকে অনেক ক্ষেত্রে ‘লাভ হরমোন’ বলা হয়। ফলে মেজাজের উন্নতিতে সাহায্য করতে পারে আলিঙ্গন।

নিজের প্রতি মনোভাব বদলানো : নিজের প্রতি অতিরিক্ত কঠোর আপনি? নিজেকে ভরসা করেন না, বা নিজেকে ভালবাসতে পারেন না? নিজের দু’টি হাত উল্টো পাশে নিয়ে গিয়ে চেপে ধরুন। নিজেকে জড়িয়ে ধরার ফলে উষ্ণতার ছোঁয়া পাওয়া যায়। নিজের প্রতি ভালবাসা বাড়তে পারে। বেড়ে যেতে পারে আত্মবিশ্বাস। প্রত্যেক ব্যক্তির আগে নিজেকে ভালোবাসা দরকার। নিজের ব্যথা, দুঃখ-কষ্টে নিজেকে জড়িয়ে ধরুন, সান্ত্বনা দিন। নিজেকে জড়িয়ে ধরে ভালোবাসাতে শিখবেন।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

রুমী ডেন্টাল ল্যাব
কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস
ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়

Sleep and Lung Center
* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকালীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট, এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।

আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে
Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700
170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

সাপ্তাহিক
বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যে দেশপ্রেম

সাঈদুর রহমান লিটন

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। তাঁর কাব্য ও গানে যেমন বিদ্রোহের ঝড় উঠে, তেমনি ফুটে ওঠে অগাধ দেশপ্রেম ও ভালোবাসা। ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ উপমহাদেশ যখন নিস্তব্ধ, তখন নজরুল ছিলেন দ্রোহের দীপ্ত কণ্ঠস্বর। তাঁর কাব্যে দেশপ্রেম কেবল আবেগ নয়, বরং এক রকম সংগ্রাম, আত্মত্যাগ এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে সবার মাঝে প্রতিফলিত হয়।

নজরুলের দেশপ্রেম প্রথাগত বা ভক্তিমূলক ধাঁচে বাঁধা নয়। তাঁর লেখায় দেশপ্রেম এসেছে বিদ্রোহের মাধ্যমে, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বানে। তিনি বলেন, বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত, যবে উৎ-পীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবেনা, আমি সেই দিন হব শান্ত। এই কবিতায় নজরুলের দেশপ্রেমের নিগূঢ় রূপ প্রকাশ পেয়েছে। দেশপ্রেম মানে শুধু দেশকে ভালোবাসা নয়, বরং মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম, সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা মাধ্যমে ফুঁটে ওঠে।

তাঁর বিখ্যাত কবিতা আনন্দময়ীর আগমনে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এক অমর দলিল। এই কবিতায় তিনি সরাসরি ইংরেজ শাসকদের সমালোচনা করেন, মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি,মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো ফলে অস্ত্র ধরি। এখানে তাঁর দেশপ্রেম রূপ নিয়েছে কৃষকের প্রতি সহমর্মিতা, মাটির প্রতি প্রেম, ও শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি হিসেবে।

নজরুল কেবল বাংলার জন্য নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর গান চল চল চল, উর্ধ্ব গগণে বাজে মাদল,অরুণ প্রাতের তরুণ দল । তোরা চলরে চল চল চল। আজও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর রণসংগীত হিসেবে চালু আছে। এই গান শুধু উজ্জীবনী শক্তি নয়, বরং একটি জাতিকে জাগিয়ে তোলার আহ্বান।

নজরুলের দেশপ্রেম ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য। তিনি বারবার বলেছেন, হিন্দু-মুসলিম এই দ্বন্দ্ব নয়, ঐক্যই দেশের মুক্তির পথ। তাঁর কবিতায় তিনি বলেন, গাহি সাম্যের গান। এই সাম্যের বাণীই প্রকৃত দেশপ্রেমের পরিচয় বহন করে, যেখানে জাতি গঠনের ভিত্তি হয় মানবিকতা ও সম্মিলিত চেতনা।

সার্বিকভাবে, নজরুল ইসলামের কাব্যে দেশপ্রেম এক গীতিকাব্যিক দ্রোহ, যেখানে দেশ মানে কেবল ভৌগোলিক সীমা নয়, বরং মানুষের অধিকার, সম্মান ও স্বাধীনতার প্রতীক। তাঁর লেখা আজও যুগে যুগে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে, সাহস জোগায়, এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি যোগায়। এটাই প্রকৃত দেশপ্রেম।

উপসংহারঃ জরুল ইসলামের দেশপ্রেম অন্ধ ভক্তি নয়, বরং মুক্তির দর্শনে উদ্ভাসিত এক সংগ্রামী চেতনা। তাঁর কাব্য আমাদের শেখায় কিভাবে দেশকে ভালোবাসতে হয়, এবং সেই ভালোবাসাকে রূপ দিতে হয় কাজ, আন্দোলন ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে। তাঁর দেশপ্রেম আজও প্রাসঙ্গিক, আজও আমাদের পথ দেখায়।

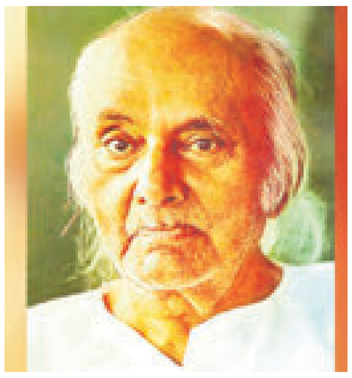

আমাদের জাতীয় কবি, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যু দিবস ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট । সশ্রদ্ধ চিত্তে আমরা স্মরণ করছি কবিকে, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। তাঁকে নিবেদন করছি এ সপ্তাহের সাহিত্য পাতা। লেখা যারা দিয়েছেন - সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ।

সাহিত্য সম্পাদক

পাখি ডাকা সময়ে

আশরাফ আহমেদ

পাখি ডাকা প্রভাতে হাতে রেখে হাত করি জল্পনা
মনে ভর সৃষ্টির সব মধুর কল্পনা
আসে ভীড় করে প্রীত আবেশ আলপনা
মুখচ্ছবি মিষ্টি রোদ্দুরে কিশোরী সুমনা !
খোয়াই পাড়ের মেয়েটি বড্ড আনমনা
কোথায় যে হারিয়ে গেল কোন বিদেশে
খোঁজ মেলেনা হাজারো তালাশে
খোঁয়াই পাড়ের মেয়েটি গেছে নিরুদ্দেশে।
সে যে আসে চোখের সামনে যোগিনীর বেশে
আবেশ মুখর সুখস্মৃতি আজো ওঠে ভেসে।
হা-হুতাশ নেই পেয়ে হারানো বেদন ও নেই
দেখা হলে কি বলব কি শুনব ভেবে হই
আকুল নির্বোধ অতিশয়!

দেয়াল ঘড়ি

লুৎফুর রহমান চৌধুরী

দেয়াল ঘড়িটা পুরাতন হয়ে গেছে
অতীতের মত চাকচিক্য করে না
মাজন করে তাহার পূর্বের রূপ
ফিরিয়ে আনতে অক্ষম,
যেন রথ পড়া একটি বলদের মত
লোহার খাম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে,
চোখের ছাউনিতে খড় পড়ে গেছে
অসামঞ্জস্যের কারণে!
পরিত্যক্ত হৃদয় নদীতে এখন শুধুই
শেওলার স্তূপ।
যৌবন হারানো বটবৃক্ষটা বড়ই ক্লান্ত
এক সময় উদ্দাম গতিতে কেটেছে
পুষ্পে ভরা বসন্তকাল!
এখন শূন্যতা ভর করছে যৌবনের
চলন্ত নদীতেড়
অন্তরে বাজে করুণ কান্নার সুর
ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে দিন কাটাচ্ছে
অবহেলা আর অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে
তার শেষ কোথায়, জানা নেই,
ঘড়িটি চিরতরের জন্য বন্ধ হওয়ার পথে।

কবিতা

এসো ফের বিদ্রোহী

মুজতাহিদ ফারুকী

এই ধরাতলে হয়েছে নিথর বিধাতার বিস্ময়
তবুও অমর বিপ্লব গাথা ‘বিদ্রোহী’ নিশ্চয়
আরশিতে দেখি নিজের সুরত আমিও রাত্রিদিন
বিজয়ের গান পায়নি তো প্রাণ, বাজেনি অগ্নিবীণ।
জীবিকার ঘামে, প্রেমে অপ্রেমে, সময় গিয়েছে বয়ে
আজও মধুক্ষরা বিষের বাঁশরী নীরব মথুরালয়ে।
ত্রাসের নগর কাঁপে গুম খুনে ডুবছে তমসাঘোরে
আমার দুহাত বাঁধা জিঞ্জিরে বুক ভেজে আঁখিলোরে।
বিদ্রোহী কবি আসুন আবার বিষজর্জর রাতে
বাঁশরির বিষ নাশুক পীড়কে ধুমকেতু সম্পাতে।

উত্তরাধুনিক কাজী নজরুল

আহম্মদ হোসেন বাবু

চুরুলিয়ায় জন্ম বাংলাদেশে মৃত্যু
কবি কাজী নজরুল
দুখু মিয়া থেকে বিদ্রোহী কবি সে
বাংলায় ফোটা এক ফুল।
তোমার কবিতা ও গানে জেগে ওঠে
প্রগাঢ় অভিমান
শত অভাব অনটন করেছে মহান
তুমিই বাংলার সম্মান।
বাংলা, উর্দু, ফার্সি ভাষার ভুবনখ্যাত
অহংকারের এক নাম
“মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই” বলেন-
কাজী নজরুল ইসলাম।
প্রেম, দ্রোহ, সাম্য, অসাম্প্রদায়িকতা
মানবতার উজ্জ্বল ছবি
লেটো গান, রুটির দোকান পেরিয়ে তুমি
আজ জাতীয় কবি!
তোমার গল্পে, উপন্যাসে জীবনদর্শন
আজও খুব প্রাসঙ্গিক
তোমার সুরে শেকল ভাঙার গাই গান, তাই-
তুমি উত্তরাধুনিক।
তুমি জেল, জুলুম, হুলিয়া হাসিমুখে
করেছিলে বরণ
লাল-সবুজের পতাকা তোমাকে শ্রদ্ধার
সাথে করে স্মরণ।

সে ছিলো এক পিতৃহারা, মায়ের কাছে অশ্রুঝরা!

মামুন জামিল

বলতে পারো কোন সে কবি রেস্তোরাঁতে বেলতো রুটি,
কিশোর মনের ছন্দ ফেলে কর্মে ছিল হস্ত দুটি?
সৃষ্টি নেশায় মগ্ন ছিল ,কষ্ট পেশার যাঁতাকলে
পিষ্ট হয়েও যুক্ত ছিল গান রচনায় লেটোর দলে !
একহাতে তাঁর কলম এবং অন্য হাতে অস্ত্র ধরে
স্বদেশ প্রেমের আমোঘ টানে দেশের তরে যুদ্ধ করে !
ধর্ম জাতের বিভাজনে সায় ছিল না একটুখানি
সারাজীবন প্রতিষ্ঠাতে লেখায় ছিলো সাম্যবাণী!
ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে তাঁর হুল ফুটানো কাব্যমালা
হচ্ছিলো তা ভীষণ রকম শাসক লোকের গাত্রজ্বালা !
স্বৈরশাসক শিকল পরায় সেই কবিটির ব্যস্ত হাতে
‘বিদ্রোহী’ তাঁর মনোভাবের হয়না থামা দিন কি রাতে!
গদ্য,ছড়া, পদ্য, গানে সব বিষয়ের তীক্ষ্ণ মেধা
ছিলো তাঁহার তুমুল রকম, চলতো কলম স্বাধীনচেতা!
সৃষ্টিসুখে উল্লসিত হঠাৎ কবি স্থবির হলো
বাংলাকাশে ‘ধূমকেতু’টার জীবন যেনো এলোমেলো !
অর্ধজীবন বাকহারা তাঁর দৃষ্টি ছিল উদাস করা
না বলা সব কথামালার হৃদয় যেনো কষ্টে ভরা!
‘দুখুমিয়া’ নাম ছিল তাঁর দুঃখে ছিলো জীবন গড়া
সে ছিল এক পিতৃহারা, মায়ের কাছে অশ্রুঝরা!

বিদ্রোহী কবি

শাহীন সুলতানা

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী যিনি
তিনিই প্রেমের কবি কাজী নজরুল
প্রতিবাদী সংগ্রামী বলে যাকে চিনি
বাঙালি হৃদয়ে তিনি জোছনার ফুল।
দুঃখ ও দারিদ্র্য ছিল নিত্যসঙ্গী তবু
সাম্য ও মানবতার গেয়েছেন গান,
শিল্প ও সাহিত্যের প্রাণপুরুষ কভু
নিয়ত জানাই তাঁকে শ্রদ্ধা ও প্রণাম।
বাংলা সাহিত্যের তিনি অমূল্য রতন
নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ আর শ্রেষ্ঠ কবি,
নির্ভীক ও স্পষ্টভাষী দেখি আজীবন
বাঙালির মনে যিনি প্রভাতের রবি।
অন্যায়ের কাছে যাঁর টলেনি কো শির
তিনিই বিদ্রোহী কবি বাঙালির বীর।

অগ্নিবীণার কবি

রিতা ফারিয়া রিচি

দুর্যোগকালে উজাড় দু’হাতে
তুমি যা করিলে দান
বিশ্বের মাঝে সঞ্চিত রবে
যুগে যুগে অফুরান।
দিকহারাদের কান্ডারী তুমি
ফুটেছিলে ফুল হয়ে,
ব্রিটিশদলের লালচক্ষুতে
যাওনি কখনো ক্ষয়ে।
দিয়েছো আজান, ইমামতিতেও-
ছিলো যে তোমার শান,
সোচ্চার ছিলে সকল শোষণে
তুচ্ছ করেছো জান।
বিভেদ ভেঙ্গে গড়ে দিলে তুমি
সাম্যবাদের নীড়,
কাব্যাকাশের ঝলমলে তারা
রনাঙ্গনের বীর।
আঁধার ভুবনে দিয়ে গেলে আলো
খুঁজে পেলো জাতি দিশা,
তোমার দানেই ঘুচে গেলো জানি
রাত্রির অমানিশা!
নিদ্রামগ্ন জাতিকে দিয়েছো
জাগরনী আহ্বান,
দিয়ে গেলে তুমি নিঃস্বের মুখে
সর্বহারার গান।
গান গেয়ে গেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে
তুমি যে যুগের সাথী,
তোমার দানের অগ্নিবীণার
ঝংকারে জাগে জাতি।

দুখু মিয়া

ফকির সেলিম

প্রেম আর দ্রোহে
কবি তুমি বাস করো কোন ভিন গ্রহে?
সনাতনী হালে?
নাকি আছো ডিজিটাল, এই কলিকালে?
লেটো দল কবি গানে,
এখনো কি প্রান টানে?
ধর্মের টানাটানি, অকারন হানাহানি
যুদ্ধের ডংকায় কানে লাগে তালা?
বলো নাকি আজো ক্ষেপে- চালা?
হাঁতুড়ি শাবল চালা?
কবিতার ব্যাকরণ এখনো কি ভাঙ্গো?
শোষকের লেজ ধরে আজো করো ব্যঙ্গ?
তুমি কি নীরব আজো? কথা বলো নাকি?
ধরণীতে কতো কি যা কথা ছিলো বাকী?
ফেসবুক টুইটার ভাইবার নেই?
ফলোয়ার কতো আছে, রিকুয়েস্ট দেই?
ওয়াইফাই মারে ঘাই ভিন গ্রহ জুড়ে?
আইফোন মাঝে সাঝে ফ্যালো নাকি ছুড়ে?
সব্যসাচীর সাথে যোগাযোগ আছে?
শনিবার চিঠি পাও প্রেয়সীর কাছে?
অনিরুদ্ধকে বুঝি মিস করো খুব?
মাঝে মাঝে আজো তুমি দাও নাকি ডুব?
খিলখিল কাজী আর অনিন্দিতাকে
মনে আছে? আজো তারা দাদু বলে ডাকে?
যেখানেই থাকো তুমি যেই ভীন গ্রহে
থাকো যেনো চিরকাল প্রেম আর দ্রোহে।

বাংলার নজরুল

শামছুন ফৌজিয়া

তুমি সাম্যবাদের কবি
বাংলার নজরুল,
বাংলা সাহিত্যের রবি
কবি বুলবুল।
তুমি অন্যায়ের ঘনঘটা
মহা বিদ্রোহী,
গোপনপ্রিয়ার ভালোবাসা
হে চির বিরহী।
তোমার চোখে পুরুষ রমনী
ভেদাভেদ নাই,
ধর্ম বর্ন গরীব কিংবা ধনী
হৃদয়ে দিলে ঠাঁই।

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-565-5600
Fax: 718-565-5686

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করে থাকি

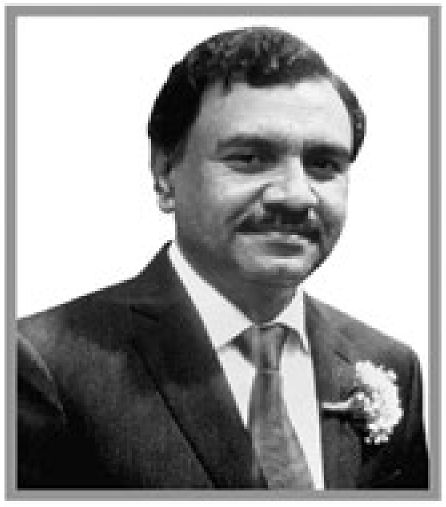

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা নিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

মামুনের তত্ত্বাবধানে

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

BANGLADESH SOCIETY OF BRONX, NEW YORK, INC
বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক, ইনক

ব্রঙ্কস পথ মেলা ২০২৫
Bronx Street Fair

31 August, 2025 Sunday

Place: Purdy St.
(Bet. St. Raymond Ave & Parker St.)
Starling Ave, Bronx, NY 10462
Time: 10:00 am to 8:00 pm

LIVE MUSIC

সঙ্গীত পরিবেশনায়: সেলিম চৌধুরী, রুকসানা মির্জা, বিন্দু কনা, কৃষ্ণা তিথি, রন্টি দাস ও রায়হান পারভেজ

নৃত্য পরিবেশনায়: মিথান ডান্স একাডেমি

Stall and More

Honorable Guests
Eric Adams, Mayor, NYC
Vanessa L. Gibson, Bronx Borough President
Nathalia Fernandez, NY State Senator Dist.-34
Amanda Farías, Majority leader of the New York City Council
Karines Reyes, Assembly Dist.-87
Ataur Rahman Selim, President, Bangladesh Society Inc.

Special Guests
Zohran Mamdani

আহবায়ক	প্রধান সমন্বয়ক	সদস্য সচিব	সাংস্কৃতিক কমিটি	অর্থ কমিটি
মো: সামাদ মিয়া জাকারিয়া 718-690-4556	মুস্তাকুর রহমান লিটন 646-633-7168	শেখ শফিকুর রহমান 631-948-6841	রায়হান পারভেজ	হুমায়ুন কবির সুহেল
যুগ্ম আহবায়ক	সমন্বয়ক	যুগ্ম সদস্য সচিব	কবি জুলি রহমান	আবুল কালাম আজাদ
জহুরুল ইসলাম	দিপংকর দেব	কাজী রবিউজ্জামান	মিথন দেব	মহিবুল হক
বিজয় কৃষ্ণ সাহা	কাজীরুল ইসলাম শিপন	সুরাইয়া আলম লাকি		

স্টলের জন্য যোগাযোগ / Please Contact for Stall
Shafiqur Rahman : 718-414-7921
Surojit Kishore Chowdhury : 347-237-8326
Suriya A. Lucky : 917-774-2836

Sponsors

সদস্য: মো: বিলাল ইসলাম, আশফাকুল হক চৌধুরী, মো: ফখরুল ইসলাম, নাজমুল ইসলাম রাসেল, মো: চৌধুরী মুমিত, ফখরুল ইসলাম চৌধুরী, সুমন চৌধুরী, ফাহিম আহমেদ, রেজাউর রহমান রেজা।

উপদেষ্টা: এম এ রব দলা মিয়া, মো: আলমাস আলী, কাওছার চিশ্‌তী, হাসান আলী, মো: শামীম মিয়া।

সার্বিক সহযোগীতায়: মাহবুব আলম, জুনেদ আহমদ চৌধুরী, শাহেদ আহমদ, কাওছারুজ্জামান কয়েস, এমএ মুহিত, জুয়েল আহমেদ, মাসুদ রহমান, বেলাল উদ্দিন।

মিডিয়া পার্টনার
ঠিকানা USA NEWS বাংলাদেশ

President
Shamim Ahmed
347-636-5153

All Are Cordially Invited

প্রচার সম্পাদক: শেখ শফিকুর রহমান কর্তৃক প্রচারিত

General secretary
Sheikh Oli Ahad
646-239-8374

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

অ্যাবারনি'র জমকালো অ্যাওয়ার্ড নাইটে রিয়েলটদের মিলনমেলা

জলি আহমেদ : নিউইয়র্কে বর্ণিল আয়োজনে হয়ে গেলো বাংলাদেশি অ্যামেরিকান রিয়েলটর অব নিউইয়র্কের (অ্যাবারনি) অ্যাওয়ার্ড নাইট ২০২৫। গত ২০ আগস্ট লং আইল্যান্ডের দ্য ওয়াটার ফ্রন্ট ভেন্যু শাতো লা মের-এ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রিয়েল এস্টেট সেক্টরের প্রতিষ্ঠিত সেরা রিয়েলটদের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন রিয়েলটর ও তাদের পরিবারের সদস্যরা। অ্যাওয়ার্ড নাইটের অনুষ্ঠানে পরিবার আর প্রিয়জনদের নিয়ে মনোমুগ্ধকর প্রাণবন্ত আড্ডায় মেতে ওঠেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। পারিবারিক আবহে পুরো সন্ধ্যা উপভোগ্য হয়ে উঠে। অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অ্যাবারনির অন্যতম ডিরেক্টর সাব্বির আহমেদ ও ইমরান ভূঁইয়া। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন মোহাম্মদ রহমান শাহীন। অ্যাওয়ার্ড প্রদান পরিচালনা করেন অ্যাবারনির ডিরেক্টর নাদির খান এবং ডিরেক্টর নাজনিন মির্জা। অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন- জামান মজুমদার, সারওয়ার খান, আডান ইসলাম, সাব্বির আহমেদ, ইমরান ভূঁইয়া, কাজী হোসাইন, মোহাম্মদ করিম এবং ইন্দ্রজিৎ সরকার।

ম্যানহাটনে বিএনপি কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক : বিএনপির কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন বলেছেন, বিএনপি গণমানুষের দল, জনগণের কল্যাণ সাধনই হচ্ছে এই সংগঠনের কাজ। তাই জনগণের অসুবিধা হয় এমন কাজ কখনো বিএনপি করবে না। গত ১৭ বছর জননেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন করেছে। পতিত স্বৈরাচারী সরকারের ভয়ভীতি, হুমকি, হামলা মামলা, গুম খুন বিএনপিকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের লড়াই চলবে। মাহবুব উদ্দিন খোকন গত ২০ আগস্ট বুধবার নিউইয়র্কের ম্যানহাটন ব্যুরো বিএনপি আহুত এক কর্মী সম্মেলনে ভার্চুয়েলি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন।

ম্যানহাটন ব্যুরো বিএনপির আহবায়ক আব্দুল ওয়াদুদ তালুকদারে সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব জিয়াউল আহমদ জামিলের সঞ্চালনায় সভার উদ্বোধন করেন নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপির সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন। গেস্ট অব অনার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসের বৈদেশিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য গোলাম ফারুক শাহীন। প্রধান বক্তা ছিলেন নিউ-ইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন সিনিয়ার সহ সভাপতি কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, সিনিয়ার যুগ সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার জাহিদ, বিএনপি নেতা এজিএম জাহাঙ্গীর হাসাইন,সোহেব আহমদ, মোহাম্মদ আলী রাজা, মানিকুজ্জামান মানিক, সেবুল খান মাহবুব, মুক্তিযোদ্ধা আবুল মনসুর, মোহাম্মদ বাদল হোসেইন ও চৌধুরী মুমিত তানিম।

বক্তব্য রাখেন ম্যানহাটন বিএনপির মোহাম্মদ ইসমাইল আবিদুল জাহের, নজরুল ইসলাম, মো. রফিকুল ইসলাম, জাকির হোসেন, সিরাজ উদ্দীন ভূঁইয়া,আব্দুল্লাহ আল মামুন,আবুল কালাম, মোহাম্মদ শাহীন তালুকদার, লাভলী জামান, করফুল বেগম, সিরাজুল ইসলাম, আব্দুর রহিম সেলিম, মো. আলম, জামাল উদ্দিন, তাজ উদ্দীন, মানিক মিয়া, ফজল খান, আবুল কাশেম প্রমুখ।

গেস্ট অব অনারের বক্তব্যে গোলাম ফারুক শাহিন নিউইয়র্ক মহানগর উত্তরের কর্মতৎপরতার ভূয়াসী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, স্বৈরাচারী হাসিনাকে উৎখাত করতে আমরা দেশের বাইরে থেকে যেভাবে কাজ করেছি আগামী নির্বাচনে বিএনপিকে বিজয়ী করতে সেভাবে কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠানে দলের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ওজোন পার্কে ওয়ার্ল্ড বাংলা মিউজিকের পথমেলা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক : গত ২৪ আগস্ট রোববার সিটির ওজোন পার্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে বর্ণাঢ্য পথমেলা। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি মেলায় ছিল বাংলাদেশি বিভিন্ন পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের স্টল। নারী উদ্যোক্তারাও তাদের পণ্যের প্রসরা সাজিয়ে বসেন মেলায়। হাজারো প্রবাসী বাংলাদেশিরা দিনভর ঘুরে ঘুরে তাদের পছন্দের পণ্য কিনে নেন। ওয়ার্ল্ড বাংলা মিউজিকের আয়োজনে মেলাটি উদ্বোধন করেন বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রিয় ব্যক্তিত্ব আয়োজক এম এন জামান লাল্টু মেলার প্রোগ্রাম কমিটির কনভেনর হিসেবে ছিলেন হেলালুর রহমান হেলাল, চিফ কোঅর্ডিনেটর ছিলেন মাহতাবুর রহমান। অনুষ্ঠানের আয়োজক এমএন জামান লাল্টু বলেন, বাংলাদেশিরা আমেরিকার মাটিতে নিজস্ব সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এই মেলার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এতে নিউইয়র্কে বসবাসকারী বাংলাদেশি কমিউনিটির পরিচিতশিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশ করেন।

নিউইয়র্কে পর্যটকবাহী বাস উল্টে নিহত ৫

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে পর্যটকবাহী বাস দুর্ঘটনায় অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, বাসটি কানাডা সীমান্তের নায়াগ্রা জলপ্রপাত থেকে নিউইয়র্ক শহরে ফিরছিল। এ সময় নিউইয়র্ক স্টেট থ্রুওয়ে মহাসড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি উল্টে যায়।

পুলিশের তথ্যানুযায়ী, নিহতদের মধ্যে বেশিরভাগই ভারত, চীন ও ফিলিপাইনের পর্যটক। দুর্ঘটনায় প্রথমে এক শিশুর নিহত হওয়ার খবর জানানো হলেও পরে পুলিশ তা প্রত্যাহার করে নেয়।

ঘটনার সময় বাসে মোট ৫২ জন যাত্রী ছিলেন, যাদের বয়স এক বছর থেকে ৭৪ বছরের মধ্যে। দুর্ঘটনার পর কিছু যাত্রী বাস থেকে ছিটকে পড়ে এবং বেশ কয়েকজন দীর্ঘ সময় ভেতরে আটকে ছিলেন। পুলিশের ধারণা, অধিকাংশ যাত্রী সিটবেল্ট বাঁধা ছিলেন না।

দুর্ঘটনাস্থল নিউইয়র্কের বাফেলো শহর থেকে প্রায় ৩০ মাইল পূর্বে পেমব্রোক এলাকায়। সেখানে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স ও হেলিকপ্টার পাঠানো হয়। গুরুতর আহতদের স্থানীয় হাসপাতালগুলোতে ভর্তি করা হয়েছে। এক হাসপাতালে ভর্তি ২৪ জন প্রাপ্তবয়স্ককে সম্পর্কে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তারা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশা করা হচ্ছে। শিশু রোগীদের কাছের শিশু হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।

নিউইয়র্ক স্টেট পুলিশের ট্রুপ কমান্ডার অ্যান্ড্রে মেজর সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'দুর্ঘটনার কারণ তদন্তাধীন রয়েছে। তবে মেকানিক্যাল ত্রুটি বা চালকের মাদকাসক্তি ও অক্ষমতা– দুটিই প্রাথমিকভাবে বাতিল করা হয়েছে।'

তিনি আরো জানান, চালক তদন্তে সহযোগিতা করছেন এবং এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ গঠন করা হয়নি।

পুলিশ জানিয়েছে, বাসটি পূর্বমুখী হয়ে চলার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মিডিয়ানে গিয়ে পড়ে এবং পরে খাদে নেমে যায়।

এক প্রত্যক্ষদর্শী দ্য বাফেলো নিউজকে বলেন, 'আমি রাস্তার পাশে উল্টে থাকা বাস দেখেছি। চারপাশে যাত্রীদের জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। জানালার কাঁচ ভাঙা ছিল। আমি যতটুকু দেখেছি, সবাই সচেতন অবস্থায় ছিলেন।'

উপদেষ্টা মাহফুজের ওপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি এনসিপি'র

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলম ও বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এন-সিপি)। এ ঘটনায় দ্রুত তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি।

গত মঙ্গলবার ২৬ আগস্ট দেওয়া এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এনসিপি জানায়, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ করছেড় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসে জুলাই অভ্যুত্থানের নেতা এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার চেষ্টা করেছে গণহত্যাকারী ও ফ্যাসিবাদী সংগঠন আওয়ামী লীগের পলাতক নেতাকর্মীরা। একইসাথে কনস্যুলেট অফিসে ভাঙচুর চালিয়ে তারা একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর সরাসরি সহিংস আক্রমণ করেছে।

এতে বলা হয়, জুলাই অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে হামলা চালিয়ে আওয়ামী লীগ আবারও তাদের ফ্যাসিবাদী, সন্ত্রাসী ও মাফিয়া চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। তারা শুধু জুলাই গণহত্যাকে অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক পরিসরেও জারি রেখেছে। এনসিপি এই ন্যাক্কারজনক হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং কনস্যুলেট অফিসে হামলার ঘটনায় দ্রুত তদন্ত ও দায়ীদের বিরুদ্ধে যথাযথ সকল আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি টকশো, সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পিলখানা হত্যাকাণ্ড, শাপলা গণহত্যা ও জুলাই গণহত্যাকে স্বাভাবিকীকরণের যে অপ-প্রয়াস চলছে, কনস্যুলেট হামলা, কলকাতায় আওয়ামী লীগ কার্যালয় স্থাপন ও বিভিন্ন ফোরামে অভ্যুত্থানকে 'ষড়যন্ত্র' হিসেবে উপস্থাপনড় সবই আওয়ামী সন্ত্রাসের ধারাবাহিকতা ও বৃহত্তর চক্রান্তের অংশ বলে আমরা মনে করি।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ঘটনার প্রায় ২৪ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হলেও এখন পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এই বিষয়ে কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিবাদ কিংবা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। আমরা এই বিষয়ে অন্তবর্তীকালীন সরকারের সুস্পষ্ট অবস্থান ও পদক্ষেপ দেখতে চাই। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আওয়ামী লীগের সহিংস কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে এটিকে একটি 'সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসেবে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। এছাড়া এই হামলার বিষয়ে তথ্য ও প্রমাণ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করতে অভ্যুত্থানের শক্তি প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে এনসিপি।

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন
ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: ৭১৮-২০৬-২৫৭৯

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস
GETWELL MED-CARE P.C.
170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
718-305-1262
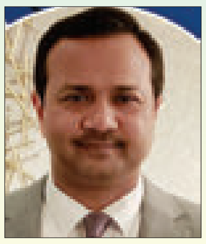
ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
SHAMIM AHMED,MD, FACP
INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE
Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815
Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।
We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.
আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।
Call for Appoinment
Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

Just... Smile...
A Beautiful Smile Is A Healthy Smile
- General Dentistry
- Nitrous Oxide
- Crown & Bridges
- Dentures
- Extractions
- Cosmetic Dentistry
- Veneers
- Bonding
- Root Canal Therapy
- Implant Surgery & Restorations
IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY
MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED
WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS
VISA MasterCard
IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S
TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE
FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354
CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার
SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
সেবাসমূহ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান • মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেস্ট
We accept most of the Insurances
Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67
Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm
Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

৩৩ বছর পর জাকসু নির্বাচন, ৭৪০ প্রার্থী

ঢাকা : দীর্ঘ প্রায় ৩৩ বছর পর আগামী ১১ সেপ্টেম্বর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এতে কেন্দ্রীয় ও হল সংসদে মোট ৭৪০টি মনোয়নপত্র জমা পড়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন পদে ৫৫৫ জন ছাত্র ও ১৮৫ জন ছাত্রী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এ নির্বাচনের ১১ হাজার ৯১৯ জন ভোটারের মধ্যে অর্ধেকই ছাত্রী ভোটার হলেও নির্বাচনে তাঁদের অংশগ্রহণ ২৫ শতাংশেরও কম। এ নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ অংশীজনদের মধ্যে নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, কেন্দ্রীয় সংসদে ২৫ পদের বিপরীতে ২৭৩টি এবং আবাসিক ২১টি হল সংসদের ১৫টি করে পদের বিপরীতে মোট ৪৬৭টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। এতে কেন্দ্রীয় সংসদে সহসভাপতি (ভিপি) পদে কোনো ছাত্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না। সাধারণ সম্পাদক পদে (জিএস) মাত্র দুইজন ছাত্রী মনোনয়নপত্র তুললেও এর মধ্যে একজন এজিএস পদে নির্বাচন করবেন বলে জানা গেছে। অন্যজন কোনো দলীয় প্যানেল থেকে মনোনয়ন না পেলে প্রত্যাহার করবেন বলে জানিয়েছেন। জাকসুতে অংশ নেওয়া মোট ৬২ জন ছাত্রীর মধ্যে ৪৮ জন ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত পদে নির্বাচন করবেন। তবে কোনো কোনো ছাত্রী একাধিক পদে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। সে হিসাবে জাকসুতে অংশ নেওয়া ছাত্রীর সংখ্যা আরও কমতে পারে। জাকসুর মতো হল সংসদ নির্বাচনেও ছাত্রীদের মনোনয়নপত্র জমাদানের সংখ্যা কম।

১০টি ছাত্রী হলের মধ্যে ৫টিতে নির্ধারিত ১৫ পদই পূরণ হয়নি। নওয়াব ফয়জুন্নেসা হল, সুফিয়া কামাল হল, বেগম খালেদা জিয়া হলে অধিকাংশ পদ শূন্য রয়েছে। মেয়েদের অন্য হলগুলোতে নির্দিষ্ট পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তেমন নেই বললেই চলে। এসব হলে বেশির ভাগ পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেকে বিজয়ী হতে চলেছেন। জাকসু নির্বাচনে প্রার্থী কম হওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে একাধিক ছাত্রী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, জুলাই গণ অভ্যুত্থানে সামনের সারিতে নারীরা নেতৃত্ব দিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু গণ অভ্যুত্থানের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক বিভিন্ন ফেসবুক পেজ, গ্রুপ, ফেক ও 'বট' আইডির মাধ্যমে সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়েছেন বেশ কয়েকজন নারী নেত্রী ও সোশ্যাল অ্যাকটিভিস্ট। তা ছাড়া ছাত্রীদের পোশাক ও বিভিন্ন ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও কতিপয় পেজ সমালোচনা করেছে বলে অভিযোগ তাঁদের। তবে অনেকে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কারণে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন। এসব কারণে অনেক ছাত্রী ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনে প্রার্থী হননি। জাবি সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সংগঠক সোহাগী সামিয়া বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং সামাজিকভাবে হেয় করার কারণে জাকসু নির্বাচনে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ কম। নারীদের মাইনাস করার যে রাজনীতি সেটাও দায়ী। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রীদের মধ্যে জাকসু নির্বাচনের আমেজ ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করতে পারেনি বলে মনে করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনেকে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে জাবির উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সোহেল আহমেদ বলেন, 'দীর্ঘদিন পর জাকসু নির্বাচন হচ্ছে, হয়তো সেজন্য ছাত্রীদের সাড়াটা কম। এটার ধারাবাহিকতা থাকলে পরেরবার এ সংকট দূর হবে বলে আশা করি।'

অংশ নেবে ছয়টি প্যানেল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা : এবারের জাকসু নির্বাচনে সম্ভাব্য ছয়টি প্যানেলে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীরা ভোটযুদ্ধে অংশ নেবেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের (বাগছাস) 'শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম', ছাত্রশিবিরের 'সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট', গণ-অভ্যুত্থান রক্ষা আন্দোলনের আহ্বায়ক আবদুর রশিদ জিতুর নেতৃত্বে সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটা প্যানেল, বামপন্থি শিক্ষার্থীদের দুইটি প্যানেল। এ ছাড়া জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল-সমর্থিত একটি প্যানেল নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। দলীয় অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে এখনো তাদের প্যানেলের নাম ও প্রার্থীদের চূড়ান্ত করতে পারেনি বলে জানা গেছে। তা ছাড়া এ নির্বাচনে স্বতন্ত্রভাবে অনেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের বিষয়ে জানতে চাইলে শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর বলেন, 'আমাদের প্যানেল মোটামুটি চূড়ান্ত। আগামীকাল হয়তো প্যানেল ঘোষণা করব।'

নিরাপত্তা নিশ্চিতে সেনাবাহিনী-বিজিবি মোতায়েন হবে : জাকসু নির্বাচনের দিন ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা নিশ্চিতে সেনাবাহিনী ও বিজিবি সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবেন বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সেনাবাহিনী ও বিজিবি সদস্য ২০ জন করে মোট ৪০ জন মোতায়েন করা হবে। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান করবেন। এর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ফটকে কমপক্ষে পাঁচজন করে পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। তবে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কসংলগ্ন মীর মশাররফ হোসেন হল ফটক, প্রান্তিক গেট, বিশমাইল গেটে ১০ জন করে পুলিশ সদস্য মোতায়েন থাকবে। নির্বাচন কমিশনের তথ্যমতে, নির্বাচনের প্রতিটি কেন্দ্রে পাঁচজন করে আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। এর বাইরে রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকরা থাকবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও নির্বাচনি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করবেন। সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম বলেন, 'জাকসু নির্বাচনকে ঘিরে আমাদের প্রস্তুতি রয়েছে। নিরাপত্তাজনিত বিষয়গুলোতে প্রশাসন সতর্ক রয়েছে। একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রশাসন প্রস্তুত।'

শাহজালাল বিমানবন্দর : গায়ানার নারীর কাছে মিলল ১৩০ কোটি টাকার কোকেন

ঢাকা : দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ পরিমাণ ৮ কেজি ৬০০ গ্রাম কোকেন উদ্ধার করার দাবি করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। উদ্ধার করা কোকেনের অর্থমূল্য ১৩০ কোটি টাকা। এ ঘটনায় গায়ানার নাগরিক কায়রান পেটুলাক নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত ২৬ আগস্ট ভোর সাড়ে ৫টায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যৌথ অভিযান চালিয়ে কোকেনসহ এই নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত ২৬ আগস্ট সেগুনবাগিচায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক গোলাম আজম। তিনি বলেন, 'মঙ্গলবার ভোরে বাংলাদেশ কাস্টমস ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যৌথ অভিযানে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এসব কোকেন উদ্ধার ও বহনকারী এক নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার করা কোকেন পরিমাণ হিসেবে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এর আগে একবার সর্বোচ্চ ৮ কেজি ৩ গ্রাম কোকেন উদ্ধার করা হয়েছিল।' কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর জানায়, দোহা থেকে কাতার এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে একজন যাত্রী মাদক চোরাচালান করতে পারেনড় এমন একটি গোপন সংবাদ তাদের কাছে আসে। এই তথ্যের ভিত্তিতে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে আসা সংবাদের পর যুগ্ম পরিচালকের নির্দেশনায় এয়ারপোর্টে কাস্টমস গোয়েন্দাদের একটি দল সতর্ক অবস্থান নেয়। গত সোমবার রাত ২টা ৩০ মিনিটে ফ্লাইটটি ৬ নম্বর বোর্ডিং ব্রিজে যুক্ত হওয়ার পর গোয়েন্দা কর্মকর্তারা তথ্য অনুযায়ী ৩০এ সিটের যাত্রী পেটুলাকে শনাক্ত করেন। পরে ওই যাত্রীকে ভিসা অন অ্যারাইভাল থেকে ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করিয়ে তার লাগেজসহ গ্রিন চ্যানেলে আনা হয়। সেখানে স্ক্যানিং শেষে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তার মালপত্র পরীক্ষা (ইনভেন্ট্রি) করা হয়। এ সময় তার লাগেজের ভেতর থেকে প্লাস্টিকের তিনটি জার উদ্ধার করা হয়, যার ভেতরে ফয়েল পেপারে মোড়ানো ডিম্বাকৃতির ২২টি প্যাকেটে কোকেন পাওয়া যায়। এ সময় যাত্রীর এয়ারওয়েজ মেনিফেস্ট, পাসপোর্ট, বোর্ডিং পাস এবং সংশ্লিষ্ট লাগেজ টোকেন মিলিয়ে দেখা হয়।

এ ছাড়া সম্প্রতি রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে এক কেজি ৬০০ গ্রাম আইসসহ বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত কুশও উদ্ধার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। অতিরিক্ত মহাপরিচালক গোলাম আজম বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রো কার্যালয়ের (উত্তর) গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২৫ আগস্ট উপ-পরিচালক শামীম আহম্মেদের নেতৃত্বে একটি টিম আদাবর থানাধীন বাইতুল আমান হাউজিং সোসাইটির একটি বাসা থেকে মো. খাইরুল ইসলাম ওরফে রিয়ানকে (২৬) ৪ হাজার পিস অ্যামফিটামিনযুক্ত ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

বাংলাদেশিদের ক্রেডিট কার্ড : বছরের ব্যবধানে ভারতে ব্যবহার তলানিতে, চীনে অবিশ্বাস্য উল্লম্ফন

ঢাকা : মাত্র এক বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশিদের বিদেশে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের ধরনে নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে। এত দিন শীর্ষ স্থানে থাকা ভারত এখন তালিকার নিচের দিকে নেমে গেছে, আর সেই জায়গা দখল করেছে চীন। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্য বলছে, বিদেশে খরচের তালিকায় চীন হঠাৎ করেই উঠে এসেছে দ্বিতীয় অবস্থানে, যা আগে ছিল একেবারেই অগণ্য। ২০২৪ সালের মে মাসে ভারতে বাংলাদেশিদের ক্রেডিট কার্ডে ব্যয় হয়েছিল ৭৬ কোটি টাকার বেশি। কিন্তু এক বছরের ব্যবধানে এই অঙ্ক কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২১ কোটিতে। অর্থাৎ ভারতে খরচ কমেছে প্রায় ৫৫ কোটি টাকা। চলতি বছরের এপ্রিল মাসেও সেখানে খরচ হয়েছিল ৩১ কোটি টাকা, যা মে মাসে নেমে এসেছে ২১ কোটিতে। অন্যদিকে একই সময়ে চীনে ব্যয় বেড়েছে বহুগুণে। গত বছরের মে মাসে যেখানে খরচ ছিল মাত্র ৮ কোটি টাকা, সেখানে ২০২৫ সালের মে মাসে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ কোটির বেশি। শুধু এক মাসের ব্যবধানে (এপ্রিল থেকে মে) চীনে খরচ বেড়েছে প্রায় ২৯ কোটি টাকা। এই উল্টাপাল্টা চিত্রের পেছনে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রেক্ষাপটও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। গত বছরের আগস্টে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতার পালাবদলের পর ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ভারত ভিসা নীতিতে কড়াকড়ি আরোপ করে। এর ফলে বাংলাদেশিদের চিকিৎসা, ব্যবসা ও ভ্রমণ অনেকাংশে কমে যায়। ভ্রমণ কমার প্রভাব সরাসরি পড়ে ক্রেডিট কার্ড লেনদেনে। আর তাই এক বছরের মধ্যেই ভারত তালিকার শীর্ষ স্থান থেকে নেমে গেছে সপ্তম স্থানে।

বিপরীতে চীনের প্রতি ঝুঁকেছে বাংলাদেশিরা। একদিকে ব্যবসা ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিস্তার, অন্যদিকে শিক্ষা ও চিকিৎসার নতুন গন্তব্য হিসেবে দেশটির প্রতি আকর্ষণ দ্রুত বাড়ছে। শুধু তা-ই নয়, বাংলাদেশি তরুণ উদ্যোক্তা ও পর্যটকেরাও চীনমুখী হচ্ছেন। তার প্রতিফলন স্পষ্ট ক্রেডিট কার্ড লেনদেনের পরিসংখ্যানে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা বলেন, ভ্রমণ, শিক্ষা, চিকিৎসা ও ব্যবসার জন্য চীনে যাতায়াত বেড়ে যাওয়ায় সে দেশে কার্ড খরচও দ্রুত বেড়েছে। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়, ফলে সেখানে মানুষের আনাগোনা ও কার্ড ব্যবহারে রেকর্ড তৈরি হয়েছে। তবে সর্বাধিক ব্যয়ের তালিকায় যুক্তরাষ্ট্র এখনো শীর্ষে। ২০২৫ সালের মে মাসে দেশটিতে বাংলাদেশিদের খরচ দাঁড়িয়েছে ৫৩ কোটি টাকা। এরপরই চীন ৪০ কোটি, থাইল্যান্ড ৩৫ কোটি, যুক্তরাজ্য ৩৪ কোটি, সিঙ্গাপুর ৩২ কোটি, মালয়েশিয়া ২৪ কোটি, নেদারল্যান্ডস ১৭ কোটি, সৌদি আরব ১৭ কোটি, কানাডা ১৬ কোটি, সংযুক্ত আরব আমিরাত ১৩ কোটি এবং অস্ট্রেলিয়া ১২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, বিদেশে মোট ক্রেডিট কার্ড খরচও কমেছে। ২০২৪ সালের মে মাসে বাংলাদেশিরা খরচ করেছিলেন ৪৫৬ কোটি টাকা। আর ২০২৫ সালের মে মাসে তা নেমে এসেছে ৩৮৬ কোটিতে। অর্থাৎ এক বছরে কমেছে প্রায় ৭০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হলেও ভারতে খরচ ব্যাপকভাবে কমেছে। বিপরীতে চীনে অনেক বেড়েছে। এই পরিবর্তন কতটা স্থায়ী হবে, এখনই বলা যাচ্ছে না। অর্থনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, বিদেশে ক্রেডিট কার্ড ব্যয়ের এই পরিসংখ্যান শুধু ভ্রমণ বা ব্যক্তিগত ব্যয় নয়, বরং আঞ্চলিক কূটনীতি ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের দিকনির্দেশও বহন করছে। এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, কার্ডের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের পাশাপাশি বিদেশে কেনাকাটার জন্যও কার্ড ব্যবহৃত হয়। নগদ মুদ্রার চেয়ে মানুষ কার্ড ব্যবহারে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বিদেশ গেলে কার্ড সবচেয়ে সহজ ও ঝুঁকিহীন উপায়। ভারতের চেয়ে চীনে যাত্রী-প্রবাহ যেহেতু রেকর্ড পরিমাণে বেড়েছে, তাই কার্ড খরচেও রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

APNAR PHARMACY
168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph. : 347-561-6520

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

ওপিডব্লিউডিডি’কমিশনারের অটিজম সোসাইটি অফিস পরিদর্শন

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক স্টেটের ‘অফিস ফর পিপল উইথ ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅ্যাবিলিটিজ’ কমিশনার উইলো বেয়ার গত ১৫ আগস্ট সিটির জ্যামাইকায় অটিজম সোসাইটি হ্যাবিলিটেশন আর্গনাইজেশন অফিস পরিদর্শন করেন। তার সঙ্গে ছিলেন টিমের সদস্য র‌্যাচেল বেকার, জেসিকা সিজন ও সাডনেস ডুনো। অনষ্ঠানে অটিজম সোসাইটি হ্যাবিলিটেশন আর্গনাইজেশন সেবা গ্রহণকারী ও তাদের পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তারা কমিশনারের সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং কষ্টের কথা ব্যক্ত করেন। বিশেষ করে ‘অফিস ফর পিপল উইথ ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅ্যাবিলিটিজ’ এর এলিজিবিলিটি পেতে ৭ থেকে ১২ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করার ঝামেলা নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। কমিশনার বেয়ার স্বীকার করেন যে এ অপেক্ষা প্রকৃতপক্ষে কষ্টদায়ক এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, এই প্রক্রিয়া দ্রুততর করার জন্য তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তিনি ও তার টিম সদস্যরা আরও জানান যে ‘অফিস ফর পিপল উইথ ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅ্যাবিলিটিজ’এ আবেদন করার ধাপগুলো আরও সহজ ও সবার জন্য সুবিধাজনক করার চেষ্টা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, অটিজম সোসাইটি হ্যাবিলিটেশন আর্গনাইজেশন ASHO কুইন্সের জ্যামাইকায় একটি নন-প্রফিট প্রতিষ্ঠান, যে সংগঠন প্রতিবন্ধী লোকজনকে সহায়তা করে, যাতে তারা সহজে তাদের প্রাপ্য সু-বিধা ও অধিকার পেতে পারে।

বিশ্বের প্রথম নারী আইসব্রেকার ক্যাপ্টেন মারিনা স্তারাভয়তোভা

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিশ্বের প্রথম নারী হিসেবে পারমাণবিক শক্তিচালিত আইসব্রেকারের (বরফ-ভাঙা জাহাজ) ক্যাপ্টেন হলেন রাশিয়ার মারিনা স্তারাভয়তোভা। বুধবার রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় অপারেটর অ্যাটমফ্লোট এ তথ্য জানিয়েছে। এটি রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক করপোরেশন রোসাটমের অধীন। স্তারাভয়তোভা এখন ‘আইসব্রেকার ইয়ামাল’-এর ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব পালন করবেন। এর আগে তিনি সেখানে চিফ মেট হিসেবে কাজ করেছিলেন। ক্যাপ্টেনের ব্যাজ পরার পর স্তারাভয়তোভা বলেন, ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব হলো জাহাজ ও এর নাবিকদের দেখভাল করা।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার

MOHAMMED K RASHID M.D.

আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

এ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :

Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine

Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine

Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center

অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.

আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার
প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা

আমাদের সেবাসমূহ:
- শারীরিক চেকআপ
- টিএলসি টেস্ট
- DMV-ভিশন টেস্ট
- ডায়াবেটিস পরীক্ষা
- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
- হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
- হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- স্কুল ফর্ম পূরণ
- WIC ফর্ম
- PAP Smear পরীক্ষা
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট
- ড্রাগ টেস্ট
- ভ্যাক্সিন প্রদান

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com

Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

Doctors Office

Jackson Heights
64-17, Broadway
(bet. 64th & 65th st.)
Woodside, NY 11377
(subway E,F,R,N,V,G,7,)
Ph. 718-424-0309
718-424-0137

Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়

Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800
আমরা ৭ দিনই খোলা

অ্যাথলেটিক্সের রেকর্ড যেন অর্থহীন

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রতিবছর জাতীয় সিনিয়র, জুনিয়র ও সামার অ্যাথলেটিক্সের ঘরোয়া আসরে একাধিক রেকর্ড গড়ে চমক দেখান ক্রীড়াবিদরা। উল্লাস করেন, আনন্দে মেতে ওঠেন। সংবর্ধিত হন, পুরস্কার পান। কিন্তু আন্তর্জাতিক আসরে গিয়ে হতাশ করেন। একরাশ হতাশা নিয়ে ফিরে আসেন দেশে। এমন রেকর্ড গড়ে লাভ কী তাহলে। সদ্যসমাপ্ত জাতীয় সামার অ্যাথলেটিক্সে সাতটি নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন অ্যাথলেটরা। কেউ ১৪ বছর আগের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। কেউ আবার নিজের রেকর্ড নিজেই ভেঙেছেন। পুরুষদের ডিসকাস থ্রোয়ে ৪৬.৯৪ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আবদুল আলিম। ২০১০ সালে একই সংস্থার আজহারুল ইসলাম ৪৪.৯৮ মিটার দূরত্বে আগের রেকর্ডটি গড়েছিলেন। মেয়েদের শটপুটে সেনাবাহিনীর জান্নাত বেগম ১৩.৯১ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে নতুন জাতীয় রেকর্ড করেন। ১৩.৫২ মিটারের আগের রেকর্ডটি ছিল নৌবাহিনীর জাকিয়া আক্তারের।

মেয়েদের পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়ে স্বর্ণ জেতেন নৌবাহিনীর অ্যাথলেট রিংকি বিশ্বাস। তিনি সময় নেন ১৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড। ২০২৪ সালে এই ইভেন্টে আগের রেকর্ডটি ছিল একই সংস্থার শামসুন্নাহার রত্নার ১৮ মিনিট ৪৯.৩৮ সেকেন্ডের।

মেয়েদের তিন হাজার মিটার ইভেন্টে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন নৌবাহিনীর রিংকি বিশ্বাস। তিনি সময় নেন ১০ মিনিট ২৭.৬০ সেকেন্ড। ২০২১ সালে ১০ মিনিট ৪৩.৩০ সেকেন্ডে আগের রেকর্ডটি ছিল তার নিজেরই। মেয়েদের ট্রিপল জাম্প ইভেন্টে ১২.৪৯ মি. লাফিয়ে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়ে স্বর্ণপদক জেতেন সেনাবাহিনীর জান্নাতুল। ১২.৩৮ মিটারের আগের রেকর্ডটি ছিল সনিয়া আক্তারের। পুরুষদের পোলভল্ট ইভেন্টে ৪.৫১ মি. উচ্চতা অতিক্রম করে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন মো. সৌরভ মিয়া। আগের রেকর্ডটি গড়েছিলেন মো. শাওন মিয়া। অতিক্রম করছিলেন ৪.৫০ মিটার উচ্চতা। মেয়েদের ১০ হাজার মিটার দৌড়ে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন নৌবাহিনীর রিংকি বিশ্বাস। তিনি সময় নেন ৩৯ মিনিট ১৪.৭৩ সেকেন্ড। ২০২২ সালে ৪১ মিনিট ০৯.৩২ সেকেন্ডে করা আগের রেকর্ডটি ছিল পাপিয়া খাতুনের। ঘরোয়া আসরে রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ে যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়, আন্তর্জাতিক আসরে তা ম্রিয়মান। এই রেকর্ডগুলো গেমসের স্বর্ণজয়ীদের কাছে তেমন কিছুই নয়। যদিও সামার অ্যাথলেটিক্সে স্বর্ণজয়ী সবাই সাউথ এশিয়ান (এসএ) গেমসে পদক জিততে চান। এই টাইমিং বা মিটার দিয়ে সত্যিই কি এসএ গেমসে স্বর্ণ জেতা সম্ভব! অসম্ভব। সবশেষ নেপাল এসএ গেমসের স্বর্ণজয়ীদের দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট। পুরুষদের ডিসকাস থ্রোয়ে ৫৭.৮৮ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন ভারতের কিরপাল সিং। যেখানে আবদুল আলিম ১৪ বছর আগের রেকর্ড ভেঙে দেন ৪৬.৯৪ মিটার অতিক্রম করেই। এসএ গেমসে স্বর্ণজয়ীর চেয়ে তিনি পিছিয়ে রয়েছেন ১০.৯৪ মিটার। মেয়েদের শটপুটে সেনাবাহিনীর জান্নাত ১৩.৯১ মিটারে যে রেকর্ড

গড়েছেন তা এসএ গেমসে স্বর্ণজয়ী ভারতের আভা খাতুয়ার ১৫.৩২ মিটারের ধারেকাছেও নেই। জান্নাত পিছিয়ে আছেন ১.৪১ মিটার। ৫ হাজার মিটার দৌড়ে ১৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড সময় নিয়ে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন নৌবাহিনীর রিংকি বিশ্বাস। তিনি পিছিয়ে আছেন এসএ গেমসে শ্রীলংকার নিলানী রত্নায়েকের স্বর্ণজেতা টাইমিংয়ের (১৬ মিনিট ৫.১৮ সেকেন্ড) চেয়েও ২ মিনিট ১৫ সেকেন্ড। মেয়েদের ট্রিপল জাম্প ইভেন্টে জান্নাতুল ১২.৪৯ মিটার দূরত্বে লাফিয়ে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়লেও এসএ গেমসে স্বর্ণ জেতা শ্রীলংকার হাসিনি পাবোদার দূরত্ব ছিল ১৩.২১ মিটার। পার্থক্য .৭২ মিটারের। মেয়েদের ১০ হাজার মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ড গড়তে নৌবাহিনীর রিংকি বিশ্বাস সময় নেন ৩৯ মিনিট ১৪.৭৩ সেকেন্ড। এসএ গেমসে নেপালের সান্তোষী শ্রেষ্ঠা স্বর্ণপদক জিতেছেন ৩৫ মিনিট ০৭.৯৪ সেকেন্ডে। পার্থক্য ৪ মিনিট ০.৬ সেকেন্ডের। এই পার্থক্যগুলোই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে রেকর্ড গড়লেও দক্ষিণ এশীয় অ্যাথলেটদের তুলনায় কতটা পিছিয়ে আমাদের দেশের অ্যাথলেটিক্স।

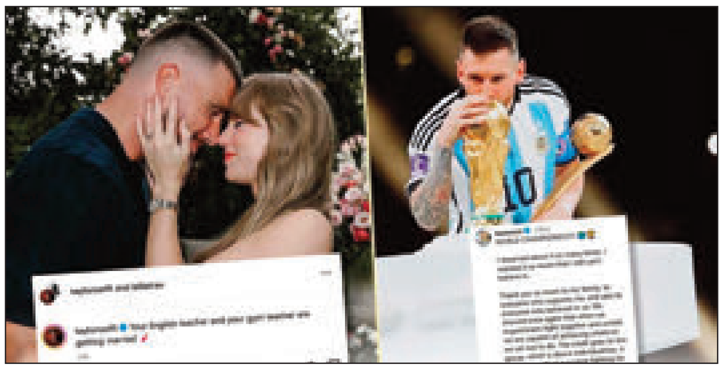

মেসির যেখানে ৪০ মিনিটে ১ কোটি, টেলর সুইফটের লাগল এক ঘণ্টার বেশি

স্পোর্টস ডেস্ক : গানের দুনিয়ায় টেলর সুইফটের একাধিক পরিচয়। গান গাওয়ার পাশাপাশি গান লেখেন। নারী সংগীতশিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ও জনপ্রিয়তা বিচারে সর্বকালের সেরা গায়িকাদেরও একজন। তবু একটি বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এই সংগীতশিল্পী লিওনেল মেসিকে পেছনে ফেলতে পারেননি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাগ্‌দানের ঘোষণা দেন টেলর সুইফট ও তাঁর প্রেমিক এনএফএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি কানসাস সিটি চিফসের খেলোয়াড় ট্র্যাভিস কেলসে। মুহূর্তের মধ্যে খবরটি ছড়িয়ে পড়ে দুনিয়াজুড়ে। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, বাগ্‌দানের খবর জানিয়ে এই পপ তারকার করা পোস্টটি 'লাইক'এর হিসাবে মেসির ২০২২ বিশ্বকাপ জয় নিয়ে করা পোস্টকে হয়তো ছাড়িয়ে যেতে পারে। তবে সেটা তোলা রইল সময়ের হাতে। আপাতত হিসাব বলছে, কাতার বিশ্বকাপ জয় নিয়ে মেসির সেই পোস্ট প্রকাশ হওয়ার পর প্রথম ৪০ মিনিটের মধ্যে এক কোটি 'লাইক' পেয়েছিল, আর বাগ্‌দানের খবর জানিয়ে টেলর সুইফটের করা পোস্টটির সমপরিমাণ লাইক পেতে সময় লেগেছে ১ ঘণ্টা ৩ মিনিট। ২০২২ বিশ্বকাপ ফাইনাল জয়ের পরদিন ১৯ ডিসেম্বর বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে তোলা ছবি এবং কিছু কথা ক্যাপশনে লিখে নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে পোস্ট করেন মেসি।

এখন মেসির সেই পোস্টে লাইকের সংখ্যা ৭ কোটি ৪৫ লাখের বেশি। টেলর সুইফটের বাগ্‌দানের খবর জানানোর পোস্টটি প্রথম তিন ঘণ্টায় পেয়েছে দেড় কোটি লাইক। পোস্টের ১৩ ঘণ্টা পর লাইকসংখ্যা ২ কোটি ৫৮ লাখের বেশি। দুই বছর প্রেমের পর বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সুইফট ও কেলসে। সুইফটের কনসার্টে গিয়েছেন মেসি। গত বছর অক্টোবরে স্ত্রী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জোকে নিয়ে মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে সুইফটের কনসার্ট উপভোগ করেন। ২০২৩ সালে সুইফট আর্জেন্টিনায় গিয়েছেন কনসার্ট করতে। কেলসেও সেখানে ছিলেন সুইফটের সঙ্গে, তবে দুজনের সম্পর্ক তখনো জানাজানি হয়নি। বুয়েনস এইরেসে দুজনে প্রথমবারের মতো সবার সামনে একে অপরকে চুমু খেয়েছিলেন।

কদর বাড়ছে দেশি আম্পায়ারদের

স্পোর্টস ডেস্ক : শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত ক্রিকেটবিশ্বের নামি আম্পায়ার। এলিট কোটায় টেস্টের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ওয়ানডে সিরিজে ম্যাচ পরিচালনা করেন দেশে দেশে। তাঁর গন্তব্য টেস্টখেলুড়ে দেশ। টি২০ ক্রিকেটের বিশ্বায়ন হওয়ায় গাজী সোহেল, মাসুদুর রহমান মুকুল, মোর্শেদুল ইসলাম, তানভীর ইসলামদেরও কাজের পরিধি বেড়েছে। মহাদেশীয় আন্তর্জাতিক টি২০ বাছাই লিগ ও টুর্নামেন্টের ম্যাচ পরিচালনার জন্য নিয়মিতই বিদেশে যেতে হচ্ছে তাদের। এ মুহূর্তে গাজী সোহেল আছেন দ্বীপদেশ জার্সিতে লিস্ট 'এ' ক্রিকেটের টুর্নামেন্টে। আইসিসি থেকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। এশিয়া কাপ টি২০ টুর্নামেন্ট শেষ করে ওমানে বিশ্বকাপ বাছাই লিগের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের চূড়ান্ত পর্বের টুর্নামেন্টে মুকুলকে নিয়োগ করেছে আইসিসি। এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ মহাদেশে টি২০ টুর্নামেন্টের পাশাপাশি ৫০ ওভারের ক্রিকেট ম্যাচেও নিয়োগ পাচ্ছেন দেশের চার আন্তর্জাতিক আম্পায়ার। বিদেশে আম্পায়ারিং করে অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি আর্থিকভাবেও লাভবান হচ্ছেন মুকুলরা।

বিশ্বকাপ থেকে ন্যূনতম ২০ লাখ টাকার উপার্জন একজন আন্তর্জাতিক আম্পায়ারের। ২০২১ সালে নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ থেকে মোটা সম্মানী পেয়েছেন সৈকত। ওই বিশ্বকাপে ছয়জন করে নারী ও পুরুষ আম্পায়ার নিয়োগ পেয়েছিল। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ভারত-শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের সব অফিসিয়াল থাকবেন নারী। সাথীরা জাকির জেসিকে বিশ্বকাপে নিয়োগ দিচ্ছে আইসিসি। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার ১৫ মাসেই বিরাট সাফল্য জাতীয় দলের সাবেক এ ক্রিকেটারের। নারী-পুরুষের সম্মানী সমান হওয়ায় বিশ্বকাপ থেকে ২০ লাখ টাকার বেশি আয় হতে পারে জেসির। টি২০ ক্রিকেটের আন্তর্জাতিক বাজারে গাজী, মুকুল, সুমন ও তানভিররা ম্যাচ ফি পান ডলারে। পূর্ণ সদস্য ও সহযোগী দেশ অনুসারে ৩০০ থেকে ৫০০ ডলার ম্যাচ ফি নির্ধারণ করলেও বাকি সুযোগ-সুবিধা মিলিয়ে মোটা অঙ্কের অর্থ নিয়েই দেশে ফিরতে পারেন আম্পায়াররা। এই বৈশ্বিক সুযোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখেন সৈকত, 'আইসিসির তালিকাভুক্ত দেশের টি২০ ম্যাচগুলো আন্তর্জাতিক। এই স্বীকৃতি দেওয়ায় মহাদেশীয় লিগ খেলা হয়। সেখানে ডেভেলপমেন্ট আম্পায়ারদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক আম্পায়ার নিয়োগ দেওয়া হয়। আমাদের আন্তর্জাতিক আম্পায়াররা বিভিন্ন মহাদেশের টুর্নামেন্টে দায়িত্ব পালন করছে। দেশের ক্রিকেট ও আম্পায়ারদের জন্য ইতিবাচক দিক এটি।'

১১ বছর পর বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডস

স্পোর্টস ডেস্ক : দীর্ঘ ১১ বছর পর আবারও বাংলাদেশে পা রাখল নেদারল্যান্ডস ক্রিকেট দল। বুধবার সকালে ঢাকায় পৌঁছায় তারা। সেখান থেকে দুপুরের ফ্লাইটেই সিলেটে চলে যাবে সফরকারীরা। সবশেষ ২০১৪ সালে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশে এসেছিল ডাচরা। তবে এবারই প্রথম কোনো দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলতে আসছে তারা। এর আগে ২০১২ সালে নেদারল্যান্ডসে গিয়ে দুই ম্যাচের একটি টিটোয়েন্টি সিরিজ খেলেছিল বাংলাদেশ। এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো বাংলাদেশ সফরে এলো নেদারল্যান্ডস। ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপে প্রথমবার বাংলাদেশে আসে তারা। এরপর ২০১৪ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সিলেট ও চট্টগ্রামে সাতটি ম্যাচ খেলে ডাচরা। আগামী শনিবার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে তিন ম্যাচের টিটোয়েন্টি সিরিজ। বাকি দুটি ম্যাচ হবে ১ ও ৩ সেপ্টেম্বর।

এদিকে আসন্ন সিরিজের জন্য নিজেদের স্কোয়াডে তিনটি পরিবর্তন এনেছে নেদারল্যান্ডস। ইনজুরির কারণে ছিটকে গেছেন রায়ান ক্লেইন ও ফ্রেড ক্লাসেন, ব্যক্তিগত কারণে সরে দাঁড়িয়েছেন সাকিব জুলফিকার। তাদের জায়গায় ডাক পেয়েছেন ১৭ বছর বয়সী ব্যাটার সেডরিক ডি ল্যাং, পেসার সেবাস্টিয়ান ব্র্যাট ও অলরাউন্ডার সিকান্দার জুলফিকার। অনূর্ধ্ব-১৯ স্তরে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর জাতীয় দলে সুযোগ পেলেন তরুণ সেডরিক। অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস বলেন, 'তরুণদের দলে সুযোগ করে দেওয়া সবসময়ই আনন্দের। সেডরিক সারা গ্রীষ্ম ধরে ধারাবাহিকভাবে নিজেকে প্রমাণ করেছে। জাতীয় দলে তার জায়গা পাওয়া সময়ের ব্যাপারই ছিল। সামনে তার লম্বা ক্যারিয়ার অপেক্ষা করছে।'

নেদারল্যান্ডস স্কোয়াড: স্কট এডওয়ার্ডস (অধিনায়ক), নোয়াহ ক্রোয়েস, ম্যাক্স ও'দাউদ, বিক্রমজিত সিং, তেজা নিদামানুরু, সিকান্দার জুলফিকার, সেডরিক ডি ল্যাং, কাইল ক্লেইন, আরিয়ান দত্ত, পল ফন মেকেরেন, শারিজ আহমেদ, বেন ফ্লেচার, ড্যানিয়েল ডোরাম, সেবাস্টিয়ান ব্র্যাট, টিম প্রিঙ্গেল।

এশিয়া কাপ খেলতে ভারত গেল বাংলাদেশ দল

স্পোর্টস ডেস্ক : নিরাপত্তা শঙ্কা দেখিয়ে পাকিস্তান সরে যাওয়ায় এএইচএফ মেনস হকি এশিয়া কাপে সুযোগ আসে বাংলাদেশের। আজ সকালেই আসরটিতে অংশ নিতে দেশ ছেড়েছে বাংলাদেশ হকি দল। আগামী ২৯ আগস্ট থেকে ভারতের বিহারের শুরু হবে টুর্নামেন্টটি। গত এপ্রিলে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত এএইচএফ কাপে তৃতীয় স্থান অর্জন করায় বাংলাদেশ সরাসরি এশিয়া কাপে খেলার যোগ্যতা পায়নি। তবে পাকিস্তানের না খেলার কারণে সুযোগ পায় লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। আগস্টে ১৪ দিনের প্রস্তুতি নিতে পেরেছে বাংলাদেশ। তবে অল্প অনুশীলনেও এশিয়া কাপে ভালো করার ব্যাপারে আশাবাদী প্রধান কোচ মশিউর রহমান বিপ্লব, 'ছেলেরা শেষ ১৪ দিনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে। নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী খেলতে পারলে অবশ্যই কিছু ভালো করতে পারবে।'

আগামী বুধবার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ দুই কোয়ার্টারের একটি প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলবে কাজাখস্তানের বিপক্ষে। এশিয়া কাপে লাল-সবুজের দল পড়েছে পুল 'বি'-তে। বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও চাইনিজ তাইপে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

উমরাহ সফরের আড়ালে রাজনৈতিক এজেন্ডা

আওয়ামী লীগকে ফেরাতে নীলনকশা

ঢাকা : দেশকে আবার অস্থির করে আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী শাসন ফেরাতে নতুন পরিকল্পনা করা হয়েছে শেখ হাসিনার সাথে মিলে ব্যাংকের তহবিল লুটের জন্য অভিযুক্ত, জনগণের টাকা পাচারকারী এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান সাইফুল আলম মাসুদের একাধিক বৈঠকে। এই উদ্দেশ্যে এস আলম সম্প্রতি দিল্লি গিয়ে পলাতক শেখ হাসিনার সাথে গোপন বৈঠক করে তাকে ২৫০০ কোটি টাকা হস্তান্তর করেছেন এবং আরো দুই হাজার কোটি টাকা দেয়ার আশ্বাস দিয়ে এসেছেন বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় ফেরানোর উদ্দেশ্যে।

উমরাহ সফরের আড়ালে রাজনৈতিক এজেন্ডা : গত ২ আগস্ট পবিত্র উমরাহ পালনকে সামনে রেখে আওয়ামী ফ্যাসিবাদের অন্যতম প্রধান দোসর সাইফুল আলম মাসুদ সিঙ্গাপুর থেকে একটি ফ্লাইটে সৌদি আরব যান। তার একদিন পর ৩ আগস্ট তিনি মক্কা ক্লক টাওয়ারের ফেয়ারমন্ট হোটেলে উঠেন। একটি বিশ্বস্ত সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, পবিত্র উমরাহ পালন করার দোহাই দিলেও সাইফুল আলম মাসুদের মক্কায় যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি সেখানে যান মূলত দেশ থেকে পালানো আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে। মক্কার ফেয়ারমন্ট হোটেলে বসে তিনি পলাতক আওয়ামী নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ওই সূত্রটির মাধ্যমে জানা গেছে যে, ফ্যাসিস্ট হাসিনার দোসর ও জনগণের অর্থ আত্মসাৎকারী হিসেবে চিহ্নিত সাইফুল আলম মাসুদ দেশ থেকে পাচারকৃত অর্থের বিনিময়ে মক্কায় একটি বিলাসবহুল হোটেল কেনার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথেও জরুরি মিটিং করেন। মক্কায় পলাতক আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে দেশবিরোধী বিভিন্ন পরিকল্পনা সাজানো শেষে ৪ আগস্ট এস আলম মদিনায় চলে যান এবং "ইলাফ আল তাকওয়া" হোটেলে উঠেন। সেখানে তিনি চট্টগ্রামের কিছু চিহ্নিত আওয়ামী ব্যবসায়ীর সাথে দেখা করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। দুই দিন সেখানে অবস্থান শেষে ৬ আগস্ট তিনি দুবাইতে চলে যান।

দুবাই হয়ে দিল্লিতে আগমন : আরব আমিরাতের দুবাইতে কোনো রকম বিলম্ব না করে ৬ আগস্ট বিশেষ ফ্লাইটে ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লিতে পৌঁছান এস আলম। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, দিল্লি সফরে তার সঙ্গী ছিলেন স্ত্রী ফারজানা পারভীনসহ তাদের ছোট ছেলে ও ইসলামী ব্যাংকের সাবেক একজন চেয়ারম্যান। দিল্লিতে নেমে তারা উঠেন ভারতের বিখ্যাত পাঁচ তারকা হোটেল দি ওবেরেই নিউ দিল্লিতে আর সেখান থেকে শুরু হয় এস আলমের এই সফরের মূল এজেন্ডা। এ সময় তার সাথে দেখা করেন পলাতক সাবেক মন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, জাহাঙ্গীর কবির নানক ও মোহাম্মদ আলী আরাফাতসহ অনেকে। মূলত দেশকে অস্থিতিশীল করতে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক আলোচনা হয় তাদের মধ্যে।

হাসিনার সাথে গোপন বৈঠক : এস আলমের দিল্লি সফরের সবচেয়ে বড় এজেন্ডা ছিল স্বয়ং শেখ হাসিনার সাথে গোপন মিটিং। ৮ আগস্ট দুপুরে হোটেলে এস আলম তার সব ফোন ও ইলেকট্রনিক ডিভাইজ রেখে একটি নম্বরপ্লেটহীন গাড়িতে রওনা করেন, আর পথে দুই-দুইবার পরিবর্তন করা হয় তাকে বহন করা গাড়ি। অবশেষে তাকে বহনকারী গাড়িটি পৌঁছায় Lutyens Bungalwo Zone-LBZ-এ অবস্থিত হাসিনার বাসভবনে। সেখানে এস আলম বেলা ১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা ২৭ মিনিট পর্যন্ত অবস্থান করেন। এই দীর্ঘ সময়ে শেখ হাসিনার সাথে একান্ত আলাপ হয় এস আলমের। প্রাপ্ত তথ্য মতে, এই সময়ে ভারতের বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠকে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়া শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করা ও ক্ষমতায় ফিরে আসতে তার দীর্ঘদীনের সহযোগী এস আলমের কাছে চার হাজার পাঁচশত কোটি টাকা চান এবং এস আলম এই পরিমাণ টাকা তাকে দিতে সম্মত হন। এই অর্থ নির্দিষ্ট কিছু খাতে ব্যয় করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যার মধ্যে রয়েছে- প্রথমত. ইন্ট্যারন্যাশনাল লবি ও বিভিন্ন দেশের পলিসি মেকারদের আওয়ামী লীগকে সহযোগিতা করার জন্য ম্যানেজ করা; দ্বিতীয়ত. আগামী নভেম্বর ও ডিসেম্বরে দেশজুড়ে নাশকতা সৃষ্টি করে এমন এক অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা, যাতে অন্তর্বর্তী সরকার বিদায় নিতে বাধ্য হয়; তৃতীয়ত. সরকারি আমলা, পুলিশ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কিনে ফেলা; চতুর্থত. আওয়ামী নেতাকর্মীদের জামিনের লক্ষ্যে খরচ করা এবং পঞ্চমত. এস আলমের সুগার রিফাইনারিসহ দেশব্যাপী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মাধ্যমে আন্দোলন সংগঠন করা। আর এ অর্থ গ্রহণ, বিতরণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য গঠিত তিনজনের কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্তরা হলেন, আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর কবির নানক, মোহাম্মদ আলী আরাফাত ও মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল।

পরবর্তী বৈঠক ও কার্যক্রম : শেখ হাসিনার অবস্থানস্থল থেকে ফিরে এসে এস আলম তার হোটেল দি ওবেরেই, নিউ দিল্লিতে উঠেন। ৮ ও ৯ আগস্ট টানা দুই দিন তিনি ওই হোটেলে অবস্থান করে ভারতে পালিয়ে থাকা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে সিরিজ মিটিং করেন। এরপর ১০ আগস্ট এস আলম ফের শেখ হাসিনার সাথে দেখা করতে তার বাসভবনে যান। সেদিন এস আলম বেলা ৩টা থেকে প্রায় রাত ১১টা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এই মিটিংয়ে শেখ হাসিনাকে এস আলম আড়াই হাজার কোটি টাকা প্রদান করেন। এই টাকা এস আলম তার আদানি গ্রুপে থাকা তিন বিলিয়ন ডলারের ইনভেস্টমেন্ট থেকে উঠিয়ে দেন। এর বাইরে বাকি দুই হাজার কোটি টাকা নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। পরদিন অর্থাৎ ১১ আগস্ট এস আলম নয়াদিল্লি থেকে বিমানে মুম্বাইতে যান এবং সেখানে অবস্থিত Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital and Medical Research Institute হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। ১৫ আগস্ট স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে তিনি দিল্লিতে ফিরে আসেন। এরপর ১৬ আগস্ট শেষবারের মতো শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং দেশবিরোধী বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করেন। সবশেষে ১৭ আগস্ট দিল্লি সফর শেষ করে এস আলম সিঙ্গাপুরে ফিরে যান।

এ দিকে এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান সাইফুল আলম মাসুদের এই সফর ও শেখ হাসিনার সাথে একাধিক গোপন বৈঠক দেশকে আবার রাজনৈতিক সঙ্কটের দিকে ঠেলে দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিপুল অঙ্কের অর্থ লেনদেন এবং অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের জন্য ভয়াবহ হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ লুণ্ঠন করে বিদেশে পাচার এবং তা আবার দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়, বরং জাতীয় নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সরাসরি হুমকি। এই বিষয়ে দেশবাসীর সতর্ক দৃষ্টি ও সচেতনতা এখন অতীব জরুরি এবং একই সাথে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উচিত এই ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যাতে কেউ দেশকে অস্থিতিশীল করার সুযোগ না পায়।

এক নজরে এস আলমের সফরসূচি : * ২ আগস্ট ২০২৫-সৌদি আরব (মক্কা) * উমরাহ পালনের অজুহাতে যাত্রা * মক্কা ক্লক টাওয়ারে অবস্থান * পলাতক আওয়ামী নেতাদের সাথে বৈঠক * পাচারকৃত অর্থ দিয়ে হোটেল কেনার পরিকল্পনা। ৪-৫ আগস্ট ২০২৫-মদিনা : * Elaf Al Taqwa হোটেলে ওঠা * চট্টগ্রামের আওয়ামী ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা * দেশবিরোধী পরিকল্পনা। ৬ আগস্ট ২০২৫-দুবাই-দিল্লি : * দুবাই থেকে বিশেষ ফ্লাইটে দিল্লি আগমন * সফরসঙ্গী: স্ত্রী, সন্তান ও ইসলামী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান আহসানুল আলম * এওযব ঙনবৎড়র, ঘবি উবষযর হোটেলে ওঠা। * আওয়ামী নেতাদের (নওফেল, নানক, আরাফাত) সাথে বৈঠক। ৮ আগস্ট ২০২৫-দিল্লি, লুটিয়েন্স বাঙলো জোন : * শেখ হাসিনার সাথে ৫ ঘণ্টার দীর্ঘ বৈঠক * ৪,৫০০ কোটি টাকা দেয়ার অঙ্গীকার। * অর্থ ব্যয়ের খাত: ১. আন্তর্জাতিক লবিং। ২. দেশে অরাজকতা সৃষ্টি। ৩. প্রশাসন/পুলিশ কেনা। ৪. জামিন খরচ। ৫. শ্রমিক নেটওয়ার্কে আন্দোলন। ১০ আগস্ট ২০২৫-শেখ হাসিনার বাসভবন : * দ্বিতীয় দফায় বৈঠক * ২,৫০০ কোটি টাকা সরবরাহ * বাকি ২,০০০ কোটি নভেম্বর মাসে দেয়ার প্রতিশ্রুতি। ১১-১৫ আগস্ট ২০২৫-মুম্বাই : * Kokilaben Ambani Hospital-এ স্বাস্থ্য পরীক্ষা। ১৬ আগস্ট ২০২৫-দিল্লি : * শেখ হাসিনার সাথে শেষ বৈঠক * নতুন করে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার পরিকল্পনা। ১৭ আগস্ট ২০২৫-সিঙ্গাপুর প্রত্যাবর্তন : * সফর সমাপ্তি * বিপুল অঙ্কের অর্থ লেনদেন ও ষড়যন্ত্র নিশ্চিত।

বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তাদের মিলনমেলা

(শেষ পাতার পর)

ও সদস্যবৃন্দ এবং তাদের পরিবার সহ প্রায় আড়াই শতাধিক অতিথির সরব উপস্থিতিতে সুন্দর ও সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয় মিলনমেলা। ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সোসাইটির একাধিক প্রতিষ্ঠাতা সদস ্যও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সোসাইটির প্রাক্তন আর বর্তমান কমিটির সদস ্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সত্যিকারের মিলন মেলায় পরিণত হয়। অনুষ্ঠানে সোসাইটির কর্মকর্তারা অনেক দিন পর একে অপরকে দেখে, কাছে পেয়ে আবেগে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। অনুষ্ঠানে বক্তারা সম্মিলিতভাবে সোসাইটিকে আরো শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং সোসাইটির ভবন তথা কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠার জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন। পাশাপাশি বিদেশ বিভূঁইয়ে সোসাইটির সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা ও পরিবার-পরিজনদের মধ্যকার সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির উপর গুরুত্বারাপ করেন। ব ্যতিক্রমধর্মী এই অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে ছিলো না কোন আসন। রোববার সন্ধ ্যা ঠিক ৭টায় পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মধ ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। তেলাওয়াত করেন সোসাইটির সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী এবং গীতা পাঠ করেন সোসাইটির সাবেক সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা মনিকা রায়। এরপর বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন সোসাইটির নিজস্ব শিল্পীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মিলন মেলা আয়োজক কমিটির কনভেনর ও সোসাইটির সাবেক সভাপতি ডা. ওয়াদুদ ভূইয়া ডিডিএস। এরপর মিলন মেলা আয়োজক কমিটির বিভিন্ন কমিটি, সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ড সদস ্য ও নির্বাচন কমিশনের সদস ্যদেরকে অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। সোসাইটির বর্তমান কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী।

অনুষ্ঠানে সোসাইটির সাবেক সভাপতি ডা. এম বিল্লাহ ডিডিএস, ডা. মোহাম্মদ হামিদুজ্জামান, মোহাম্মদ আক্তার হোসেন, নার্গিস আহমেদ, আজমল হোসেন কুনু ও মোহাম্মদ আব্দুর রব মিয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক হামিদ রেজা খান, একে এম ফাজলে রাব্বী ও রানা ফেরদৌস চৌধুরী, বর্তমান সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট এট লার্জ 'প্রবাস বন্ধু' এটনী মঈন চৌধুরী, ডা. ফারুক আজম প্রমুখ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। যৌথভাবে সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোসাইটির সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক কর্মকর্তা মোহাম্মদ জামান তপন। মঞ্চ পরিকল্পনায় ছিলেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ কে এম ফজলে রাব্বি।

সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তাদের মিলন মেলা উপলক্ষ্যে 'অনুরণন' শীর্ষক স্বরণিকা প্রকাশ করা হয়। ফিতা কেটে এর মোড়ক উন্মোচন করেন মেলার কনভেনর ডা. ওয়াদুদ ভূইয়া। এসময় প্রচার ও প্রকাশনা কমিটির চেয়ারম ্যান ও 'অনুরণন' সম্পাদক শেখ সিরাজুল ইসলাম ও তার সম্পাদনা পরিষদের সদস ্যরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ ্য, স্বরণিকাটিতে ১৯৭৫ সাল থেকে বর্তমান কমিটি পর্যন্ত সকল কর্মকর্তা, নির্বাচন কমিশন, আগত সকল অতিথিকে ধন ্যবাদ জানানো হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে সোসাইটির সাবেক ৪ সাংস্কৃতিক সম্পাদক যথাক্রমে চমন আরা বেগম, স্বপ্না কাওসার, মনিকা রায় ও ডা. শাহনাজ লিপি, নাট ্য সম্পাদক শেখ সিরাজ এবং আমন্ত্রিত শিল্পী রুনা রায় সম্মিলিতভাবে জাতীয় সংগীত ও ডি এল রায়ের লেখা 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা' গানটি পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে একক সংগীত পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ থেকে আগত সংগীত শিল্পী লীনা তাপসী। তিনি একে একে ৪টি গান পরিবেশন করেন। যন্ত্র সংগীতে ছিলেন মাসুদুর রহমান (কী বোর্ড) ও খুশবু আলম (তবলা)। সব শেষে ছিলো নৈশভোজ। মধ ্যরাত অবধি অনুষ্ঠান চলে।

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্সি
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
Emirates
সৌদি আরবে ১০ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা
INDIAN VISA
ওমরাহ প্যাকেজ
ওমরাহ ভিসা
হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
মোয়াল্লেম
আমরাই দিচ্ছি
সবচেয়ে কম দামে
Emirates
KUWAIT AIRWAYS
SAUDIA
QATAR
TURKISH AIRLINES
718-721-2012
IATA
Approved
আমরা বিশ্বের যে কোন দেশের ভিসা প্রসেস করি।
নজরুল ইসলাম
সিইও, ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
Cell: 917-459-7181
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
Digital Travel Astoria
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
2578, 31st Street, Astoria, NY 11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station
Cell: 917-459-7181
website: www.digitaltraveltour.com
We are on Facebook

GOLDEN AGE
HOME CARE
PRESENTS
39th FOBANA CONVENTION
FOBANA
CONVENTION
NIAGARA FALLS 2025
STALL AVAILABLE FOR BOOKING
HOST: SONIA
HALAL BANGLADESHI FOOD AVAILABLE
AUGUST 29, 30 & 31, 2025
NO ENTRY FEE
VENUE: SHERATON NIAGARA FALLS, NY, USA FOR HOTEL BOOKING: 716-478-6927
FOR MORE INFO & STALL BOOKING: ABU ZUBAIR DARA, 347-405-1093
• Chief Guest: Dr. Solimullah khan
Prominent Scholar
• Special Guest: Golam Mortuza
Press Minister Bangladesh Embassy Washington D.C.
• Special Guest: Dr Badrul Khan
Founder of Modern E-learning
INVITED BY
Shah Nawaz MBA
Chairman
646-591-8396
Kazi Sakawat Hossain Azam
Convener, 917-783-8138
Mainul Chowdhury Helal
Member Secretary
860-938-6718
Dr. Masudur Rahman
Chairman
Convening Committee
Muhammed Hussein Khan
Chief Adviser
Convening Committee
Ali Imam
Chairman of All Supervisor
EZAZ AKTER TOUFIQ
Chief Co-Ordinator
Fobana Convention 2025
Giash Ahmed
Chairman Admin
Convening Committee
ORGANIZED BY:
FEDERATION OF BANGLADESHI ASSOCIATIONS IN NORTH AMERICA
MEDIA PARTNER:
আজকাল
ইনকিলাব
নবযুগ
EVENT MANAGED BY:
Galaxy media

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
WE HAVE MOST PROMINENT
MLTC CONTACT
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
CALL US NOW:
718-516-3425
A CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suit C
Ozone Park, NY 11416

নিউইয়র্কে সেনা মোতায়েনের প্রয়োজন নেই : গভর্নর হোকুল

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটিতে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনের কোনো প্রয়োজন নেই বলে প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন স্টেটের গভর্নর ক্যাথি হোকুল। সম্প্রতি ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপে এ অবস্থান ব্যক্ত করেন তিনি। অন্যদিকে অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডির সঙ্গে বৈঠক করে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট-এনওয়াইপিডি কমিশনার জেসিকা টিশ জানান, সিটির অপরাধ নিয়ন্ত্রণে তার বাহিনীই যথেষ্ট; ন্যাশনাল গার্ডের কোনো প্রয়োজন নেই। ওয়াশিংটন ডিসির অপরাধ নিয়ন্ত্রণে প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে কাজ করছেন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যরা। ডিসির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় তাদের টহল দিতে দেখা যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানান, তার পরবর্তী লক্ষ্য শিকাগো ও নিউইয়র্ক সিটির অপরাধ নিয়ন্ত্রণ। এ লক্ষ্যে এই দুটি সিটিতেও ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনের কথা ভাবছেন তিনি।

প্রেসিডেন্টের এ বক্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন নিউইয়র্কের জনপ্রতিনিধিরা।তারা মনে করছেন, ডেমোক্র্যাট নিয়ন্ত্রিত সিটিগুলোকে ইচ্ছা করেই টার্গেট করছেন ট্রাম্প। যদিও এ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করেন, ডেমোক্র্যাটরাই দেশের ২৫টি শীর্ষ অপরাধপ্রবণ শহর পরিচালনা করছেন। নিউইয়র্কের বিষয়ে চলতি সপ্তাহের শুরুতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে টেলিফোন করে নিজের আপত্তির কথা জানান গভর্নর ক্যাথি হোকুল। গভর্নর মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান। যদিও এ বিষয়ে সমালোচকরা বলছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আগেই সিটিতে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করে রেখেছেন গর্ভনর। গত বছরের মার্চে নিউইয়র্ক সিটির সাবওয়ের নিরাপত্তায় ৭৫০ জন ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করেন হোকুল।

বন্ডির সঙ্গে টিশের বৈঠক

ম্যানহাটনে এনওয়াইপিডি সদরদপ্তরে সোমবার অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডির সঙ্গে একান্তে ৩০ মিনিট বৈঠক করেন কমিশনার জেসিকা টিশ। সম্প্রতি সিটির অপরাধ কমে আসার পরিসংখ্যান তুলে ধরে কমিশনার টিশ জানান, সিটির অপরাধ দমনে এনওয়াইপিডি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে। অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন কমিশনার।

নিউইয়র্কে ১১,২৫৩ ভাড়াটিয়াকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ

(শেষ পাতার পর)

মধ্যে সর্বোচ্চ বলে খবর বেরিয়েছে। কেবলমাত্র বছরের প্রথম সাড়ে ৭মাসে নিউইয়র্ক সিটি মার্শাল ১১,২৪৩ ভাড়াটিয়াকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছে বাড়ির মালিকদের অভিযোগের ভিত্তিতে। অনলাইন সংবাদপত্র গথামিস্ট বলছে এ বছর ১ জানুয়ারি থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে ১৫০০ ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। ২০১৮ সালের পর অন্য কোনো বছরে এমন ঘটনা ঘটেনি। ২০১৮ সালে প্রতি মাসে গড়ে ১৬৬৬ জনকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। হাউজিং পলিসি বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বিপুল সংখ্যক স্বল্প ও মধ্য আয়ের পরিবার আর্থিক সংকটে ভুগছে। গথামিস্ট বলছে, এই খবরটি এমন সময় প্রকাশিত হলো যখন আসন্ন নির্বাচনে প্রতিটি মেয়র প্রার্থী, যেমন বর্তমান মেয়র এরিক এডামসসহ জোহরান মামদানি, এ্যান্ড্রু কোমো, কার্টিস সিলওয়া এবং জিম ওয়ালডেন হাউজিং সেক্টরকে আরো সহজলভ্য (এফোর্ডেবল) করার কথা বলছেন। উল্লেখ্য ২০২০ সালের মার্চে কোভিড ১৯ শুরুর প্রাক্কালেই নিউইয়র্ক স্টেটের গভর্নর ও আইন প্রণেতারা উচ্ছেদ সম্পুর্ন বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ২০২২ সাল থেকে নিউইয়র্ক সিটির পাঁচ বরোতেই উচ্ছেদ বাড়তে থাকে। ২০২১ সাল থেকে শুরু করে বাড়ির মালিকরা ৪৯৭,০০০ উচ্ছেদ মামলা করেন।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী ৬ সেপ্টেম্বর

(শেষ পাতার পর)

চাঁদ দেখা যায়নি। ফলে পবিত্র সফর মাস ৩০ দিন পূর্ণ করে পবিত্র রবিউল আউয়াল মাস গণনা করা হবে। সে হিসাবে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২ রবিউল আউয়াল পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালিত হবে। আল্লাহর প্রিয় হাবিব নবী ও রসুল হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মদিন উপলক্ষে দিনটি বিশ্বব্যাপী পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালিত হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৪ আগস্ট সন্ধ্যায় বায়তুল মোকাররম সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এ কে এম আফতাব হোসেন প্রামাণিক। এ ছাড়া সভায় চাঁদ দেখা-সংক্রান্ত নীতিমালার একটি খসড়া উপস্থাপন করা হলে তা পর্যালোচনার জন্য ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর

(শেষ পাতার পর)

পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। তিনি গত ২০ আগস্ট নতুন পদ গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেছে। গত জুনে মেজর জেনারেল এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতির জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মনোনীত কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন শরিফুল খান। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ১৫ জন সামরিক কর্মকর্তাকে মেজর জেনারেল পদে এবং ৫৫ জন সামরিক কর্মকর্তাকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতির জন্য মনোনীত করেছেন ট্রাম্প। মার্কিন বিমান বাহিনীর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শরিফুল খান পেন্টাগনে গুরুত্বপূর্ণ 'গোল্ডেন ডোম ফর আমেরিকা'র স্টাফ ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এই ভূমিকায় তিনি 'গোল্ডেন ডোম'- সংশ্লিষ্ট সব উদ্যোগের জন্য কৌশল, নীতি, পরিকল্পনা, অবস্থান এবং ক্রস-ফাংশনাল বিষয়গুলো সমন্বয় করেন।

জানা গেছে, ক্ষেপণাস্ত্র হামলা থেকে দেশকে বাঁচাতে আয়রন ডোমের চেয়ে শক্তিশালী সর্বাধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলছে যুক্তরাষ্ট্র। কোনো আক্রমণই যেন আমেরিকার মাটিতে আছড়ে না পড়ে, সেটি মাথায় রেখে 'গোল্ডেন ডোম' বানানো হচ্ছে। গত ২০ মে এই 'গোল্ডেন ডোম' ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কাজ এগিয়ে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটিরই বাস্তবায়নের দায়িত্ব পড়েছে শরিফুল খানের ওপর। বিমান বাহিনীর তথ্য অনুসারে, শরিফুল ১৯৯৭ সালে ইউনাইটেড স্টেটস এয়ার ফোর্স একাডেমি থেকে কমিশন অর্জন করেন। তিনি স্পেস কন্ট্রোল, স্পেস সিস্টেম, লঞ্চ এবং ন্যাশনাল রিকনেসান্স অফিসের সঙ্গে স্যাটেলাইট অপারেটর হিসেবে অপারেশনাল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। ২০০১ সালে তিনি কুয়েতের আলী আল সালেম এয়ার বেসে নিযুক্ত হন এবং ২০০৭ সালে তাকে আবার সেখানে পাঠানো হয়। তিনি 'অপারেশন সাইলেন্ট সেন্ট্রি'র জন্য ডিপ্লয়মেন্ট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ - জিন্দাবাদ

শহীদ জিয়া - অমর হোক

বাংলাদেশ জাতীয়তবাদী দল বিএনপি'র

৪৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে

আলোচনা সভা

স্থানঃ নবান্ন রেষ্টুরেন্ট পার্টি হল
৩৭-২২-৭৩ স্টীট, জেকসন হাইটস

তারিখঃ ১লা সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার
সময়ঃ সন্ধ্যা ৮:০০ ঘটিকা

প্রধান অতিথি : আব্দুল লতিফ সম্রাট, সদস্য, কেন্দ্রীয় বিএনপি, সাবেক সভাপতি, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি

প্রধান বক্তা : গিয়াস আহমেদ, সদস্য, কেন্দ্রীয় বিএনপি, সাবেক সিঃ সহ-সভাপতি, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি

বিশেষ অতিথি : মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি।

বিশেষ অতিথি : আলহাজ্ব বাবর উদ্দিন, সভাপতি, যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযোদ্ধা দল।

বিশেষ অতিথি : যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি এবং সকল অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ

উক্ত আলোচনা সভায় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সবাই আমন্ত্রীত

অনুরোধক্রমে

এম.এ. বাতিন
সাবেক যুক্তরাষ্ট্র যুবদল নেতা
সাবেক সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক, কেন্দ্রীয় যুবদল।
6466675487

মাজহারুল ইসলাম জনি
সাবেক সাধারণ সম্পাদক, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রদল।
9177754493

সহযোগীতায়ঃ

আতাউর রহমান আতা, ফারুক হোসেন মজুমদার, দেলওয়ার হোসেন শিপন, হাছান মাহমুদ, ওয়েছ আহমদ, আব্দুল মজিদ, এনায়েত খান, সজীব চৌধুরী ফয়ছল, শাহাদাত হোসেন রাজু, মেহরাব রাজা চৌধুরী, জাকারিয়া অপু, আব্দুল মাজেদ দীপু, জাবেদ উদ্দিন, শামীম আহমেদ, নাজিম চৌধুরী রিংকু, হোসেন আহমেদ, এমদাদ তরফদার, মুজিবুর রহমান স্বপন, মোঃ সোহেল, মোঃ রিপন, মোঃ মান্নান, তারেক আহমদ, ফয়ছল আহমেদ, শাহরুফ ইসলাম ফারহান, জাহেদ হাছান সুমন খাঁ, মোঃ নাইম, ছাদিকুর রহমান, রাজ ইসলাম, সেলিম উদ্দিন, মোঃ দোলন।

আয়োজনেঃ যুক্তরাষ্ট্র যুবদল ও ছাত্রদলের সাবেক নেতৃবৃন্দ

জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশনের বার্ষিক পিকনিক

(শেষ পাতার পর)

অব আমেরিকা (JAAA)-এর উদ্যোগে গত ২৪ আগস্ট ভ্যালি স্ট্রিম স্টেট পার্কে অনুষ্ঠিত হলো বহু প্রতীক্ষিত বার্ষিক পিকনিক। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জমজমাট এই আয়োজনে প্রাক্তন শিক্ষার্থী, পরিবার-পরিজন ও নতুন প্রজন্ম মিলেমিশে-কাটাল এক রঙিন দিন। দিনের শুরুতে সকাল ৯টায় এলামনাইদের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে আয়োজনের সূচনা হয়। সকাল ৯:৩০ থেকে ১১টা পর্যন্ত পরিবেশন করা হয় প্রান্তিকের সকালের নাস্তা, যা উপস্থিত অতিথিদের মুখর করে তোলে। এরপরেই চলে আসে দিনের অন্যতম আকর্ষণ-অয়নের প্রস্তুতকৃত চিকেন বার-বিকিউ, যার সাথে ছিল নবনীর হাতের আম ভর্তা ও আশুতোষ দার স্পনসরকৃত তরমুজ। পিকনিকে খাবারের পাশাপাশি ছিল নানা ধরণের বিনোদন ও আড্ডার আযোজন। দুপুরে সুব্রত দার তত্বাবধানে পরিবেশিত হয় কাঠের চুলায় রান্না করা খাসির মাংস, শিল্পী বৌদির বিশেষ চাটনি এবং বটতলার আযোজনের পূর্ণ খাবার। খাওয়া-দাওয়ার বিরতিতে শামীমের আয়োজনে চৌরঙ্গী স্পটে অনুষ্ঠিত হয় ফটোসেশন।

শিশু ও তরুণ প্রজন্মের জন্য দুপুরে দিল খেলাধুলা ও মনির ভাইয়ের স্পনসরকৃত বিশেষ শো। বিকেলে ছিল আড্ডা, গান, গল্প, নাচ এবং বিভিন্ন রকমের খেলা। এছাড়াও পরিবেশন করা হয়েছিল শ্যামলীবৌদি ও উর্মি ভাবীর বিশেষ চা। এই পরিবেশনার পর অনু-ষ্ঠিত হয় রঙিন রাফেল ড্র, যেখানে ছিল ১৫টি আকর্ষণীয় পুরস্কার।

আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক নাসির উদ্দিন ভূঁইয়া ও সদস্য সচিব প্রশান্ত মল্লিক অয়ন জানান, “JAAA-এর পিকনিক শুধু আনন্দের আয়োজন নয়, এটি প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় করে এবং নতুন প্রজন্মকে আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।”

প্রেসিডেন্ট শামীমআরা বেগম ও সাধারণ সম্পাদক তামান্না শবনম পাপড়ি বলেন, ‘প্রতিবারের মতো এবারও সবার মিলিত প্রচেষ্টায় একটি সফল ও আনন্দঘন আযোজন সম্ভব হয়েছে।”

পিকনিকে ইজিনিয়ার মাহফুজুল হক কুইন্স সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার সেন্টারের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের সফলতার জন্য সহযোগিতা করেন।

দিনশেষে উপস্থিত সবার মুখে ছিল তৃপ্তি আর আনন্দের হাসি। JAAA-এর এই পিকনিক প্রমাণ করল, বিদেশের মাটিতেও শিকড়কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এমন মিলনমেলা কতটা জরুরি।

ইউএসবিসিসিআই বিজনেস এক্সপো ২১ ও ২২ নভেম্বর

(শেষ পাতার পর)

বিজনেস এক্সপো ও গ্লোবাল এসএমই ফেয়ার আগামী ২১ ও ২২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির নেতৃবৃন্দ মিট দ্য প্রেসের আয়োজন করেন জ্যামাইকার গ্রেটার নেক্সাস কার্যালয়ে। মিট দ্য প্রেসে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট লিটল আহমেদ এবং ডিরেক্টর শেখ ফরহাদ, ডিরেক্টর ইসমাইল আহমেদ, ডিরেক্টর বদরুদ্দোজা সাগর এবং ডিরেক্টর সিপিএ আহাদ আলী। শুরুতেই লিখিত বক্তব্যে শেখ ফরহাদ বলেন, নিউইয়র্কের হিলটন লাগোয়ার্ডিয়া এয়ারপোর্ট হোটেলে এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের ৫০টিরও বেশি প্রদর্শক থাকবে। এর মধ্যে অন্যতম প্রবাসী উদ্যোক্তা, এসএমই বা স্মল এন্ড মেডিয়ান এন্টারপ্রাইজ ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, সরকারী কর্মকর্তা, বাণিজ্য সংস্থা ও নীতিনির্ধারকগণ।

শেখ ফরহাদ জানান, এই বিজনেস এক্সপোতে বিজনেস টু বিজনেস অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সরাসরি কথা বলা ও অংশীদারত্বের সুযোগ থাকবে। এক্সপোতে থাকবে বিজনেস সেমিনার, প্যানেল আলোচনা, ডায়াসপোরা নেটওয়ার্কিং, বাংলাদেশ ও আমেরিকার সরকারি প্রতিনিধি, ব্যবসায়িক সংস্থার মধ্যে মতবিনিময় ছাড়াও বিগত দিনের পারফর্মেন্স পর্যালোচনা সাপেক্ষে গ্লোবাল বিজনেস এক্সিলেন্স এওয়ার্ড সহ উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। তিনি জানান, এই এক্সপোতে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ তৈরি করবে। একই সাথে প্রবাসী উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি হস্তান্তর, নতুন বিনিয়োগ ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ককে আরো গতিশীল করবে।

লিটন আহমেদ তার বক্তব্যে বলেন, আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সাথে যোগসূত্র তৈরি করে দেয়া যাতে তারা তাদের ব্যবসাকে বিস্তৃত করতে পারেন। তাদের ব্যবসা বিস্তৃত হলে বাংলাদেশই লাভবান হবে। তিনি বলেন, ইউএসএআইডি বাংলাদেশে অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়ায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের পাশে আমরা দাঁড়াচ্ছি। লিটন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশে রেমিটেন্স বাড়ানোর মূল উৎস হলো এখানকার ক্ষুদ্র

বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীদের ব্যবসার সাফল্য। তাদের ব্যবসা ভাল হলে রেমিটেন্স বাড়বে। তিনি নিউইয়র্কের ব্যবসায়ীদের দ্রুত উন্নতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে তাদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, যেসব নতুন উদ্যোক্তা বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানি করতে আগ্রহী, তাদের উক্ত এক্সপোতে আসার আগাম আমন্ত্রণ জানান।

ডিরেক্টর ইসমাইল আহমেদ বলেন, নিউইয়র্কে ব্যবসার অবারিত সুযোগ রয়েছে। আমরা অনেকেই জানি না সেই সুযোগ কিভাবে গ্রহণ করতে হবে। বিজনেস এক্সপোতে সেই সুযোগ থাকবে। সিপিএ ও ডিরেক্টর আহাদ আলী বলেন, এক্সপোতে আমরা ইনভেস্টর ভিসা বা ইবি ভিসা কিভাবে পাওয়া যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেব।

ডিরেক্টর বদরুদ্দোজা সাগর বলেন, আমরা এমনভাবে আয়োজন করছি যাতে এক্সপো থেকে সকলে কিছু না কিছু অর্জন করতে পারেন। তিনি বলেন, রিভার আমাদের চতুর্থবারের মত সাপোর্ট করছে।

ডিরেক্টর শেখ ফরহাদ বলেন, আমরা কোনো ব্রোকারের মাধ্যমে কিছু করতে চাই না। আমরা চাই ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা সরাসরি তাদের কাউন্টারপার্টের সাথে যোগাযোগ করুক।

লিটন আহমেদ বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য হলো ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ শ্লোগান প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি আরো জানান ইউএসবিসিসিআই ২০১৮ সাল থেকে কাজ করছে। আমরা এখন প্রতি সপ্তাহে ব্যবসায়ীদেন কাছে প্রায় এক লক্ষ ইমেইল পাঠাই বিভিন্ন তথ্য দিয়ে।

আটলান্টা ফোবানা সম্মেলন

(শেষ পাতার পর)

আটলান্টা শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই সম্মেলন। আটলান্টার সংগঠন ‘বাংলা ধারা’ এবারের ফোবানা সম্মেলনের আয়োজক সংগঠনের দায়িত্ব পালন করছে। আয়োজকরা জানিয়েছেন এবারের সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৭ থেকে ৮ হাজার অংশগ্রহণকারী উপস্থিত থাকবেন। এবারের ফোবানা সম্মেলনের স্থান আটলান্টার গ্যাস সাউথ কনভেনশন সেন্টার এবং সম্মেলনের অফি-সিয়াল হোটেল আটলান্টার হোটেল ওয়েস্টিন।

আমন্ত্রিত শিল্পী এবং অতিথিরা ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছেন আটলান্টায়। এবারের সম্মেলনে প্রায় ৮ হাজার প্রবাসী বাঙালির মিলনমেলা হবে বলে আশা করা হয়েছে। সম্মেলনের অফিসিয়াল হোটেল ওয়েস্টিনসহ ডুলুথ ও গ্যাস সাউথ কনভেনশন সেন্টার এলাকার আশপাশের বেশিরভাগ হোটেল ইতোমধ্যেই বুকিং শেষ হয়ে গেছে। ফলে এবারের ফোবানা সম্মেলনের আসর ঘিরে প্রবাসী বাঙালিরা মেতে উঠেছেন এক অনন্য উৎসবের আবহে। এবারের সম্মেলনের মূল শ্লোগান ‘প্রবাস প্রজন্মের মনোনিবেশ, বিশ্বায়নে বাংলাদেশ। উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশীদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক বাড়ানো, মূলধ-ারায় সম্পৃক্ততা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশিদের অবস্থান শক্তিশালী করাই এবারের সম্মেলন আয়োজনের মূল লক্ষ্য। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে সৌহার্দ্য বাড়িয়ে তোলা, নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশের জীবন, শিল্পড়সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এই সম্মেলন আয়োজনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

এবারের ফোবানা এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারপারসন হিসেবে আছেন লস এঞ্জেলেসের মাসুদ রব চৌধুরী এবং এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি হিসেবে আছেন নিউইয়র্কের আবীর আলমগীর। এছাড়াও আটলান্টার আয়োজক কমি-টির কনভেনর নাহিদুল খান সাহেল, মেম্বার সেক্রেটারি মাহবুবুর ভুঁইয়া, হোস্ট প্রেসিডেন্ট ডিউক খান, চীফ কোড় অর্ডিনেটর দিলু মওলা এবং কোড়কনভেনর কাজী নাহিদ সম্মেলন আয়োজনের মূল দায়িত্বগুলি পালন করছেন।

উত্তর আমেরিকার ২৪টি শহর থেকে সর্বমোট ৭৪টি সংগঠন এবং সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করছেন এবারের সম্মেলনে। নানান আয়োজনে অনুষ্ঠিতব্য তিনদিনের ফোবানা সম্মেলনে থাকবে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহরের সাংগাঠনিক সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, বিষয় ভিত্তিক সেমিনার, বইমেলা, সাহিত্য আসর, কাব্য জলসা, বিভিন্ন পণ্যের স্টল, ইয়ুথ ফোরাম, বিজনেস নেটওয়ার্কিং ইভেন্টস, হেলথ ফেয়ার, কনস্যুলেট সেবা এবং বাংলাদেশের জনপ্রিয় তারকা শিল্পীদের অংশগ্রহণে সংগীতানুষ্ঠান।

সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হবে বেশ কয়েকটি বিষয়ভিত্তিক সেমি-নার। এরমধ্যে রয়েছে ইমিগ্রেশন, মানবাধিকার ও সামাজিকড়রাজনৈতিক বিষয়। প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও কৃ ত্রিম বুদ্ধিমত্তা। শিক্ষা, ক্যারিয়ার ও যোগাযোগে প্রযুক্তির প্রভাব। ব্যবসা ও অর্থনীতি। ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং বাংলাদেশীড়আমেরিকানদের মূলধারায় সম্পৃক্ততা। এছাড়াও কবি নজরুলের অসুখ ও অন্তর নির্বাসন এবং রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয়তাবাদ শীর্ষক দুটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে এবারের সম্মেলনে। সেমিনারগুলিতে আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করছেন উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুণী ব্যক্তিবর্গ এবং বিশ্লেষকবৃন্দ।

তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ থাকবে বিশিষ্ট গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব খালেদ মুহিউদ্দীনের সঞ্চালনায় ‘বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তনে গণমাধ্যমের ভূমিকা’ শীর্ষক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান। সম্মেলনে থাকবে বইমেলা। বই মেলায় বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কবি লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা উপস্থিত থাকবেন, এছাড়াও থাকবে সাহিত্য আসর এবং কাব্য জলসা। কাব্য জলসায় বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকছেন বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবারের সম্মেলনে আটলান্টাসহ উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহর থেকে প্রায় তিনশো’রও বেশী নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়ে অংশগ্রহণ করছে, যারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নানান অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষামূলক সেমিনার, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট, জব ফেয়ার সহ নানান এন্টারটেইনমেন্ট ইভেন্টে ব্যস্ত রাখবে নিজেদের। উইমেন এমপাওয়ারমেন্টের ওপর বিশেষ ইভেন্ট সম্মেলনের অন্যতম একটি আয়োজন হিসেবে প্রাধান্য পাবে এবারের সম্মেলনে।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠিত হবে একটি হাই প্রোফাইল বিজনেস নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট, যেখানে অংশগ্রহণ করবে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানির উচ্চস্তরের কর্তাব্যক্তিরা। অংশগ্রহণ করবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা। আমেরিকার মূলধারার সাথে বাংলাদেশি উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করাই হবে এই ইভেন্টের মূল লক্ষ্য।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের কার্যকর উপায়

(শেষ পাতার পর)

জুলাই যোদ্ধাদের ঠেকানো যাবে না। তারা আবার রাজপথে নামবে। নামবে না-ই বা কেন? মাত্র তিন সপ্তাহে দেড় হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছে, ত্রিশ হাজার মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করেছে কি বর্তমান কাঠামোর মধ্যে একটি নির্বাচন করে দেশকে আবার সেই পুরনো অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য? জুলাই সনদ বাস্তবায়ন না করে নির্বাচনে যাওয়া, আগুনে ঝাপ দেওয়ার মত অবস্থা হবে। অনেকে হয়ত মনে করছেন ছাত্র উপদেষ্টাদের ছোটোখাটো ভুলত্রুটি, সার্জিসের গাড়িবহর, ওয়েস্টিনে বা নীলা মার্কেটে হাঁসের মাংস-কাণ্ড, তুষারের নীলাকাণ্ড, ইত্যাদির কারণে এবং উপুর্যপরি আওয়ামী প্রপাগাণ্ডা জুলাই অভ্যুত্থানের উত্তাল ঢেউকে ম্লান করে দিতে পেরেছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে ২০২৪ সালের ৩৬ জুলাই বাংলাদেশের মানুষ শুধু হাসিনাকে উচ্ছেদ করেনি, এদেশের মাটি থেকে, রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে, মনেপ্রাণে ফ্যাসিবাদকেও উচ্ছেদ করেছে। কোনোভাবে যদি আবার সেই পুরনো বন্দোবস্ত ফিরে আসে বা আসার সম্ভাবনা দেখা দেয় রাজপথ আবারো উত্তাল হবে, আবার গণসুনামী দেখা দেবে।

একটি দল কাকের চক্ষুমুদে খাবার লুকানোর মতো চালাকি করছে, ফ্যাসিবাদ প্রসঙ্গ এলেই তারা এমন ভাব করে ফ্যাসিবাদ মানেই হাসিনা বা আওয়ামী লীগ। যেন এদেশের ছাত্র-জনতা বুঝতে পারেনি বর্তমান বন্দোবস্তের মধ্যে অন্য যে কোনো দল ক্ষমতায় গিয়ে ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠতে পারে। বর্তমান ব্যবস্থা বহাল থাকলে ক্ষমতায় গিয়ে যে কোনো দল বা দলের নেতৃত্ব ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠতে যে পারে তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হচ্ছে ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা রাজনৈতিক দলটি নিকট অতীতে ক্ষমতায় ছিল এবং অনেক ফ্যাসিস্ট আচরণই তারা করেছে। তারাই প্রথম প্রধান বিচারপতির বয়স বাড়িয়ে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন ব্যবস্থায় ফাটল ধরিয়েছে। পরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে সেই ফাটল ধরা স্তম্ভটিকে পুরোপুরি ভেঙে দিয়েছে।

বহু কাঠখড় পুড়িয়ে, দরকষাকষি করে, শতভাগ প্রত্যাশিত না হলেও স্বপ্নের কাছাকাছি একটা জুলাই সনদের খসড়া তৈরি করা হয়েছে। যদিও ৩টি পয়েন্টে বিএনপি নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে রেখেছে: ১. সরকার প্রধান এবং দলের প্রধান এক ব্যক্তি থাকবেন না, ২. জাতীয় নির্বাচনে দলসমূহের প্রাপ্ত মোট ভোটের অনুপাতে উচ্চকক্ষের সদস্য মনোনীত হবে এবং ৩. জুলাই সনদ নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না মর্মে ইনডেমনিটি, তা সত্ত্বেও আমি বলবো এই জুলাই সনদ বাস্তবায়িত হলে জুলাই অভ্যুত্থানের আকাঙ্খা অনেকখানিই পুরণ হবে।

নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন একটি বড়ো সংস্কার, যদিও এটি নতুন কোনো আবিস্কার নয়, ন্যায়পাল নিয়োগের ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ স্বাধীন করা, বিচার বিভাগের জন্য আলাদা সচিবালয় করা, সংসদের উচ্চকক্ষ, সর্ব্বোচ্চ ১০ বছরের বেশি কেউ সরকারপ্রধান থাকতে পারবেন না, এইসব মোটাদাগে ভালো সংস্কার। এখন কথা হচ্ছে এই খসড়া সনদ, মূলত যা হচ্ছে সংস্কারের প্রস্তাবনা, তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব যদি নির্বাচিত সরকারের হাতে অর্পন করা হয় তাহলে "যেই লাউ সেই কদু" অবস্থা হওয়ার একটা তীব্র সম্ভাবনা আছে। নির্বাচিত রাজনৈতিক শক্তি যখন রাষ্ট্রক্ষমতায় বসবে তখন তারা অতীতের মতো সকল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে এই আশঙ্কা দেশবাসীর মনে প্রবলভাবেই আছে।

এখন কথা হচ্ছে সংসদ ছাড়া কী সংবিধান সংস্কার বা সাংবিধানিক পরিবর্তন বাস্তবায়ন করা সম্ভব? উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ সম্ভব। অধ্যাদেশের মাধ্যমে সাংবিধানিক সংস্কার ছাড়া অন্যান্য প্রশাসনিক সংস্কার করার পক্ষে মত দিয়েছে বিএনপি। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন বাস্তবায়নের সম্ভাব্য যেসব ব্যবস্থার কথা বলেছে সে-সবের মধ্যে অধ্যাদেশ, গণভোট, গণপরিষদ নির্বাচন ইত্যাদির কথা আছে। এসবের চেয়েও একটা সহজ এবং কার্যকর প্রস্তাবের কথা বলি। এটিও অধ্যাদেশ তবে একটি ব্যতিক্রমী অধ্যাদেশ। জুলাই অভ্যুত্থানের সকল অংশীজন সনদে স্বাক্ষর করবেন, এই ঐকমত্য হয়েছে এবং যে কোনো সময় রাজনৈতিক দলগুলো সই করতে প্রস্তুত আছে।

সকল রাজনৈতিক দলের স্বাক্ষরের পরে এটি রাজনৈতিক দলগুলোর একটি যৌথ দলিলে পরিণত হবে। এরপর এই মর্মে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হবে যে এই সনদে বর্ণিত সকল সুপারিশ স্বাক্ষরের দিন থেকেই কার্যকর হবে। আসন্ন জাতীয় সংসদে উত্থাপিতব্য জুলাই সনদ বিল দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অগ্রীম অনুমোদিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হলো। যদি সনদে স্বাক্ষরির সকল রাজনৈতিক দল মিলে সংসদের উভয়কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় তাহলে প্রথম অধিবেশনেই প্রি-অ্যাপ্রুভড (অগ্রীম অনুমোদিত বিল) বিলটি অনুমোদিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। যদি কোনো কারণে স্বাক্ষরিত সকল রাজনৈতিক দল মিলে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় তাহলে এই অগ্রীম অনুমোদন বাতিল হয়ে যাবে। তবে জুলাই সনদে স্বাক্ষরিত সকল রাজনৈতিক দল মিলে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা যে পাবে এ-বিষয়ে সকলেই একমত। আমি মনে করি এটি একটি কার্যকর সমাধান হতে পারে। এই বিষয়ে কোনো দলের অমত করার আমি কোনো কারণ দেখি না। যদি সত্যিই তারা জুলাই সনদের বিষয়ে আন্তরিক হয় তাহলে অবশ্যই এই প্রস্তাবে সকলেই একমত হবেন।

হলিসউড, নিউইয়র্ক। ২৬ আগস্ট ২০২৫

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).

646-420-7156

(Dr .Masood, Instructor) .

718-297-1400 (Office)

NYSCEINc@GMAIL.COM

নায়াগ্রায় ফোবানা সম্মেলন

(শেষ পাতার পর)

কনভেনশনের প্রস্তুতির আপডেট দিয়েছেন ফোবানার চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ ও এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি ও ৩৯তম ফোবানা কনভেনশনের কনভেনর কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজাম। তারা বলেন, এবারের লেবার ডে উইকেন্ডে নায়াগ্রা ফলসে বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ পর্যটক অবস্থান করবেন। আমরা সেখানেই এবার ইতিহাস গড়তে যাচ্ছি ফোবানা কনভেনশন আয়োজন করে। ইতোমধ্যে আমরা কনভেনশনের প্রায় সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। কনভেনশনের প্রধান অতিথি ড. সলিমউল্লাহ খান নিউইয়র্ক এসে পৌঁছেছেন। আমাদের আমন্ত্রিত জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর আসছেন আগামী সপ্তাহে। তরুণ প্রজন্মের হার্টথ্রব প্রীতম ও প্রতীক হাসান আছেন নিউইয়র্কেই। জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী সেলিম চৌধুরীও যোগ দেবেন সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায়। উল্লেখ্য, নায়াগ্রা ফোবানা সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিচ্ছেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ড. সলিমুল্লাহ খান। ইতিমধ্যেই তিনি নিউইয়র্কে এসে পৌঁছেছেন। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দিচ্ছেন ড. বদরুল খান, ওয়াশিংটন দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার গোলাম মোর্তোজা প্রমুখ।

তারা বলেন, সেমিনারসহ অন্যসব আয়োজন এবং অতিথিও আমরা প্রায় চূড়ান্ত করেছি। আমাদের ম্যাগাজিনের কাজও শেষ পর্যায়ে। আর মাত্র কয়েকটা স্টলের বুকিং বাকি আছে। নায়াগ্রা ফলসের বিভিন্ন হোটেলে এখনও রুম পাওয়া যাচ্ছে। যারা ফোবানা কনভেনশনে যেতে ইচ্ছুক তারা এখনই নায়াগ্রা ফলসের আশেপাশের হোটেলড়মোটেলগুলোতে বুক দিয়ে রাখতে পারেন। আমাদের কাছে প্রতিদিনই ফোন আসছে ফোবানা কনভেনশনে যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করে। আমরা তাদের বিনয়ের সঙ্গে পরামর্শ দিচ্ছি কিভাবে হোটেলের রুম পাওয়া যায় সে তথ্য দিয়ে। আমাদের এ কনভনেশনের তিন দিনের টিকিট সম্পূর্ণ ফ্রি, মানে কোনো প্রবশেমূল্য নেই। এ অনুষ্ঠান সকলের জন্য উম্মুক্ত। যারা ফোবানা কনভেনশনে যাবেন তারা বিনা টিকিটে আমাদের অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারবেন। আমরা সকল পেশা এবং সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনীত আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের ফোবানা কনভেনশনে। তারপরও কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে শাহ নেওয়াজ, চেয়ারম্যান, ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটি, সাখাওয়াত হোসেন আজম, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি, ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটি ও কনভেনর ৩৯ তম ফোবানা কনভেনশন এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যে আশ্রয় আবেদনের রেকর্ড

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাজ্যে গত এক বছরে রেকর্ডসংখ্যক মানুষ আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছেন। অভিবাসন নিয়ে সরকারের কঠোর অবস্থানের মাঝেই এমন তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। ২০২৪ সালের জুন থেকে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত অর্থাৎ এক বছরে যুক্তরাজ্যে মোট এক লাখ ১১ হাজার ৮৪টি আশ্রয়ের আবেদন জমা পড়েছে। দেশটির সরকার বলছে, ২০০১ সালের পর গত ১২ মাসে সর্বোচ্চসংখ্যক আবেদন জমা পড়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরেই ব্রিটেনের রাজনীতিতে অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনিয়মিত পথে আসা অভিবাসীদের সংখ্যা বাড়তে থাকায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো কিয়ার স্টারমার সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করছে।রেকর্ডসংখ্যক অভিবাসীর আগমনের খবরে রাজনৈতিক দল রিফর্ম ইউকের নাইজেল ফারাজ বলেন, ব্রিটেনের রাস্তা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে, তথাপি এই দুর্যোগ আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে।

এদিকে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইভেট কুপার বলেন, আমরা ব্রিটেনের ভিসা এবং ইমিগ্রেশন নিয়ন্ত্রণ কঠোর করেছি এবং ফেরৎ পাঠানোর সংখ্যাও বাড়িয়েছি। আশ্রয় আবেদনের সংখ্যা বাড়তে থাকায় সরকার আগের চেয়ে দ্রুত গতিতে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে। আবেদনের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকা আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যাও কমে এসেছে।

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

BD TAX & ACCOUNTING LLC

FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL

- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit

Munir Ahmed EA, MBA
ENROLLED AGENT

Immigration Form Fill-up Service

- Family Petition
- Citizenship Application
- Affidavit of Support
- Green Card Renewal
- Green Card Condition Removal

Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service

Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200

e-file

We Accept

37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

নোয়াখালী সোসাইটির সাবেক সম্পাদক বেলাল হোসেনের ইন্তেকাল

(শেষ পাতার পর)

৬৩ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন কন্যা সন্তান, আত্মীয়স্বজন এবং গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং ১ লাখ কবরের স্বপ্নদ্রষ্টা জাহিদ মিন্টু জানান, গত ২০ আগস্ট তিনি কবরের প্রজেক্টের জন্য বাজার করেছিলেন। সন্ধ্যায় আমরা সবাই ব্রুকলিনে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হাজী মফিজুর রহমানের বসায় যাই। সেখানে প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা করি। রাত সাড়ে ৯টা দিকে তিনি তার বাসায় যাওয়ার জন্য আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান। ওই রাতেই কয়েক ঘণ্টা পর শুনতে পাই তিনি আমাদের মধ্যে নেই। তার ওয়েস্টচেস্টার বাসার মধ্যেই তিনি হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হন। তাকে ওয়েস্টচেস্টারের একটি হাসপাতালে নেওয়ার পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তাররা মৃত ঘোষণা করেন। কথা প্রসঙ্গে জাহিদ মিন্টু বলেন, বেলাল হোসেন স্বপ্ন ছিল কবরের প্রজেক্ট নিয়ে। তিনি আমাকে বলেছিলেন জীবনে অনেক নির্মাণকাজ করেছেন। এটি তার শেষ প্রজেক্ট, এ প্রজেক্টের পর আর কোনো প্রজেক্ট করবেন না। কিন্তু আল্লাহ ইচ্ছা তিনি প্রজেক্টের কাজ শুরু করেছিলেন, শেষ করতে পারেননি। তিনি ছিলেন আমার শক্তি এবং সাহস। শুধু বলতেন, তুমি খাতা কলমের কাজ করে সব কিছু আমার ওপর ছেড়ে দাও। আজকে তিনি আমাদের মাঝে নেই।বেলাল হোসেনের নামাজে জানাজা গত ২২ আগস্ট বাদ জুমা ব্রুকলিনের বাইতুশ শরফ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। নামাজে জানাজায় বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার মানুষ ছাড়াও কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন। জানাজায় তার পরিবারের সদস্যরাও অংশগ্রহণ করেন। নামাজে জানাজা শেষে পর দিন ২৩ আগস্ট তার লাশ লংআইল্যান্ডের ওয়াশিংটন মোমোরিয়ালের মুসলিম গোরস্তানে দাফন করা হয়।

তার মৃত্যুতে পুরো বাংলাদেশি বিশেষ করে ব্রুকলিন কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে আসে। তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হাজি মফিজুর রহমান, সহ-সভাপতি তাজু মিয়া, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য খোকন মোশাররফ, মাইনুল উদ্দীন মাহবুব, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কোষাধ্যক্ষ নওশাদ হোসেন, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির আজীবন সদস্য ও দেশ পত্রিকার সম্পাদক মিজানুর রহমান প্রমুখ।

যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা পোড়ালে কারাদণ্ড-ভিসা বাতিল

(শেষ পাতার পর)

নাগরিকরা এমন কাজে জড়িত হলে তাদের ভিসা বাতিল, এমনকি বহিষ্কার পর্যন্ত করা হবে।আল জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, সোমবার (২৫ আগস্ট) সই করা এই নির্বাহী আদেশে বলা হয়েছে, পতাকা পোড়ানো 'উসকানি' বা 'লড়াইয়ের হুমকি' দেওয়ার সমান ও এটি দাঙ্গা উসকে দেওয়ার মতো কাজ। যদিও ১৯৮৯ সালে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছিল, পতাকা পোড়ানো সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর অধীনে 'সুরক্ষিত মতপ্রকাশের অধিকার'। আদালতের রায় থাকা সত্ত্বেও নির্বাহী আদেশে সই করার সময় ট্রাম্প বলেন, যদি কেউ পতাকা পোড়ায়, তাকে এক বছরের জেল খাটতে হবে। আগাম মুক্তি নেই, কোনো ছাড় নেই। এটি তার রেকর্ডে থাকবে। আর তখনই পতাকা পোড়ানো বন্ধ হয়ে যাবে। ট্রাম্পের নির্দেশে অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডিকে বলা হয়েছে পতাকা পোড়ানোর ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আইনি ব্যবস্থা নিতে। আদেশে দাবি করা হয়েছে, বিদেশি নাগরিকরা মার্কিন পতাকা পোড়ানোর মাধ্যমে দেশটির মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে ও হুমকি দিচ্ছে। এজন্য ভিসা বাতিল ও বহিষ্কারসহ কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। তবে আইনি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ট্রাম্পের দাবি প্রমাণহীন। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক জি এস হ্যান্স বলেছেন, পতাকা পোড়ানো কোনো বড় সমস্যা নয়। আর ট্রাম্পের এই নির্বাহী আদেশ এটি মূলত সমস্যাহীন জায়গায় সমাধান খোঁজার চেষ্টা। এদিকে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করা সংগঠনগুলো এই পদক্ষেপকে সংবিধানবিরোধী বলছে। এক বিবৃতিতে এফআইআর বলেছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হয়তো মনে করেন, তিনি তার কলমের এক আঁচড়ে সংবিধানের প্রথম সংশোধনী পাল্টে দিতে পারেন; কিন্তু তা সম্ভব নয়। সরকার সুরক্ষিত মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে না, এমকি, তা যদি অপমানজনক বা উসকানিমূলকও হয়।

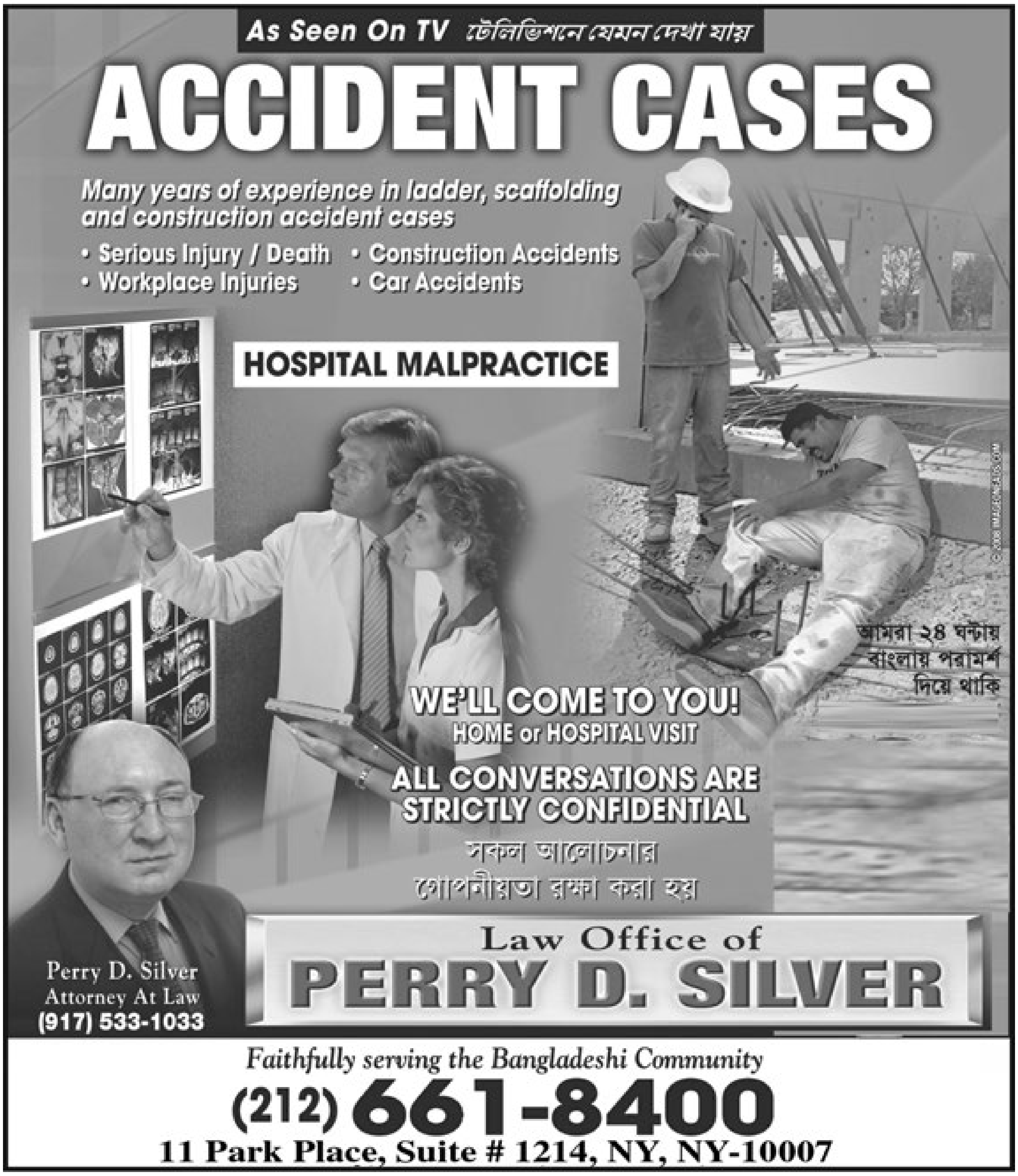

মালয়েশিয়ায় বিদেশি শ্রমিকের ৩৭% বাংলাদেশি

ঢাকা : মালয়েশিয়ায় কর্মরত বিদেশি শ্রমিকদের মধ্যে বাংলাদেশের শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। দেশটির মোট বিদেশি শ্রমিকের ৩৭ শতাংশই বাংলাদেশি। চলতি বছরের জুন মাসের শেষে মালয়েশিয়ায় কাজের অনুমতি থাকা বাংলাদেশির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮ লাখ ৩ হাজার ৩৩২ জনে। মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গত ২৬ আগস্ট দেশটির গণমাধ্যম দ্য স্টারের এক প্রতিবেদনে এসব কথা জানানো হয়। মালয়েশিয়ার পার্লামেন্টে হাসান করিম নামের একজন সংসদ সদস্যের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশটিতে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সম্পর্কে এসব তথ্য দেয়। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, করোনা-পরবর্তী সময়ে শ্রমবাজার চালুর পর ২০২২ সালে ৪৯ হাজার ৩৫৩ বাংলাদেশি শ্রমিক দেশটিতে প্রবেশ করেন।

২০২৩ সালে নতুন করে আরও ৩ লাখ ৯৭ হাজার ৫৪৮ বাংলাদেশি শ্রমিক মালয়েশিয়ায় যান। এ ছাড়া ২০২২ সালে ২০ হাজার ৩৩১ জন এবং ২০২৩ সালে ২৩ হাজার ৬৫ বাংলাদেশি শ্রমিককে তাদের নিয়োগকর্তারা নিজ দেশে ফেরত পাঠান বলে দেশটির মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় কাজের বৈধ অনুমতিপত্র থাকা বাংলাদেশির সংখ্যা ৮ লাখ ৩ হাজার ৩৩২, যা দেশটির মোট বিদেশি শ্রমিকের ৩৭ শতাংশ। ফলে মালয়েশিয়ায় অদক্ষ বিদেশি শ্রমিকের সর্বোচ্চ উৎস দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম। অবৈধ অভিবাসনের বিষয়ে জানানো হয়, ভিসার মেয়াদের পর দেশটিতে থাকা বা কাজের অনুমতিপত্রের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া ৭৯০ বাংলাদেশিকে আটক করা হয়েছে। ২০২২ ও ২০২৩ সালে মালয়েশিয়ায় কত বাংলাদেশি শ্রমিক প্রবেশ করেছেন, বৈধ ও অবৈধ কর্মীর সংখ্যা কত এবং কত জনকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে– মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে তার সুনির্দিষ্ট হিসাব চান সংসদ সদস্য হাসান করিম।

জাতীয় নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা বৃহস্পতিবার

ঢাকা : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপের (কর্মপরিকল্পনা) খসড়ার অনুমোদন দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। যা আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) ঘোষণা করা হবে। বুধবার (২৭ আগস্ট) নির্বাচন কমিশন ভবনে সীমানা পুনর্নির্ধারণের শুনানি শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার আহমেদ। এর আগে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপের খসড়ার অনুমোদন দেয় নির্বাচন কমিশন। যত দ্রুত সম্ভব ৩০০ আসনের সীমানা চূড়ান্ত করা হবে জানিয়ে ইসি সচিব জানান, ২৪ থেকে ২৭ আগস্ট ৪ দিনে সীমানা পুনর্নির্ধারণে ৩৩ জেলার ৮৪টি আসনে ১৮৯৩টি দাবি-পরামর্শ পেয়েছে ইসি। এক প্রশ্নের জবাবে ইসি সচিব বলেন, 'শুনানিতে হাতাহাতি ইসির জন্য লেসন (শিক্ষা)। কেউ যদি বাইরে ধাক্কাধাক্কি করে সেটি ইসির বিবেচনাধীন না। ইসি এই বিষয়ে এরই মধ্যে জিডি করেছে।

কমিউনিটির কল্যাণের জন্য নির্বাচন করছি

(শেষ পাতার পর)

সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি এমাদ আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভাটি সঞ্চালনা করেন এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন। সভায় এস্টোরিয়াবাসী ও কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট সহ বাংলাদেশী কমিউনিটির বিপুলসংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তারা বলেন, মেরী জোবাইদা ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ এর অ্যাসেম্বলী মেম্বার পদে শুধু তার জন্য নির্বাচন করছেন না, বরং তিনি নির্বাচন করছেন কমিউনিটির সকল মানুষের জন্য। কমিউনিটির সবার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন সহ মৌলিক অধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে তিনি দীর্ঘদিন আন্দোলন করে আসছেন। তাকে নির্বাচিত করার মাধ্যমে কমিউনিটির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বক্তারা উপস্থিত সবার প্রতি আহ্বান জানান।

মূলধারার রাজনীতিক ও নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ এর অ্যাসেম্বলী মেম্বার পদপ্রার্থী মেরী জোবাইদা বলেন, আমি নির্বাচনে এসেছি নিজের জন্য নায়, নির্বাচনে এসেছি কমিউনিটিকে রিপ্রেজেন্ট করতে। যারা এফোর্ট করতে অক্ষম, কমিউনিটির সেইসব মানুষের জন্য হাউজিং অ্যান্ড ফুড সিকিউরিটি, কোয়ালিটি এডুকেশন সহ সবার জন্য হেলথ ইন্সুরেন্স নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আলবেনী সহ সবখানে আমার আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কুইন্স ব্রিজের কমিউনিটি অ্যাক-টিভিস্ট লিডার সুগা রে, লিডার স্টেফেনি চান্সে, ক্যামপেইন কমিউনিকেশন জেইমস করজো, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদ, সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ, উপদেষ্টা দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী ও হাজী আব্দুর রহমান বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন াব ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক মইনুর রহমান সুয়েব, সাবেক সভাপতি শাহেদ দেলোয়ার চৌধুরী, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী, সদস্য শামসুল ইসলাম, মোহাম্মদ হোসেন আহমেদ, মোহাম্মদ নুরুল হক, বৃহত্তর সিলেট গণদাবী পরিষদ ইউএসএ'র সভাপতি মাসুদুল হক সানু, বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র সাবেক নির্বাচন কমিশনার আবুল হোসেন, কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট তুষার ভূঁইয়া, লুৎফুর রহমান চৌধুরী হেলাল, শাহীন আজমল, সৈয়দ জিলাদ, এনাম উদ্দীন, মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মিজানুর রহমান, আব্দুল মতিন, তালুকদার হাসনাত, রফিক উল্লাহ, আব্দুল মোতালেব, আল আমিন জিলা, তাহেরা মিলু, আম্বিয়া অন্তরা, সাহালা তাহের, সাবিনা উর্বি, শারমীন আহমেদ, তাসলীম রহমান, ইমরানা চৌধুরী, সহ সর্বস্তরের এস্টোরিয়াবাসী উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দেশে বেড়েছে ধর্ষণ, হত্যা, নির্যাতন

ঢাকা : ঝিনাইদহের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী লিনার শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন ছিল। এক বিকেলে প্রাইভেট পড়া শেষে আর বাড়ি ফেরেনি সে। দুদিন পর ধানক্ষেতের পাশের এক ঝোপে তার লাশ মেলে। তাকে প্রথমে ধর্ষণ, পরে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়। ধর্ষক ও হত্যাকারী ছিল প্রতিবেশী এক যুবক, যে প্রায়ই লিনাকে নানা অজুহাতে বিরক্ত করত। তার পরিবার অতিষ্ঠ হয়ে থানায় অভিযোগের কথা ভাবলেও গ্রামের লোকজন বলেছিল, 'এসব কথা চেপে যাওয়াই ভালো, মেয়েরই বদনাম হবে!' লিনার মতো প্রতিদিন দেশের নানা প্রান্তে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে কন্যাশিশু। আবার কাউকে কাউকে ধর্ষণের পর হত্যাও করা হচ্ছে। মানবাধিকারকর্মীরা বলছেন, দেশে নারী ও কন্যাশিশুর বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতা, বিশেষত ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। মানবাধিকারের চূড়ান্ত লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত এ সহিংসতা এখন আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং তা সামাজিক ব্যাধিতে রূপ নিয়েছে।

শেষ সাত মাসে আতঙ্কজনক পরিস্থিতি : ২০২৪ সালে নারী নির্যাতনের মাত্রা কিছুটা কমলেও এ বছরের প্রথম সাত মাসে আতঙ্কজনক পরিস্থিতি দেখা দেয়। প্রথম সাত মাসেই নির্যাতনের শিকার হয়েছে এক হাজার ৬৬৪ জন নারী ও কন্যাশিশু। এদের মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ২৫৩ জন। দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার ১০৫ জন। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় ১৫ জনকে। এ ছাড়া, গত বছর নির্যাতনের সংখ্যা ছিল দুই হাজার ৫২৫টি, এর মধ্যে এক হাজার ১০৬ কন্যাশিশু আক্রান্ত হয়। ধর্ষণের শিকার হয়েছিল ৫১৬ জন, এর মধ্যে ৩৬৭ কন্যাশিশু। ৮৬ কন্যাশিশুসহ ১৪২ জনকে দলবদ্ধ ধর্ষণ করা হয়। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ১৮ কন্যাশিশুসহ ২৩ জনকে। ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা করেছে : ছয়জন। তাদের মধ্যে পাঁচজনই কন্যাশিশু। যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে ১৩৫ কন্যাশিশুসহ ১৮১ জন। পরিসংখ্যান বলছে, গত বছর ধর্ষণের ঘটনাগুলোর একটি বড় অংশ ঘটেছে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা প্রতিবেশীর মাধ্যমে। চলতি বছরের প্রথম সাত মাসেই (জানুয়ারি থেকে জুলাই) এক হাজার ৭৯০ নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিং-সতার খবর গণমাধ্যমে এসেছে। এর মধ্যে ৪০৫টি ধর্ষণ, ১১৭টি দলবদ্ধ ধর্ষণ এবং ১৮টি ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এ সংখ্যা দেখে বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন, বছর শেষে তা আগের বছরের নির্যাতনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

আলোচিত ঘটনা : মাগুরার শিশু আছিয়া ধর্ষণ ও হত্যা, কুমিল্লার মুরাদনগরের পাঁচ-কিত্তা গ্রামে নারীকে ধর্ষণ ও বস্ত্রহরণ করে শ্লীলতাহানি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী ময়না ধর্ষণ ও হত্যা, ঢাকা থেকে রাজশাহীগামী চলন্ত বাসে নারী নিপীড়নের ঘটনা, রংপুরে ফুল সংগ্রহ করতে যাওয়া শিশুকে ধর্ষণ, নাটোরে ঘাস কাটতে গিয়ে আদিবাসী শিশু ধর্ষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর পোশাক নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য ও মেয়েদের ফুটবল খেলার ওপর আক্রমণ সাম্প্রতিক সময়ে নানা আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।

ধর্ষণ ও হত্যা কেন বাড়ছে? : বিশ্লেষকরা মনে করেন, ধর্ষণের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, দ্রুত বিচার ও শাস্তি না হওয়ায় অপরাধীরা উৎ-সাহিত হচ্ছে। ২০২০ সালে ধর্ষণের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড আইনে যুক্ত করা হলেও বাস্তবে এর প্রভাব খুব একটা নেই। অনেক ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগীরা মামলা করতে ভয় পান; সামাজিক লজ্জা ও অপমানের ভয়ে মুখ বন্ধ রাখেন। আবার যারা মামলা করেন, তাদের দীর্ঘ প্রক্রিয়া, পুলিশি হয়রানি ও বিচারহীনতার ফাঁদে পড়তে হয়। দেশে আইনের শাসন প্রয়োগ না হওয়াটাই বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোটের (উই ক্যান) প্রধান নির্বাহী জিনাত আরা হক বলেন, আগে সবাই বলত, দেশে আইনের শাসন নেই। আর এখন বলছে, আইনের শাসনের প্রয়োগই হয় না।

নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে কার্যকর সমাধান চায় আপিল বিভাগ : প্রধান বিচারপতি

ঢাকা : প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়ে দিয়ে সাময়িক সমাধান দিতে চায় না আপিল বিভাগ। নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে কার্যকর সমাধান চায় আপিল বিভাগ। যাতে এটি বারবার বিঘ্নিত না হয়। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে এটি যাতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখে, সেটিই করা হবে। বুধবার (২৭ আগস্ট) নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) চেয়ে আবেদনের শুনানিতে তিনি এ কথা বলেন। এদিন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন ছয় সদস্যের আপিল বেঞ্চে এ নিয়ে শুনানি শুরু হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজনসহ আরো কয়েকটি আবেদনের ওপর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে রিভিউ করে। আদালতে আবেদনের পক্ষে শুনানি করছেন ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল, অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির। রাষ্ট্রপক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল মো: আসাদুজ্জামান শুনানি করছেন।

বিমান ভাড়া নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রবাসীরা

ঢাকা : নানা উদ্যোগ নিয়েও লাগাম টানা যাচ্ছে না বিমান ভাড়া বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত মাফিয়াদের। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে অস্বাভাবিকভাবে টিকিটের দাম বাড়িয়ে যাত্রীদের পকেট কাটছে-এ সিন্ডিকেট। মন্ত্রণালয় বিদেশি এয়ারলাইন্সের জিএসএ ও বেশ কিছু ট্রাভেল এজেন্সির বিরুদ্ধে ওঠা কারসাজির অভিযোগের সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য-প্রমাণসহ পেয়েছে। তাদের কারণ দর্শানোর নোটিশ ও শোকজও করা হয়েছে। এ নিয়ে নতুন করে বেশ কিছু নির্দেশনাও দিয়েছে মন্ত্রণালয়। কিন্তু কোনো কিছুতেই কাজ হচ্ছে না। বরং উল্টো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে মনগড়া মূল্যবৃদ্ধি করে যাত্রীদের পকেট কাটছে। টিকিটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে বড় ভোগান্তি পোহাচ্ছেন মধ্যপ্রাচ্যগামী শ্রমিকসহ অন্যান্য যাত্রীরা। এ ছাড়া ওমরাহ পালন করতে ধর্মপ্রাণ মানুষ বিমানের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির খেসারত দিচ্ছেন। অথচ বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আকাশ পথে যাত্রী সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য গঠিত টাস্কফোর্সের কোনো অ্যাকশন দেখা যাচ্ছে না। কয়েকটি এজেন্সি ও জিএসএকে শোকজ দিয়ে দায় সেরেছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, শ্রমিক ও ওমরাহ যাত্রীদের টার্গেট করে মধ্যপ্রাচ্য কেন্দ্রিক অন্তত ১১টি এয়ারলাইন্সের বাংলাদেশি জিএসএ ও ৩০/৩৫টি অসাধু ট্রাভেল এজেন্সির মালিক মিলে দেশ জুড়ে একটি বড় সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে। তারা গ্রুপ টিকিটের নামে ভুয়া তথ্য দিয়ে টিকিট ব্লক করে রাখে। একেকটি ফ্লাইটের দুই তৃতীয়াংশ সিট ব্লক করে রাখে। এভাবে সিট ব্লক করে রাখলে ফ্লাইটে সিট স্বল্পতা দেখা দেয়। তখন টিকিটের দাম বেড়ে যায়। আর দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সিন্ডিকেট ব্লক করা টিকিট বিক্রি শুরু করে। এভাবে কেনা দামের চেয়ে দ্বিগুণ তিনগুণ দামে তারা টিকিট বিক্রি করে। যাত্রীরা জানিয়েছেন, মধ্যপ্রাচ্যের যেকোনো রুটের বিশেষ করে সৌদি আরবের টিকিট যেন সোনার হরিণ। রিয়াদ-দাম্মাম-জেদ্দা-মদিনা রুটের টিকিট যেখানে ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকায় পাওয়া যেতো সেখানে এখন ৮০ হাজার টাকায়ও মিলছে না। জুলাই মাসেও কম দামে টিকিট পেয়েছেন যাত্রীরা। এপ্রিল থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত এই টিকিটের দাম নেমে এসেছিল ৩০ থেকে ৪০ হাজারের মধ্যে। ঢাকা কুয়েত, ঢাকা রিয়াদ, ঢাকা দাম্মামসহ মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশের টিকিটের দাম চড়া। ঢাকা থেকে কুয়েতগামী যাত্রীরা টিকিট কিনছেন ১ লাখ ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকায়। রিয়াদের টিকিট পাওয়ার জন্য গুনতে হচ্ছে ১ লাখ টাকা। ট্রাভেল এজেন্সির মালিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কিছু এজেন্সি গ্রুপ আকারে যাত্রীর নাম ছাড়া টিকিট ব্লক করে রাখে। কিছু ক্ষেত্রে যাত্রীর নাম দিয়ে বুক করলেও যাত্রার আগে নাম পরিবর্তন করে দেয়। অথচ সরকার গত ফেব্রুয়ারি মাসে যাত্রীর নাম ও পাসপোর্ট কপি ছাড়া বুকিং করা যাবে না বলে নির্দেশনা দিয়েছিল। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায়ও বলা হয়েছে যাত্রীর নাম, পাসপোর্ট নম্বর ব্যতীত কোনো টিকিট বিক্রি করা যাবে না। টিকিটের গায়েও তা উল্লেখ থাকতে হবে। আগে যারা নাম ছাড়া টিকিট মজুত করতো তারা আবার সক্রিয় এবং এয়ারলাইন্সের টিকিট অগ্রিম নাম ছাড়া ব্লক করে তারা মজুত করছে তাই আবারো টিকিটের দাম আকাশচুম্বী। নাম ছাড়া টিকিট বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছে। এয়ারলাইন্সের জিএসএগুলো তাদের লাভের একটি অন্যতম খাত হিসেবে বিবেচনা করে অগ্রিম টিকিট ব্লক করে এবং নিম্নমূল্যের টিকিটগুলো ব্লক করে তাদের পছন্দের কয়েকটি সিন্ডিকেট এজেন্সির মাধ্যমে বাজারে ২০০ থেকে ৩০০ ডলার বাড়তি দামে বিক্রি করে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে সরকার গঠিত তদন্ত কমিটি এ বিষয়ে তদন্ত করে কি ব্যবস্থা নিয়েছে তা প্রকাশ পায়নি। গত ২১শে আগস্ট মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মির্জা মুরাদ হাসান বেগ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আকাশপথের যাত্রী এবং ট্রাভেল এজেন্সির মালিকদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১১ই ফেব্রুয়ারি-২০২৫ তারিখে জারিকৃত পরিপত্রে এয়ার টিকিটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধকল্পে যে নির্দেশনাসমূহ প্রদান করা হয়েছিল তা যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে না। উক্ত পরিপত্রে টিকিটের গায়ে বিক্রয়মূল্যের উল্লেখ করার নির্দেশনা থাকলেও তা অনুসরণ না করার নজির দেখা যাচ্ছে। আকাশপথের যাত্রী সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণার্থে সকল ট্রাভেল এজেন্সিকে এয়ার টিকিটের গায়ে ট্রাভেল এজেন্সির নাম, লাইসেন্স নম্বর এবং টিকিটের বিক্রয়মূল্য স্পষ্ট ভাষায় লিখতে হবে। আকাশপথের যাত্রী সাধারণকেও ক্রয়কৃত টিকিটের বিক্রয়মূল্য এবং ট্রাভেল এজেন্সির নাম যথাযথ রয়েছে কিনা বুঝে নিতে হবে। কোনো ভাবে অনিবন্ধিত ট্রাভেল এজেন্সির কাছ থেকে টিকিট ক্রয় করা যাবে না। কোনো ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে টিকিটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি বা সিন্ডিকেটের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেলে উক্ত ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন বাতিলসহ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এর আগে আকাশপথের যাত্রীসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণে এয়ার টিকিটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও প্রতারণা রোধে গঠিত টাস্কফোর্স কমিটি ১১টি এয়ারলাইন্সের জিএসএদের ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে সিন্ডিকেট করে যাত্রীদের সঙ্গে প্রতারণার প্রমাণ পায়। পরে তাদের এ নিয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়। যাদের নোটিশ দেয়া হয় তাদের মধ্যে রয়েছে, সালাম এয়ারের জিএসএ এম এ লতিফ শাহরিয়ার জাহেদী, এয়ার এরাবিয়ার জিএসএ আব্দুর রহিম, জাজিরা এয়ারওয়েজের জিএসএ মেরিনা আহমেদ, সৌদি এয়ারলাইন্সের জিএসএ আহমেদ ইউসুফ ওয়ালিদ, ফ্লাই দুবাই জিএসএ ইসমাইল আর চৌধুরী। একইভাবে ৩০টি ট্রাভেলস এজেন্সির বিরুদ্ধে জিএসএদের সঙ্গে সিন্ডিকেট করে বিমান ভাড়া বাড়ানোর প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে তাদেরও কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়। যাদের নোটিশ দেয়া হয়েছে সেই ট্রাভেল এজেন্সি হলো- নড়িয়া টাভেলস অ্যান্ড ট্যুরের সবুজ মুন্সী, হাজী এয়ার ট্রাভেলসের নির্মল চন্দ্র বৈরাগী, ট্রাভেলস চাম্প লিমিটেডের দিলরুবা পারভীন, মাদারস লাভ এয়ার ট্রাভেলসের শরিফ ভূঁইয়া, টেক ট্রিপ লিমিটেডের দিলরুবা পারভীন, ভ্যালেন্সিয়ার এয়ার ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরের এফ আর করিম কাজল, টেকঅপ ট্রাভেলসের শাহজিয়া আফরিন, মেঘা ইন্টারন্যাশনাল এয়ার সার্ভিসের শফিকুল হাসান বাশার, কাজী এয়ার ইন্টারন্যাশনালের কাজী মোহাম্মদ মফিজুর রহমান, জেএস ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরের এনামুল হক বাবুল, বি ফ্রেশ লিমিটেডের মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম, বিনিময় ইন্টারন্যাশনালের গিয়াস উদ্দিন রতন, ইস্টওয়েস্ট ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরের মাহমুদুল হাসান, কিং এয়ার এভিয়েশনের ওহিদুল ইসলাম চৌধুরী, সাদিয়া ট্রাভেলসের মোহাম্মদ রওশন আলী, গালফ ট্রাভেলসের মোহাম্মদ শাহ আলম, এআর তাহেরা ট্রাভেলসের আকবর আলী, ইলহাম ট্রাভেলস করপোরেশনের মোহাম্মদ জোমান চৌধুরী, আল গাজী ট্রাভেলসের সায়েম এম হাসান, সানশাইন এক্সপ্রেস ট্রাভেলসের মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, গোল্ডেন বেঙ্গল ট্যুরস ট্রাভেলসের ফরিদ আহমেদ মজুমদার, আরবিসি ইন্টারন্যাশনালের জাহিদুল ইসলাম চৌধুরী, সিটিকম ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলস এজেন্সির শহিদুল ইসলাম চৌধুরী, টাইমস এক্সপ্রেস লিমিটেডের মাহবুবুল হাবীব, ফ্লাই ফেয়ার ট্রাভেলসের আবদুল্লাহ আল নোমান। ১৩ই জুলাই বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের কারণ দর্শানোর নোটিশে জিএসএদের বলা হয়, যাত্রীর নাম, পাসপোর্ট নম্বর ও পাসপোর্টের ফটোকপি ব্যতীত গ্রুপ বুকিংসহ যে কোনো প্রকার টিকিট বুকিং বন্ধ করা সত্ত্বেও কতিপয় ট্রাভেল এজেন্সি ও ব্যক্তির মাধ্যমে অন্যান্য ট্রাভেল এজেন্সির প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে ব্লক করে রাখা টিকিট বিক্রয়ের প্রস্তাবের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি পাওয়া গিয়েছে। এর আগে ২৭শে ফেব্রুয়ারি ট্রাভেল এজেন্সিকে দেয়া নোটিশে বলা হয়, এয়ার টিকিটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধে প্রদত্ত নির্দেশনা অমান্য করে ট্রাভেল এজেন্সি গ্রুপ বুকিংয়ের নামে যাত্রীর নাম, পাসপোর্ট নম্বর ও পাসপোর্টের ফটোকপি ব্যতিরেকে টিকিট বুকিং ও বুকিংকৃত টিকিট উচ্চমূল্যে বিক্রয় করছে। এসব বিষয়ে তদন্ত কমিটি সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ পেয়েছে। জিএসএ ও ট্রাভেলস এজেন্সিকে দেয়া নোটিশে জিএসএদের পারমিট ও ট্রাভেল এজেন্সিদের লাইসেন্স বাতিলের কথা বলা হয়েছে। এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশের (আটাব) মহাসচিব আফসিয়া জান্নাত সালেহ বলেন, কিছু জিএসএ ও অসাধু ট্রাভেল এজেন্সি যাত্রীদের জিম্মি করে লাভবান হচ্ছে। তারা গ্রুপ টিকিটের নামে টিকিট ব্লক করে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে। পরে সুযোগ বুঝে উচ্চদামে বিক্রি করে। একটা ফ্লাইটে ৩০০ সিট থাকলে তারা যদি ২০০ ব্লক করে রাখে তবে অটোমেটিক টিকিটের দাম বেড়ে যায়। মন্ত্রণালয় যাত্রীদের নাম, পাসপোর্ট নম্বরসহ টিকিট বুকিং করার নির্দেশনা দিলেও চক্রের সদস্যরা এসব নিয়ম মানছে না। আমরা এসব বিষয় নিয়ে একাধিকবার তথ্য-প্রমাণসহ মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছি। কিন্তু কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। মন্ত্রণালয় টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করে তদন্ত করেছে। তারা অভিযোগের সত্যতাও পেয়েছে। কিন্তু কার্যকরী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

বাংলাদেশ থেকে লুটের টাকায় বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ

ঢাকা : সামিটের ব্যবসার ধরন সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। বাংলাদেশ ছাড়া কোথাও তাদের কোনো মৌলিক ব্যবসা নেই। বরং অন্য দেশগুলোয় তারা যৌথ অংশীদারি এবং শেয়ার কেনার মাধ্যমে ব্যবসা করে। এ ছাড়া সামিট ইন্টারন্যাশনালের শেয়ার বিক্রি করে বিভিন্ন দেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে। অর্থাৎ সামিট গ্রুপের পুরো কার্যক্রম যদি বিশ্লেষণ করা যায়, দেখা যাবে তাদের ব্যবসার মূল কেন্দ্র হলো বাংলাদেশ। বাংলাদেশে যেমন বিদ্যুৎ, টেলিকম, আবাসনসহ অন্যান্য খাতে ব্যবসা করেছে। সেসব সেক্টরেই সামিট বিনিয়োগ করেছে, যেখানে সহজে টাকা উপার্জন করা যায় এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আছে। মজার ব্যাপার হলো, এসব ব্যবসা করতে গিয়ে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে তাদের একটা সমঝোতা হয়েছে এবং বিপুল পরিমাণ কর রেয়াত পেয়েছে। ধরা যাক বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং কুইক রেন্টালের কথা। সেখানে সামিট সরকারের সঙ্গে এমনভাবে চুক্তি করে যাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো অলস বসে থাকলেও সামিট টাকা পাবে। অর্থাৎ বিনিয়োগে কোনো ঝুঁকি নেই। একইভাবে যখন তারা টেলিকম ব্যবসা শুরু করে, তখনো শেয়ার বিক্রির জন্য কর রেয়াত পায়। যখন সামিট সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের জন্য কাজ শুরু করে, তখনো তাকে সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় বিভিন্ন ধরনের সুযোগসুবিধা। অর্থাৎ সরকারের ছাড়, সুযোগসুবিধা এবং আনুকূল্য ছাড়া সামিট কোনো ব্যবসাই করতে পারেনি। অথচ এ পুরো লভ্যাংশের টাকা চলে গেছে সিঙ্গাপুরে। এ টাকা সিঙ্গাপুর থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কালো টাকা রূপান্তরিত হয়েছে সাদা টাকায়।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগ পর্যন্ত সামিট গ্রুপের কর্মপরিধি ও কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিদ্যুৎ এবং তথ্যপ্রযুক্তি ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের চেষ্টা করেছে। সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট লিমিটেড, এসপিএল লিমিটেডের মাধ্যমে বন্দর ব্যবসায় যুক্ত হয়েছেন আজিজ খান। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগে প্রতিষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল ড্রাই ডক লিমিটেড (সিডিডিএল) অভ্যন্তরীণ কনটেইনার টার্মিনাল ফ্যাসিলিটিজগুলোর অন্যতম। তালিকাভুক্ত কোম্পানি দেশের রপ্তানি কনটেইনারের ২০ এবং আমদানি পণ্যের কনটেইনারের ৭ দশমিক ৬ শতাংশ হ্যান্ডলিং করত। মুন্সীগঞ্জে এসপিএল লিমিটেডের গড়ে তোলা মুক্তাপুর টার্মিনাল দেশের বেসরকারি খাতে প্রথম অভ্যন্তরীণ নৌ টার্মিনাল ফ্যাসিলিটিজ। এটি করার ক্ষেত্রেও তারা সরকারের সহযোগিতা পেয়েছে। সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট ইস্ট গেটওয়ে আই প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে ভারতের কলকাতা বন্দরে জেটি পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশে ব্যবসা করে সেখান থেকে সরকারি সুযোগসুবিধা নিয়ে এবং নানানরকম নয়ছয় করে আবার ভারতের কলকাতা বন্দরে তারা বিনিয়োগ করেছে। এ ছাড়া কোম্পানির সিঙ্গাপুরভিত্তিক সাবসিডিয়ারি সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট পিটিআই লিমিটেড আন্তর্জাতিক শিপিং কোম্পানি ও ফ্রেড কোম্পানিগুলোর সঙ্গে লিয়াজোঁ করে চট্টগ্রাম, মুক্তারপুর ও কলকাতা বন্দর ব্যবসায় প্রয়োজনে সরঞ্জাম সংগ্রহ করে এ কোম্পানি। ভারতের পার্টনায়ও একটি বন্দর উন্নয়নের কাজ করছে সামিট। যেটি এখন নির্মাণাধীন। এটা করেছে বাংলাদেশ থেকে লাভের টাকায়। বাংলাদেশের বাইরে ভারতের ত্রিপুরায় প্রথমবারের মধ্যে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শেয়ার কেনে সামিট। অর্থাৎ পাচারকৃত অর্থ দিয়ে তারা শুধু শেয়ার কেনে। ওএনজিসি ত্রিপুরা পাওয়ার লিমিটেডের ২৩ দশমিক ৫ শতাংশ শেয়ার কিনেছে সামিট ইন্ডিয়া ত্রিপুরা। তবে এ শেয়ার কেনার ক্ষেত্রেও সামিট একই রকম কৌশল অবলম্বন করেছে। বাংলাদেশ থেকে অর্জিত টাকা সিঙ্গাপুরে জমা হয়েছে এবং সিঙ্গাপুর থেকে তারা ত্রিপুরার ওএনজিসির পাওয়ার প্ল্যান্টের শেয়ার কিনেছে। অথচ এটি বাংলাদেশের টাকায় করা। কিন্তু এতে বাংলাদেশ সরকারের কোনো লাভ হচ্ছে না। বাংলাদেশ থেকে পাচারকৃত অর্থের ওপর ভর করে ২০১৬ সালে বিশ্বব্যাংক গ্রুপের প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স করপোরেশন (আইএফসি) এবং অন্যান্য বিনিয়োগকারীকে সঙ্গে নিয়ে সিঙ্গাপুরভিত্তিক সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করেন আজিজ খান। পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে বিদ্যুৎ প্রকল্পের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জেনারেল ইলেকট্রিকের সঙ্গে চুক্তি করে। এ ছাড়া ফিনল্যান্ডভিত্তিক ওয়াট সিলারের সঙ্গে বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়ার বাজারে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে সামিট। বর্তমানে জেরা, জি মিতশুবিসি ও তাইও ইন্স্যুরেন্স সামিটের ইকুইটি হোল্ডারস হিসেবে পরিচিত। অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আহরণ এবং রীতিমতো লুণ্ঠনের মাধ্যমে তা সম্পূর্ণ বিদেশে পাচার করে। তার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সামিট গড়ে তুলেছে তার পুরো সাম্রাজ্য। যে টাকা বাংলাদেশের মানুষের রক্তঘামে অর্জিত। কিন্তু সেটির মালিকানা এ দেশের জনগণের নেই। সিঙ্গাপুরে নিবন্ধিত সামিট ইন্টারন্যাশনাল দক্ষিণ এশিয়ার বিদ্যুৎ এলএনজি অবকাঠামো ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে তাদের কোম্পানি প্রোফাইলে বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে তথ্য হলো, বাংলাদেশ ছাড়া কোথাও তারা বিদ্যুৎ উৎপাদন, অবকাঠামো উন্নয়ন বা অন্য কোনো কাজ করে না। তারা শেয়ার কেনার মাধ্যমে ওই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়। একদিকে যেমন তারা বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা নিয়ে বিপুল মুনাফা করে এবং পুরো অর্থই সরকারের নিয়মকানুন উপেক্ষা করে সিঙ্গাপুরে পাঠিয়ে দেয়; সিঙ্গাপুরের কোম্পানিতে বিপুল বিনিয়োগ আছে দেখে তারা অন্যান্য কোম্পানিকেও ইকুইটি শেয়ার কেনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং সফল হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালে সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনাল ২২ শতাংশ শেয়ার, অর্থাৎ ৩৩ কোটি ডলারের শেয়ার কিনে নেয় জাপানস এনার্জি ফোর নিউ এরা (জেরা)। এতে কোম্পানির ভ্যালুয়েশন দেড় বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ জাপানি কোম্পানিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে শতকোটি ডলারের ক্লাবে প্রবেশ করেন আজিজ খান। এ পুরো প্রক্রিয়াটি করা হয়েছে বাংলাদেশের ব্যবসার টাকায়। অথচ বাংলাদেশ এখান থেকে লাভবান হতে পারেনি। শুধু সিঙ্গাপুর এবং সিঙ্গাপুর ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির মাধ্যমে সামিট গ্রুপ তার সাম্রাজ্য বিস্তার করছে বিভিন্ন দেশে। সাম্প্রতিক সময়ে তারা সংযুক্ত আরব আমিরাত, মরিশাস, ফিনল্যান্ড, লুক্সেমবার্গসহ বিভিন্ন দেশে তাদের সম্পদের পাহাড় গড়েছে। আজিজ খান পরিবারের ১১ সদস্যের প্রত্যেকেরই বিদেশে কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো সম্পদের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এ সম্পদগুলো সবই বাংলাদেশের টাকা থেকে তারা বিদেশে পাচার করেছেন বলে দেখা গেছে। অনুসন্ধানে ২০২৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগ পর্যন্ত আজিজ খান পরিবার এবং তাঁর বিভিন্ন সদস্যের সম্পদের নানান বিনিয়োগের খবর পাওয়া যায়। আজিজ খান নিজেই সিঙ্গাপুরের নাগরিক। সিঙ্গাপুরে তাঁর সম্পদের তথ্য প্রকাশিত। তাঁর ছোট ভাই মুহাম্মদ ফয়সাল করিম খান সিঙ্গাপুর ছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরাতে বিপুল সাম্রাজ্যের মালিক। সেখানে তাঁর বিপুল পরিমাণ সম্পদ আছে। আঞ্জুম আজিজ খান হলেন আজিজ খানের স্ত্রী। যাঁর সিঙ্গাপুরে একাধিক ফ্ল্যাট এবং সম্পদ রয়েছে। এ ছাড়া মরিশাসে তিনি সম্পদ করেছেন বলে জানা গেছে। আয়েশা আজিজ খান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পদের মালিক হয়েছেন। এ ছাড়া তিনি যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ফিনল্যান্ডে সম্পদের মালিক হয়েছেন। আদিবা আজিজ খানের আরেক মেয়ে যিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতে বিপুল পরিমাণ সম্পদের পাহাড় করেছেন। এ ছাড়া তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডায় সম্পদ গড়েছেন বলে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া গেছে। এভাবে এ পরিবারের সদস্যরা বাংলাদেশের টাকা লুণ্ঠন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সম্পদের পাহাড় গড়েছেন। এ অর্থ সবই দেখানো হচ্ছে সিঙ্গাপুরে তাঁদের সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনালের অর্থ থেকে। কিন্তু বাস্তবতা হলো সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনালের ব্যবসা শুধু বাংলাদেশে। বাংলাদেশ ছাড়া অন্য দেশে শেয়ার কেনা এবং শেয়ারে বিনিয়োগ ছাড়া তাদের কোনো ব্যবসা নেই। একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের যে ধরনের চরিত্র থাকা উচিত, তার কোনোটাই না থাকার পরও সামিট গ্রুপ বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের লুণ্ঠিত অর্থ দিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়েছে।

এবার জ্যাকসন হাইটে আমাদের নতুন অফিসে আপনাকে স্বাগতম
Northwell Health
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি
হাসপাতালে যে কোন ডাক্তারের রোগী ভর্তি করে থাকি
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park
ডা. মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
ডা. বর্ণালী হাসান ইন্টারনাল মেডিসিন
CALL 917 930 1170
We accept most Insurances & Medicaid
EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
168-40 Highland Ave., Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

ট্রু ইকুইটি নাউ'র ভোটার রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম অব্যাহত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): আগামী ৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য নিউ-ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনের পাশাপাশি সিটি ও ষ্টেটের বিভিন্ন পদের নির্বাচন ঘিরে অন্যান্য কমিউনিটির মতো বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটিও সরব হয়ে উঠছে। বিশেষ করে কমিউনিটিকে সাথে নিয়ে মূলধারার রাজনীতিতে অবদান রাখার লক্ষ্যে নবগঠিত সংগঠন ট্রু ইকুইটি নাউ (টিন) ভোটার রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। চলতি আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করে প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার জুম্মার দিন বিভিন্ন মসজিদে এই কার্যক্রম চলছে। টিন-এর ভোটার রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ২২ আগস্ট শুক্রবার বাদ জুমা কুইন্সের 'ওমর বিন আব্দুল আজিজ মসজিদে' ভোটার রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম পরিচালিত হয় হয়। এ সময় 'টিন' সংগঠনের সদস্যসহ স্থানীয় মুসল্লিরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন বলে সংশ্লিস্টরা জানান। 'টিন'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি, প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মুহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট জে মোল্লা সানি এবং তরুণ রাজনীতিক মাহতাব খান প্রমূখ এই কর্মসূচীতে অংশ নেন।

LAW OFFICES OF ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)
মজিবুর রহমান
লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্ট
- Bankruptcy
- Divorce
- Major Accident Cases
- Business, Incorporation
- Investment
- Estate, Litigation
- Landlord & Tenant Commercial
- Real Estate Closing
- Trade Disputes
Trade Dispute and Investments Involve Bangladeshi Legal Matters
718-545-2600, 917-834-9269
30-05, 30th Avenue, 2Fl, Astoria, NY 11102

সমকালীন ও লোকগানের শিল্পী
কৌশলী ইমা
যোগাযোগ
পরিচালক : সঙ্গীত একাডেমি, কানেকটিকাট (যুক্তরাষ্ট্র)
ফোন : ৮৬০-৭৯৩-১২৮৫
kousholyema@gmail.com

আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা
জ্যামাইকার কুইন্স বুলেবার্ডে বাংলাদেশী মালিকানাধীন
KEY STAR AUTO LLC
ইউএন অটো ও সিলেট মটরস এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
★ AUTO REPAIR ★ AUTO BODY
Foreign & Domestic
* Wheel Alignment * NYS Inspection
* All Insurance Work for all kinds of Auto Repair & Body Work
অভিজ্ঞ মেকানিকস দ্বারা পরিচালিত উন্নত সেবার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
অত্যন্ত যত্ন সহকারে আধুনিক উপায়ে গাড়ীর বডি মেরামত করি
★ সবধরনের গাড়ী এবং ইন্স্যুরেন্সের কাজ করে থাকি
★ সার্ভিস এন্ড পার্টস ওয়ারেন্টি
★ সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড মেশিনারিজ
★ বিশালকায় গ্যারেজ, পার্কিং সুবিধা
★ কাষ্টমারদের জন্য রয়েছে ওয়েটিং রুম ও নামাজের পৃথক ব্যবস্থা
★ আমরা সার্ভিস ও পার্টসের ১০০% গ্যারান্টি দিয়ে থাকি
We Accept all Major Credit Cards
OPEN Monday to Saturda

Tel: 718-739-4030
Sham-917-686-2870
Munna-917-749-5483
139-31 Queens Blvd. Jamaica, NY 11435

EMPIRE STATE INSURANCE & EXPRESS DMV SERVICE
Plates & Registration For (TLC, Regular, Commercial, Vehicles)
Plate Surrender, Duplicate Tittle & Registration
Address Change, Title Only, Replace lost Plates
WE INSURE AUTO, HOME BUSINESS, TLC (UBER & LYFT), GENERAL LIABILITY, WORKERS COMPENSATION, DISABILITY, BONDS.
আপনার সকল প্রকার ইন্সুরেন্সের জন্য আজই যোগাযোগ করুন।
Shipping Services Domestic And International (Fedex, DHL), Money Transfer
6 Hours DDC.
CALL: 718-297-3100

Free Quotes At
www.wmpirestate168.com
8752 168Th St. 2nd Fl.
Jamaica, NY 11432

ডলার সংকটের বৃত্ত মুক্ত হলো বাংলাদেশ

ঢাকা : টানা চার বছর পর ডলার সংকটের বৃত্ত থেকে বের হলো বাংলাদেশ। এখন ডলার খরচের চেয়ে আয় বেশি। ফলে ডলারের বিপরীতে টাকার মান স্থিতিশীল রয়েছে। নতুন করে ডলারের দাম বাড়ছে না। এটি ১২২-১২৩ টাকার মধ্যেই থাকবে। এছাড়া আমদানি বাণিজ্য ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। আমদানি ব্যয় মেটানোর পাশাপাশি আগের বকেয়া ঋণ পরিশোধ করা হচ্ছে। তারপরও দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ছে। ডলারের কারণে সৃষ্ট প্রবল অর্থনৈতিক চাপও পর্যায়ক্রমে কমতে শুরু করেছে। তবে রপ্তানি আয় এবং রেমিট্যান্সে নেতিবাচক প্রভাব রোধে সরকার নানাভাবে ডলারের দাম ধরে রাখছে। ফলে ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি হলেও আপাতত ডলারের দাম কমছে না। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ডলার সংকটের মূল কারণ ছিল দেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা পাচার। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুদ্রা পাচার বহুলাংশে কমে আসে। এর প্রভাবে ডলারের প্রবাহ বাড়তে থাকে। পাশাপাশি হুন্ডি চ্যানেলগুলোয় লাগাম টানায় রেমিট্যান্সও বেড়েছে। এর প্রভাব পড়েছে বৈদেশিক মুদ্রা আয়-ব্যয়ের চলতি হিসাবে। তবে আইএমএফ বলেছে, মন্দা কেটে গেলেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়বে। তখন আমদানিও বেড়ে যাবে। এর প্রভাবে চলতি হিসাবে ঘাটতি দেখা দিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, নয় বছর ধরে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা আয়-ব্যয়ে সরকারের কেন্দ্রীয় বৈদেশিক মুদ্রার চলতি হিসাবে ঘাটতি দেখা দেয়। সর্বশেষ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত ছিল ৪২৬ কোটি ২০ লাখ ডলার। এরপর থেকে টানা আট বছর ১১ মাস এ হিসাবে আর ডলার উদ্বৃত্ত হয়নি। প্রতিবছর ঘাটতি বেড়েছে। গত অর্থবছরের মে পর্যন্ত এ হিসাবে ঘাটতি ছিল। জুনে এসে ডলারের প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় এ হিসাবে উদ্বৃত্ত দেখা দেয়। পুরো অর্থবছর শেষে উদ্বৃত্ত দেখা দেয় ১৪ কোটি ৯০ লাখ ডলার। অর্থাৎ ওই আট বছর ১১ মাস বা প্রায় ৯ বছর চলতি হিসাবে ঘাটতি ছিল।

ডলারের আয়ের চেয়ে খরচ বেশি হলেই এ হিসাবে ঘাটতি দেখা দেয়। অব্যাহতভাবে এ ঘাটতি চলতে থাকলে ইঙ্গিত করে যে সামনে ডলার সংকট হবে। কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার এটি কোনোভাবেই আমলে নেয়নি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চলতি হিসাবে ঘাটতি দেখা দেয় ১৩৩ কোটি ১০ লাখ ডলার। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ঘাটতি আরও বেড়ে দাঁড়ায় ৮৭৮ কোটি ২০ লাখ ডলার। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ ঘাটতি কিছুটা কমে দাঁড়ায় ৫১০ কোটি ২০ লাখ ডলার। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঘাটতি আরও কিছুটা কমে দাঁড়ায় ৪৮৪ কোটি ৯০ লাখ ডলার। ২০২০-২১ অর্থবছরে আরও কমে ঘাটতি নেমে আসে ৪৫৭ কোটি ৫০ লাখ ডলারে। করোনার সময়ে ব্যাপকভাবে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়লেও এবং আমদানি ব্যয় কমলেও বৈদেশিক মুদ্রার চলতি হিসাবে ঘাটতি থামেনি। আশঙ্কা করা হয়, ওই সময়ে দেশ থেকে ব্যাপকভাবে টাকা পাচার হচ্ছিল। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির শেষদিকে বৈশ্বিক মন্দা শুরু হয়। এর প্রভাবে আমদানি পণ্যের দাম বেড়ে দেশের আমদানি ব্যয়ও বেড়ে যায়। শুরু হয় ডলার সংকট। বেড়ে যায় ডলারের দাম। এসব কারণে ২০২১-২২ অর্থবছরে চলতি হিসাবে ঘাটতি রেকর্ড পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১৮৬৩ কোটি ৯০ লাখ ডলারে। এরপর আমদানি ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করায় ঘাটতি আর এত ব্যাপকভাবে বাড়েনি। বরং কমেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঘাটতি কমে দাঁড়ায় ৩৩৩ কোটি ৪০ লাখ ডলারে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ঘাটতি আবার বেড়ে দাঁড়ায় ৬৬০ কোটি ২০ লাখ ডলারে। দেশে বৈদেশিক মুদ্রার গ্রস রিজার্ভ ২০২১ সালের আগস্টে বেড়ে দাঁড়ায় সর্বোচ্চ ৪৮০৬ কোটি ডলারে। এরপর থেকেই রিজার্ভ কমতে থাকে। কারণ করোনার পর পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতে থাকলে আমদানি বাড়তে থাকে। যে কারণে ওই বছরের সেপ্টেম্বরে রিজার্ভ কমে দাঁড়ায় ৪৬২০ কোটি ডলার। অক্টোবরে সামান্য বেড়ে নভেম্বরে আবার কমে দাঁড়ায় ৪ হাজার ৪৮৮ কোটি ডলারে। রিজার্ভ নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার অনেক গর্ব করত। কিন্তু সেই গর্বের রিজার্ভ সংকট শুরু হলে তিন মাসও স্বস্তি দিতে পারল না। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে বৈশ্বিক মন্দা শুরু হলে আমদানি ব্যয় বাড়ায় রিজার্ভ ব্যাপকভাবে কমতে থাকে। এপ্রিল এসে রিজার্ভের পতন ঠেকাতে আমদানি নিয়ন্ত্রণে এলসি মার্জিন আরোপ করা হয়। ওই বছরের জুন পর্যন্ত রিজার্ভ ৪ হাজার কোটি ডলারের ওপরে ছিল। জুলাইয়ে আকুর দায় শোধের পর রিজার্ভ ৪ হাজার কোটি ডলারের নিচে নেমে যায়। অর্থাৎ ৩ হাজার ৯৬০ কোটিতে নেমে আসে। ২০২৩ সালের মে মাসে রিজার্ভ ৩ হাজার কোটি ডলারের নিচে নেমে যায়। অর্থাৎ ২ হাজার ৯৮৭ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। জুনে আবার বেড়ে ৩ হাজার ১২০ কোটি ডলারে ওঠে। ওই বছরের জুলাইয়ে আবার ৩ হাজার কোটি ডলারের নিচে অর্থাৎ ২ হাজার ৯৭৩ কোটি ডলারে নেমে আসে। এরপর থেকে ২০২৪ সালের জুন রিজার্ভ কমে ২ হাজার ৬৮১ কোটি ডলারে নামে। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগ পর্যন্ত রিজার্ভ কমে ২ হাজার ৫৮২ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। ওই সময়ে নিট রিজার্ভ ছিল ২ হাজার ৩৯ কোটি ডলার। ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ ছিল আরও কম। এর আগে ২০২৩ সালের নভেম্বরে নিট রিজার্ভ কমে ১ হাজার ৯৩০ কোটি ডলারে নেমে যায়। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ সরকারের রেখে যাওয়া দেনা শোধ করতে থাকে। ফলে রিজার্ভও কমতে থাকে। নভেম্বরে রিজার্ভ কমে দাঁড়ায় ২ হাজার ৪৩৫ কোটি ডলারে। ডিসেম্বরে রিজার্ভ আবার বেড়ে ২ হাজার ৬২১ কোটি ডলার হয়। গত জুনে তা বেড়ে ৩ হাজার ১৭৭ কোটি ডলারে ওঠে। আগস্টে তা ৩ হাজার ৮৭ কোটি ডলারে রয়েছে। রিজার্ভ যখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে ২০২১ সালের আগস্টে ডলারের দাম ৮৪ টাকা ৯৫ পয়সা। সেপ্টেম্বরেই তা বেড়ে ৮৫ টাকা ২৬ পয়সায় ওঠে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ওঠে ৮৬ টাকায়। একই বছরের মে মাসে ৮৭ টাকা ১৮ পয়সায় ওঠে। ২০২২ সালের জুন থেকেই ডলারের দাম পাগলা ঘোড়ার গতিতে বাড়তে থাকে। জুনে বেড়ে হয় ৯২ টাকা। জুলাইয়ে ৯৩ টাকা ৮৮ পয়সা। আগস্টে ৯৪ টাকা ৯০ পয়সা। সেপ্টেম্বরে ৯৯ টাকা ৬৭ পয়সা। ওই মাসের শেষদিকে তা ১০০ টাকা অতিক্রম করে ১০১ টাকা ৫০ পয়সায় ওঠে। ওই সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঘোষিত দামে ব্যাংকগুলোয় ডলার পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন প্রতি ডলার গড়ে ১৩০ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল, যা ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঘোষিত দাম ২০২৩ সালের জুনে ১০৮ টাকা ৩৪ পয়সায় ওঠে। ওই বছরের সেপ্টেম্বরে আরও বেড়ে দাঁড়ায় ১১০ টাকা ৫০ পয়সায়। ২০২৪ সালের মে মাসে শেষে এক লাফে বেড়ে ১১৭ টাকা ৯১ পয়সা হয়। জুনে হয় ১১৮ টাকা। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে ছিল ১১৮ টাকা। ওই বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলে নতুন সরকার আগস্টে ডলারের দাম আরও বাড়িয়ে ১২০ টাকা করে। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ১২২ টাকা করা হয়। মে মাসে তা বেড়ে ১২২ টাকা ৯৬ পয়সায় ওঠে। আগস্টে আবার কমে ১২২ টাকা ৫০ পয়সার মধ্যে রয়েছে।

জাতিসংঘে একই দিনে ভাষণ দেবেন ইউনূস-মোদি-শাহবাজ

বাংলাদেশ ডেস্ক : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আসন্ন ৮০তম অধিবেশনে একই দিনে ভাষণ দেবেন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে এই অধিবেশন শুরু হবে। আর ২৬ সেপ্টেম্বর এই তিন নেতার ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে। জাতিসংঘের শীর্ষ কর্মকর্তাদের শেয়ার করা প্রাথমিক সূচি অনুযায়ী, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পরপরই শাহবাজ শরিফের বক্তৃতা নির্ধারিত রয়েছে। ফলে ইসলামাবাদের জন্য সরাসরি নয়াদিল্লির বক্তব্যের জবাব দেওয়ার কৌশলগত সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে কূটনীতিকরা মনে করছেন। শাহবাজ শরিফের নেতৃত্বে পাকিস্তানের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দলে থাকবেন দেশটির উপ-প্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার ও প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা তারিক ফাতেমি। ৮০তম সাধারণ পরিষদ অধিবেশন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে ৯ সেপ্টেম্বর। তবে উচ্চপর্যায়ের সাধারণ বিতর্ক চলবে ২৩ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। চলতি বছর অধিবেশনের মূল প্রতিপাদ্যড় 'বেটার

টুগেদার: এইটি ইয়ার্স অ্যান্ড মোর ফর পিস, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস'। প্রথা অনুযায়ী প্রথম বক্তৃতা করবেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট। এরপর বক্তব্য দেবেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পড় দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হওয়ার পর এটিই হবে জাতিসংঘে তার প্রথম ভাষণ। পাকিস্তান ও ভারতের পর একই দিনে ভাষণ দেবেন ইসরাইল, চীন এবং বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস। ফলে শাহবাজ-মোদি-ইউনূসের ধারাবাহিক ভাষণ দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক বাস্তবতা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুন মাত্রা আনবে বলে পর্যবেক্ষকদের মত। পর্যবেক্ষকদের মতে, ভারত যেখানে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার প্রশ্নকে গুরুত্ব দেবে, পাকিস্তান সেখানে কাশ্মীর ইস্যু ও আঞ্চলিক শান্তিকে সামনে আনতে চায়। এক জ্যেষ্ঠ পাকিস্তানি কূটনীতিক বলেছেন, বিশ্ব ইতোমধ্যেই দেখেছে কীভাবে দক্ষিণ এশিয়া মুহূর্তেই সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে পারে। কাশ্মীর সমস্যার ন্যায্য সমাধান ছাড়া জাতিসংঘের শান্তি, উন্নয়ন ও মানবাধিকারের প্রতিশ্রুতি এ অঞ্চলে বাস্তবায়িত হবে না। জাতিসংঘের এই অধিবেশনটি ব্যস্ততম কূটনৈতিক মৌসুম হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে। একদিকে গাজায় ইসরাইলি যুদ্ধ, অন্যদিকে ইউক্রেন সংঘাত ও মে মাসে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে যুদ্ধপরিস্থিতির পরবর্তী অভিঘাতড় সব মিলিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার অস্থিতিশীলতা বিশ্বমঞ্চে বিশেষভাবে আলোচিত হবে। অধিবেশনের সময়সূচি অনুযায়ী, ২৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ জলবায়ু ইভেন্ট এবং ২৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে পারমাণবিক অস্ত্র সম্পূর্ণ নির্মূলের আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক। সূত্র : ডন

পিয়নের ৪০০ কোটি লোভ ও নির্বাচন প্রসঙ্গ

(প্রথম পাতার পর)

ও তার লোভের সঙ্গীদের ডুবিয়েছে। একজন ব্যক্তির এত লোভ থাকা উচিত? প্রধানমন্ত্রীর পিয়ন চারশ' কোটি টাকার মালিক ও তিনি হেলিকপ্টারে ভ্রমণ করেন! কল্পনা করা যায়? পিয়নের মালের পরিমাণ যদি এত হয়, তার পারিষদবর্গের একেক জন কত বিত্তের মালিক হতে পারেন? কৌটিল্য তার বিখ্যাত 'অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে বলেছেন: "পানিতে একটি মাছ কখন কতটুকু পানি পান করে তা জানা যেমন অসম্ভব, অনুরূপ একজন সরকারি কর্মচারি কি পরিমাণ অর্থ চুরি করছেন তা নির্ণয় করাও অসম্ভব।" কৌটিল্য তার যুগে 'সরকারি কর্মচারি' উল্লেখ করলেও আধুনিক যুগে সরকারি কর্মচারির ঘাড়ের ওপর চেপে থাকে মন্ত্রী, সংসদ সদস্যসহ অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিনিধি, দলীয় নেতাকর্মীরা। অতএব চুরির ক্ষেত্র নিম্নস্তর থেকে উর্ধতন পর্যায়ে ব্যাপ্ত। যার ক্ষমতার এখতিয়ার যত বেশি, তার চুরির পরিমাণও তত বেশি।

পরলোকগত লেখক সাংবাদিক খুশবন্ত সিং এর সংকলিত অসংখ্য 'জোকস' এর একটি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দুর্নীতির ওপর: কেরালা বিধানসভার এক সদস্য চণ্ডীগড়ে এসে তার বন্ধু পাঞ্জাবের এক মন্ত্রীর বাসভবনে উঠেন। তার বিলাসবহুল বাড়ি ও প্রাচুর্য দেখে জানতে চান, "তুমি কীভাবে এত বিত্তের মালিক হলে?" মন্ত্রী বন্ধুকে বলেন, "আগামীকাল তোমাকে দেখাবো। পরদিন মন্ত্রী মহোদয় বন্ধুকে গাড়িতে নিয়ে এক জায়গায় থামলেন। গাড়ি থেকে নেমে মন্ত্রী আঙুল তুলে দূরের এক উপত্যকা দেখিয়ে কেরালার বন্ধুকে বললেন, "দুমি কি ওখানে একটি ব্রিজ দেখতে পাচ্ছো। ওই ব্রিজের নির্মাণ ব্যয়ের অর্ধেকটাই আমার পকেটে এসেছে।"

চার বছর পর পাঞ্জাবি তার মন্ত্রিত্ব হারিয়েছেন। তিনি কেরালার রাজধানী ত্রিবেন্দ্রামে গিয়ে তার পুরনো এমএএ বন্ধুর বাসভবনে উঠলেন, যিনি তখন কেরালার মন্ত্রী হয়েছেন। পাঞ্জাবি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, "তুমি আমাকেও হার মানিয়ে দিয়েছ। ক্রিস্টালের ঝাড়বাতি, ইটালিয়ান মার্বেল, মার্সিডিজ গাড়ি। কী করে এসব সম্ভব হলো?" মন্ত্রী বললেন, "তোমাকে আগামীকাল দেখাবো।" পরদিন সকালে মন্ত্রী তাকে গাড়িতে নিয়ে গেলেন। এক স্থানে থামার পর মন্ত্রী উপত্যকার দিকে দেখিয়ে বললেন, "তুমি কি ওখানে কি একটা ব্রিজ দেখতে পাচ্ছ?" পাঞ্জাবি উত্তর দিলেন, "না, আমি তো ওখানে কোনো ব্রিজ দেখতে পাচ্ছি না।" মন্ত্রী বললেন', "ঠিকই বলেছ', ওখানে কোনো ব্রিজ নেই। কারণ, ব্রিজের পুরো অর্থ আমার পকেটে এসেছে।"

এ ধরনের জোকস কেবল হাসি-মস্করার জন্য নয়, সরকারের দায়িত্বে নিয়োজিতদের চরম দুর্নীতিপরায়ণতার কারণেই সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম ছিল না। জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশে ক্ষমতায় থাকা দলের লোকজনের বিত্তবৈভব কামাইয়ের অবাধ সুযোগ এসেছিল পাকিস্তান সমর্থক অবাঙালিদের সম্পত্তি দখল-লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে। এরপর বিত্ত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কেউ আর রাখঢাক করেনি। আওয়ামী লীগ, বিএনপি সমানতালে মাল কামিয়েছে। আওয়ামী লীগ 'আমার দেশ,' 'বাবার দেশ,' এর দাবিদারের সাঙ্গপাঙ্গরা দেশকে 'মৌরসি পাট্টা' (পুরুষানুক্রমে জমি ভোগ করার বন্দোবস্ত; বা চিরস্থায়ী অধিকার') ভেবে হিসেবে মাল কামানোর ক্ষেত্রে নিজেরাই নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করেছিল। তারা লক্ষ-কোটি টাকার প্রজেক্ট নিয়েছে এবং বিনা বাধায় লুট করেছে। পিয়নের ৪০০ কোটি টাকা হলে পাইক-বরকন্দাজ, উজির-নাজিরদের কত হয়েছে?

'লোভই সকল পাপের মূল'। এ সম্পর্কে একটি সংস্কৃত প্রবাদ আছে: "লোভাত ক্রোধপ্রভবতি, লোভাত কাম প্রজায়তে, লোভান-মহাশ্চ নাহাশ্চলোভা পাপস্য কারান-াম" অর্থ্যাৎ 'লোভ ক্রোধ সঞ্চার করে, অতিরিক্ত লোভ-লালসা ধ্বংস ডেকে আনে, কারণ লোভই সকল পাপের মূল।' চব্বিশের জুলাই আন্দোলনে সাড়ে পনেরো বছর ধরে বাংলাদেশে ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিশ্বরী দশভূজা মা দুর্গার মতো কল্পিত অসুর বিনাশিনী শেখ হাসিনা ও তার দুস্কর্মের সঙ্গীরা সদলবলে পলায়ন করলেও বাংলাদেশ থেকে লোভের বিনাশ ঘটবে, এমন আশা করা বৃথা। ১৯৪৭ সাল থেকে হিসাব করলে গত ৭৮ বছর যারাই শাসকের মসনদে বসেছেন, দৃশ্যত তারা সুদর্শন, আকর্ষণীয়, সুঠামদেহী হলেও এবং তারা সুন্দর সুন্দর বচন দিলেও তাদের অন্তরে ছিল প্রতারণা। এ প্রসঙ্গে সংস্কৃতে একটি প্রবাদ আছে: "আকৃতিরবাকাস্য দৃষ্টিসতু কাকস্য," অর্থ্যাৎ 'দেখতে তারা সারসের মতো হলেও তাদের দৃষ্টি কাকের মতো।'

যারা শেখ হাসিনা ও তার সঙ্গীদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাদের মতোই চুরি-চামারিতে লিপ্ত হতে ব্যগ্র, তারা নিয়মরীতি লঙ্ঘন করে হলেও তড়িঘড়ি ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ছটফট করছে। দীর্ঘ আঠারোটি বছর তারা ক্ষমতা-বঞ্চিত। ক্ষমতার বঞ্চনার চেয়ে তাদের বেশিষ্ট কষ্ট দু'হাতে মাল কামাতে না পারার কষ্ট। ক্ষমতা হাতে এলেই পথটা সহজ হয়ে যায়। তাদের সময় কম, বাধা অনেক, সংস্কৃত প্রবাদে বলা হয়: "অল্পশ্চ কালা বভশ্চ বিঘ্ন।"

তারা 'জুলাই সনদ' মানতে অনাগ্রহী। তাদের দাবি, আগে নির্বাচন পরে সংস্কার। সরকার পতনের মূলে যারা ছিল, তাদের কথা হলো, 'জুলাই সনদের ভিত্তিতে আগে সংস্কার, পরে নির্বাচন'। শেখ হাসিনার মেয়াদ যদি ২০২৮ সাল পর্যন্ত লম্বিত হতো, তাহলে তারা কার কাছে 'অবিলম্বে নির্বাচন' দাবি করতেন? লেজ গুটিয়ে লোকান্তরিত থাকতে হতো তাদের। অন্তবর্তী সরকার নির্বাচন দিতে চেয়েছে, এই তো বেশি। গতবছরের উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সামরিক আইন জারি করা হলে রাজনৈতিক দলগুলোকে গর্তেই থাকতে হতো। প্রাচীন রোমের একটি প্রবাদকে প্রায়ই এভাবে অনুবাদ করা হয়: "একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি উপাদেয় খাদ্যের স্বপ্ন দেখতে পারে না," যার ইংরেজি রূপ: "অ্যা বেগার ক্যান নট বি চুজারস।" সরকার যা দিচ্ছে, তা গ্রহণ করুন।

যেভাবেই হোক, কোনো ব্যতিক্রম না ঘটলে সাড়ে পাঁচ পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আমার মতো অনেকে আশাবাদী। যারা নির্বাচিত হবেন, তারা নির্বাচনের খরচ তোলার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবেন, তা প্রায় স্বতসিদ্ধ। আমার মতো যারা নির্বাচনের ধারেকাছে নেই, তারা তো আশা করতে পারি, যেকোনোভাবে জন্মভূমির কল্যাণ হোক।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস

সেবা সমূহ
ব্যানার - পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড - মগ
ক্যালেন্ডার - ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন - লেভেল/স্টিকার
ফ্লায়ার - আইডি কার্ড
মেনু - টি-শার্ট
পত্রিকা এড - রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড - ভিজিটিং কার্ড
পোস্টার - লেমিনেশন
ক্রেস্ট - ফোল্ডার

We are in Jackson Heights NY 11372

আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং

www.bigdesignus.com

সুবিধা সমূহ
- সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
- জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
- কাজের সুন্দর পরিবেশ
- ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা

BIG DESIGN
PROFESSIONAL

37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

হাসিনার নৃশংসতার প্রতিবাদে জেগে ওঠে ছাত্র-জনতা : ওয়াশিংটনে মাহফুজ আলম

(প্রথম পাতার পর)

নৃশংসতা চালিয়েছেন তার প্রতিবাদ জেগে ওঠে ছাত্র-জনতা। দীর্ঘ ১৬ বছরের দুঃশাসন, হত্যাযজ্ঞ, গুম-খুন ও দুর্নীতির কারণে মানুষ ছিল অসহায়। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মঙ্গলবার ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ২৭ আগস্ট বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তার এই বক্তব্যের কথা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সদস্য, কমগ্রেসম্যান, স্টেটস ডিপার্টমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক ও যুক্তরাষ্ট্রে থেকে গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী ও প্রবাসীরা।

তথ্য উপদেষ্টা বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশ্য হলো বৈষম্য দূর করে বাংলাদেশে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠা করা, যার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে। রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন হলেও একটি উন্নত বাংলাদেশ নির্মাণে সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে। অনুষ্ঠানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ওপর নির্মিত তথ্যচিত্র 'শ্রাবণ বিদ্রোহ' প্রদর্শন করা হয়। জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়, যা মানুষের মাঝে জুলাই চেতনাকে জাগ্রত রাখবে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উজ্জীবিত করবে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে শাসন ব্যবস্থার গুনগত পরিবর্তন, বৈষম্য দূরীকরণ, মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং ন্যায্যতার ভিত্তিতে সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে যারা শহীদ হয়েছেন, আহত হয়েছেন তাদেরকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় অনুষ্ঠানে।

নিউইয়র্কে তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম

এদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিরা জুলাই আন্দোলনে যে অবদান রেখেছেন তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রবাসীরা জুলাইয়ে আমাদের সাথে ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। গত ২৪ আগস্ট রোববার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটিতে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন মাহফুজ আলম। মতবিনিময় সভায় তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম জুলাই আন্দোলনে বিএনপি-জামায়াতসহ সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের কথা স্মরণ করেন। সভায় জুলাই আন্দোলনে শহীদদের জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, আমি কোনো রাজনৈতিক দলের অংশীজন নই। আমরা চাই ভবিষ্যতে যারাই ক্ষমতায় আসুক তারা জুলাই চেতনাকে ধারণ করে দেশ পরিচালনা করবেন। দুর্নীতিমুক্ত, জবাবদিহিমূলক হবে রাষ্ট্র। নিজের রাজনৈতিক চেতনার চেয়েও দেশকে প্রাধান্য দিতে হবে। সবার উর্ধে দেশকে এবং দেশের জনগণকে যেন আমরা রাখি।প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্য উপদেষ্টা জুলাই আন্দোলনে প্রবাসীদের অংশগ্রহণের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, 'জুলাই সনদে প্রবাসীদের অবদান উল্লেখ থাকবে।

ওয়াশিংটন ডিসি থেকে অনুষ্ঠানে আসা সচিব পদমর্যাদায় বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার গোলাম মোর্তোজা বলেন, 'একটা দেশে রাজতন্ত্র চলছিল, সে দেশের রাজা ছিলেন, রাজার বোন ছিলেন, রাজার ছেলে-মেয়েরা রাজপুত্র ছিলেন। পুরো দেশটা তাঁদের ছিল, আপনারা ছাত্র–জননেতারা রক্ত দিয়ে সেই রাজার পতন ঘটালেন, দেশ থেকে বিতাড়িত করলেন, এখন সে একটা ডিম নিক্ষেপ করবে , একটা কটূক্তি করবে, মাহফুজ আলমের পতন চাইবে, এটাই তো স্বাভাবিক।'

সভায় ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার গোলাম মোর্তজা বলেন, দখলদার আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রবাসীরা রেমিট্যান্স বন্ধ করে আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছেন। তেমন করে এখন রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিকে সুসংহত করছেন। আমরা প্রবাসীদের এই মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, জুলাই আন্দোলন যদি না হতো হয়তো আমাদের সাথে আর আপনাদের দেখা হতো না। পরে তিনি আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আহতদের প্রতি সমবেদনা জানান।অনুষ্ঠানে প্রশ্নোত্তর পর্বে উপদেষ্টাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কাউন্সেলর ইসরাত জাহান।

সাড়ে ৫ কোটি ভিসাধারীর জন্য দুঃসংবাদ

(প্রথম পাতার পর)

৫০ লাখ বিদেশি ব্যক্তির তথ্য নতুন করে যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে আমেরিকান পররাষ্ট্র দপ্তর। তাঁদের মধ্যে কেউ যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করার মতো অভিবাসনের কোনো নিয়ম লঙ্ঘন করেছে কি না, বা ভিসার শর্ত লঙ্ঘন করছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। খবরটি আসে। এদিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ঘোষণা দেন, আপাতত বিদেশি ট্রাকচালকদের জন্য কোনো কর্মভিসা দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, বিদেশি চালকেরা 'মার্কিন নাগরিকদের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছেন এবং স্থানীয় চালকদের কাজ নষ্ট করছেন।' বার্তা সংস্থা এপির এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, সব ভিসাধারীর ওপর সব সময় নজর রাখা হয়। যদি দেখা যায়, কেউ ভিসার নিয়ম ভেঙেছে বা ভিসার যোগ্য নন, তাহলে তাঁর ভিসা বাতিল করা হবে। আর তিনি যদি যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন, তবে তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, যেসব বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে তার মধ্যে আছেড়্ভিসার মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়ার পরও যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, জননিরাপত্তার জন্য হুমকি, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বা সন্ত্রাসী সংগঠনকে সহায়তা করা। পররাষ্ট্র দপ্তর আরও বলেছে, তারা আইনপ্রয়োগকারী বাহি-নীর রেকর্ড, অভিবাসন নথিপত্র এবং অন্য যেকোনো তথ্যও বিবেচনায় নিয়ে থাকে। এমনকি ভিসা দেওয়ার পর নতুন কোনো তথ্য সামনে এলে সেগুলোও খতিয়ে দেখা হয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প গত জানুয়ারিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে অভিবাসীদের দমনে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছেন। শুধু অবৈধ নয়, বৈধভাবে থাকা অভিবাসীরাও তাঁর প্রশাসনের হয়রানির শিকার হচ্ছেন। প্রথমে ট্রাম্প প্রশাসন বলেছিল, তারা শুধু বিপজ্জনক অপরাধীদের ধরতে অভিযান চালাবে। কিন্তু এখন প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে আটক করা হচ্ছে। নিউইয়র্ক টাইমসের হিসাবে, এভাবে চলতে থাকলে ২০২৫ সালে প্রায় চার লাখ অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দেওয়া হবে।

কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই রেস্তোরাঁ, নির্মাণস্থল, খামারে গিয়ে অভিযান চালাচ্ছে। এমনকি অভিবাসন এজেন্টরা নানা আইনি সহায়তার জন্য আদালতে যাওয়া অভিবাসীদেরও আটক করছে। মার্কিন সরকার মানবিক ভিসা আর অস্থায়ী সুরক্ষা মর্যাদা কমানোর চেষ্টা করছে। আগে এসব সুযোগ কাজে লাগিয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে থাকা লাখ লাখ অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস ও কাজ করার অধিকার পেতেন। বিদেশি শিক্ষার্থী ভিসাধারীরাও বাদ যাচ্ছেন না। চলতি বছরের এই কয় মাসেই ৬ হাজার শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করা হয়েছে। সরকারের দাবি, তারা আইন লঙ্ঘন করেছে বা সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করেছে। তবে বাস্তবে দেখা গেছে, শুধু ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া বা স্বাধীন মতামত প্রকাশ করার কারণে অনেক শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করা হয়েছে। অথচ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ ও এই অধিকার সংবিধানের মাধ্যমে সুরক্ষিত। এমনও হয়েছে, কেউ কোনো

আন্দোলনে অংশ নেননি, তবুও তাঁদের ভিসা বাতিল করা হয়েছে। অবৈধ অভিবাসীদের উগান্ডা পাঠাচ্ছেন ট্রাম্প : অবৈধ অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে কঠোর নীতির অংশ হিসাবে হন্ডুরাস ও উগান্ডার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নতুন এই চুক্তি অনুযায়ী, নিজেদের নাগরিক নন এমন অভিবাসীদের গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে দেশ দুটি। এটি ট্রাম্পের অবৈধ অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টার অংশ এবং আন্তর্জাতিকভাবে অভিবাসী পুনর্বাসনের একটি বড় পদক্ষেপ। তবে এই পদক্ষেপটি বিশ্বজুড়ে ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের এই নীতির তীব্র নিন্দা জানিয়েছে মানবাধিকার সংস্থাগুলো। তবে চুক্তিটি ঠিক কবে হয়েছে তা প্রকাশ করেনি দেশগুলো। বৃহস্পতিবার উগান্ডার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী সচিব বাগিইর ভিনসেন্ট ওয়াইসওয়া জানিয়েছেন, দুই দেশ এখন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। বিবিসি, দ্য গার্ডিয়ান, সিবিএস। দ্য গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়েছে, উগান্ডা প্রায় ২০ লাখ শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দিতে সম্মত হয়েছে। যাদের অধিকাংশই ডেমেক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ কংগো, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, দক্ষিণ সুদান এবং সুদানসহ পূর্ব আফ্রিকার অন্যান্য দেশ থেকে এসেছে। বুধবার বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উগান্ডা যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে আশ্রয়প্রার্থী এশীয় ও আফ্রিকান অভিবাসীদের একটি অনির্দিষ্ট সংখ্যাকে গ্রহণ করবে। অন্যদিকে, হন্ডুরাস দুই বছরের মধ্যে স্প্যানিশভাষী দেশগুলোর কয়েকশ নির্বাসিত ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছে। তবে চুক্তিতে বলা হয়েছে, এই অভিবাসীদের কোনো অপরাধমূলক রেকর্ড থাকা চলবে না। চুক্তি অনুযায়ী, মোট কতজন পুনর্বাসিত হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ট্রাম্প প্রশাসন বিভিন্ন মহাদেশের একাধিক দেশের সঙ্গে একই ধরনের নির্বাসন চুক্তি করার জন্য চাপ প্রয়োগ করছে। এর আগে প্যারাগুয়ে, রুয়ান্ডা, পানামা এবং কোস্টারিকার মতো দেশগুলোও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে 'নিরাপদ তৃতীয় দেশ' হিসাবে অভিবাসী গ্রহণে সম্মত হয়েছে। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের নির্বাচনি প্রচারণার অন্যতম প্রধান প্রতিশ্রুতি অবৈধ অভিবাসীদের বিতাড়ন। চলতি বছরের জানুয়ারিতে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে মরিয়া হয়ে উঠেছেন তিনি। সম্প্রতি মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের এক রায়ে প্রশাসনকে অভিবাসীদের তাদের নিজ দেশ ছাড়া অন্য কোনো দেশে নির্বাসিত করার অনুমতি দিয়েছেন। যা এই নীতি বাস্তবায়নের পথকে আরও সুগম করেছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলো ট্রাম্প প্রশাসনের এই নীতির তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, এ ধরনের চুক্তির ফলে আশ্রয়প্রার্থীদের এমন দেশে পাঠানো হতে পারে যেখানে তাদের জীবন ও নিরাপত্তা মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। এই নীতিকে আন্তর্জাতিক শরণার্থী আইনের লঙ্ঘন বলেও অভিহিত করেছেন অনেকেই। সমালোচকরা বলছেন, 'অভিবাসীদেরকে রাজনৈতিক খেলায় ব্যবহার করা হচ্ছে।'

২১ আগস্ট স্টেট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে এ নির্দেশ দেওয়া হয়। জানা গেছে, গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসি তৎপরতার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্সিটিগুলোতে তুমুল বিক্ষোভের পর আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ভিসা বাতিলের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এখন সেই পদক্ষেপের সঙ্গে যুক্ত করা হলো সব নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসাধারীদেরও। ভিসার আবেদনে মিথ্যা তথ্য প্রদান, ভিসা ইস্যুর পর তা বাতিল হওয়ার মতো আচরণে লিপ্ত কিংবা ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ না করে ভিন্ন কর্মসূচিতে (বিবাহ, অ্যাসাইলাম, রিফিউজি, নির্যাতিত ভিকটিম) অভিবাসনের মর্যাদার জন্য আবেদনকারীরা এ পদক্ষেপের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। তাদেরকে বহিষ্কার করা হবে। ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত/দোষী সাব্যস্ত হওয়া বিদেশিরাও গ্রেপ্তারের আওতায় আসবেন এবং কোনো ধরনের প্রোগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাসের আবেদন করে থাকলে সেগুলোও বাতিল বলে গণ্য হবে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রের ভঙ্গুর অভিবাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে যতটা কঠোর হওয়া দরকার তা অবলম্বন করছেন। এরই মধ্যে সীমান্তকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার আওতায় আনা হয়েছে। ইমিগ্র্যান্ট/নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। নাম পাল্টিয়ে অথবা ঠিকানা বদলকারী অবৈধ অভিবাসীদের শনাক্ত এবং গ্রেপ্তারের প্রক্রিয়াকেও ঢেলে সাজানো হয়েছে। অবৈধ/অপরাধী অভিবাসীদের চিহ্নিত ও গ্রেপ্তারের দায়িত্বপ্রাপ্ত 'ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট' তথা আইসে জনবলের যে সংকট ছিল তা পূরণের স্বার্থে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ করেছে কংগ্রেস। ফলে নির্বাচনি অঙ্গীকার প্রতিপালনে ট্রাম্প প্রশাসন বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করছে না।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

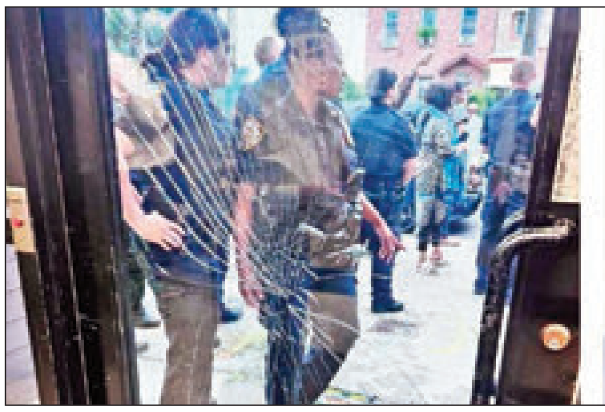

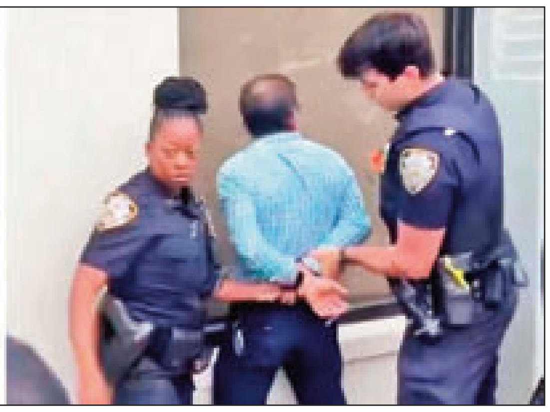

কনস্যুলেটে হামলার ঘটনায় কঠোর অবস্থানে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন

(প্রথম পাতার পর)

গত ২৪ আগস্ট রোববার নিউইয়র্ক কনস্যুলেটে অন্তবর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের সাথে প্রবাসীদের মতবিনিময় সভা ভণ্ডুল ও তাকে হেনস্তা করার চেষ্টা চালায় আওয়ামী লীগের ব্যানারে কিছুসংখ্যক দুর্বৃত্ত। কর্তব্যরত পুলিশ হামলাকারীদের নিবৃত করতে হিমশিম খায়। অপরাধীদের আইনের আওতায় আনার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বাংলাদেশ কনস্যুলেট এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট দফতর, নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিস ও পুলিশ প্রশাসনকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি প্রদান করেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টিকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে আমলে নিয়েছে এবং নিউইয়র্ক পুলিশ ও ফেডারেল নিরাপত্তা বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঘটনাটি তদন্ত করার জন্য। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে যে, ইতোমধ্যে হামলায় জড়িত প্রায় দুই ডজন ব্যক্তিকে শণাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রক্রিয়া চলছে। তারা গা ঢাকা দিয়েছে বলেও জানা গেছে। কোনো দূতাবাস বা কনস্যুলেটে হামলা করা মারাত্মক অপরাধ হিসেবে গন্য। এমনিতে ট্রাম্প প্রশাসন বর্তমানে অভিবাসীদের গ্রেফতার করে ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়া জোরদার করেছে। হামলায় জড়িত অতি উৎসাহী আওয়ামী কর্মীদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাদেরকে ডিপোর্ট করা হতে পারে বলে একজন ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি মন্তব্য করেছেন।

কনস্যুলেটে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হামলার ঘটনায় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে কনস্যুলেট জেনারেল সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো – পররাষ্ট্র দপ্তরের নিউইয়র্ক অফিস, পুলিশ ও মেয়রকে চিঠি দিয়েছে। একথা জানিয়ে কনস্যুলেটের পক্ষ থেকে গত সোমবার দেওয়া সংবাদ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবসের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে গত রোববার নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে একটি মতবিনিময় সভা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম। এছাড়া বাংলাদেশী শিক্ষার্থীসহ বাংলাদেশ কমিউনিটির দেড় শতাধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন। নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের অনুরোধে অনুষ্ঠান শুরুর আগেই নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ পর্যাপ্ত পুলিশ সদস্য মোতায়েন করে।' মতবিনিময় সভা পণ্ড করার উদ্দেশ্যে এবং প্রধান অতিথিকে সরাসরি আক্রমণ করার হিংস্র মনোভাব নিয়ে বিকাল ৫টা থেকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা কনস্যুলেটের সামনে অবস্থান নেয়। তারা বাংলাদেশ সরকারবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দেয় ও অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। একপর্যায়ে তারা আগত অতিথিদের ধাওয়া করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে বাধা দেন। তারা আরো নানাবিধ অপকৌশল অবলম্বন করেন। যার অংশ হিসেবে তারা অতিথিদের উদ্দেশে ডিম নিক্ষেপ করেন। অত্যন্ত ন্যক্কারজনকভাবে কনস্যুলেটের প্রবেশপথের পার্শ্ববর্তী অন্য একটি অফিসের কাচের দরজায় আঘাত করেন। এতে দরজায় ফাটল ধরে। পুলিশ দুষ্কৃতকারীদের এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজে বাধা দেয়। কয়েকজনকে আটক করে। দুষ্কৃতকারীদের এ ন্যক্কারজনক ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের স্থিরচিত্র ও ভিডিও ফুটেজ প্রমাণ হিসেবে এরই মধ্যে পুলিশের কাছে দেয়া হয়েছে। তারা এ ব্যাপারে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে আশ্বস্ত করেছে।'

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'পতিত ফ্যাসিস্ট সরকারের দোসররা প্রধান অতিথিকে হেনস্তা ও জীবননাশের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের দলীয় পতাকাসহ কনস্যুলেটের চারদিকে মধ্যরাত পর্যন্ত অবস্থান করেন। তবে পুরো সময় নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশের উপস্থিতি ছিল। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথি যথাসময়ে কনস্যুলেটে গাড়িযোগে প্রবেশের জন্য নির্ধারিত পথে নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছান। প্রাণবন্ত মতবিনিময়, অতিথিদের সঙ্গে কুশল বিনিময় ও রাতের খাবার শেষে প্রধান অতিথি কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ছাড়া নির্ধারিত গাড়িতে তার গন্তব্যে পৌঁছান। প্রধান অতিথি চলে যাওয়ার পর পুলিশ অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করে। দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে কনস্যুলেট জেনারেল এরই মধ্যে স্থানীয় পুলিশ, মেয়র ও পররাষ্ট্র দপ্তরের স্থানীয় অফিসে চিঠি দিয়েছে।' সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'প্রধান অতিথির অনুষ্ঠানে আগমন কিংবা প্রস্থানের সময় দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে তার কোনো ধরনের সাক্ষাৎ বা দূরতম কোনো সংযোগ কিংবা সংশ্লেষ ঘটেনি। পতিত ফ্যাসিস্ট সরকারের দোসররা শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের অসাধু উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেনি। এ কাজে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন ডিজিটাল প্লাটফর্মে নানাবিধ অপতথ্য ও প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে তারা। এ ধরনের মিথ্যা তথ্য ও প্রোপাগান্ডায় বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছে কনস্যুলেট জেনারেল।'

ঘটনার দিন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের একদল উচ্ছৃঙ্খল নেতা-কর্মী ভবনের প্রধান ফটকের একটি কাঁচের দরজা ভাঙচুর করে। তারা লিফট লক্ষ্য করে ডিম ও পানির বোতল ছুঁড়ে মারে। বিপুলসংখ্যক পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মধ্যরাত পর্যন্ত পুলিশ কনস্যুলেটের সামনে অবস্থান নেয়।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান দাবি করেন, আমাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু কনস্যুলেটের অনুষ্ঠানে আসা কিছু ছাত্র সমন্বয়কের উস্কানিতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এসময় ধাক্কাধাক্কিতে ওই ভবনের একটি কাঁচের দরজা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি বলেন, পানির বোতল ও ডিম ছুঁড়ে মারায় তাদের কাঁপুনি শুরু হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ কনস্যুলেট এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র সফররত অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম। তার আগমন প্রতিহত করতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠন কনস্যুলেটের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করে। তবে তথ্য উপদেষ্টা কনস্যুলেটে ঢোকার সময় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দেখা হয়নি। কনস্যুলেটের কর্মকর্তাদের দাবি- 'তথ্য উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম ভবনের গ্যারেজ দিয়ে কনস্যুলেটে প্রবেশ করেন'।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আরো জানান, বাইরে বিক্ষোভের কারণে কনস্যুলেট ভবনের প্রধান ফটক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত ছিল। কনস্যুলেটের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত কয়েকজন ছাত্র সমন্বয়ক লিফট ব্যবহার করে ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে তাদের কথা-কাটাকাটি হয়। এসময় তাদের লক্ষ করে ডিম ও পানির বোতল ছুঁড়ে মারা হয়। একপর্যায়ে ধাক্কাধাক্কি শুরু হলে কে বা কারা কাঁচের একটি দরজা ভাঙচুর করে। পুলিশ দুজন বিক্ষোভকারীকে আটক করলেও সাথে সাথে ছেড়ে দেয়।

এদিকে অনুষ্ঠান চলাকালে উপদেষ্টা মাহফুজ আলম কখন বের হবেন, সে জন্য যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বাইরে অপেক্ষা করেন। তাদের অবস্থান জেনে রাত ১২টার পর নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের (এনওয়াইপিডি) পাহারায় উপদেষ্টা কনস্যুলেট অফিস থেকে বের হয়ে যান।

এখানে উল্লেখ্য, নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট লং আইল্যান্ড সিটির একটি বাণিজ্যিক ভবনের দোতলার একপাশে অবস্থিত। সেখানে আরো বেশকিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রধান ফটকের কাঁচের দরজা ও লিফট ওই ভবনের যাতায়াতকারী সবাই ব্যবহার করেন।

পুলিশ দুষ্কৃতকারীদের এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজে বাধা দেয় এবং কয়েকজনকে আটক করে। পতিত ফ্যাসিস্ট সরকারের দোসররা প্রধান অতিথিকে হেনস্তা করা ও জীবননাশের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের দলীয় পতাকাসহ কনস্যুলেট জেনারেলের চারদিকে মধ্যরাত পর্যন্ত অবস্থান নেয়। তবে পুরো সময় নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশের উপস্থিতি লক্ষণীয় ছিল। দুষ্কৃতকারীদের এই ন্যক্কারজনক ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের স্থিরচিত্র ও ভিডিও ফুটেজ প্রমাণ হিসেবে ইতোমধ্যে পুলিশকে হস্তান্তর করা হয়েছে। নিউ ইয়র্ক পুলিশ এই ব্যাপারে যথা এতে বলা হয়, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথি যথাসময়ে কনস্যুলেট জেনারেলের গাড়িতে নির্ধারিত পথে নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছান। প্রাণবন্ত মতবিনিময়, আগত অতিথিদের সাথে কুশল বিনিময় এবং রাতের খাবার শেষে প্রধান অতিথি কোন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ছাড়াই নির্ধারিত গাড়িতে তার গন্তব্যে পৌঁছান। প্রধান অতিথি চলে যাওয়ার পরে পুলিশ অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করে।

সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কসহ চার অঙ্গরাজ্যে এনআইডি কার্যক্রম

(প্রথম পাতার পর)

কমিশন (ইসি)। আগামী মাসেই এ কার্ক্রম শুরু করতে যাচ্ছে সংস্থাটি।ইসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রবাসীদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসীদের অধিকাংশই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। অনেকেই হয়তো এনআইডি কার্ক্রম দেশে চালু হওয়ার আগে দেশটিতে গেছেন। ফলে পাননি জাতীয় এই গুরুত্বপূর্ণ দলিল। অনেকের পরিবারও দেশে আসেননি। ফলে সংশ্লিষ্টদের এনআইডি না থাকায় নানা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই দেশটিতেও এবার চালু হচ্ছে এনআইডি সেবা। আর বিশাল দেশ এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রবাসীদের সুবিধার্থে চারটি অঙ্গরাজ্যে যাবে ইসি।জানা গেছে, ওয়াশিংটন ডিসি, নিউইয়র্ক, ফ্লোরিডার মায়ামি ও ক্যালিফোর্নিয়ার লসএঞ্জেলেস এই কার্যক্রম চালু করা হবে। এজন্য শিগগিরই কারিগরি টিম ও প্রশাসনিক টিম দেশটিতে পাঠানো হবে। চার বাংলাদেশ মিশনে চারটি কারগরি টিম গিয়ে দূতাবাসের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেবে। আর দু'টো প্রশাসনিক টিম যাবে তাদের কার্যক্রম তদারকি করতে।ইসি সচিব আখতার আহমদের নেতৃত্বাধীন টিমটি নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন ডিসিতে যাবে। এনআইডি মহাপরিচালক এএসএম হুমায়ুন কবীরের নেতৃত্বাধীন টিমটি যাবে মায়ামি ও লস অ্যাঞ্জেলেসে। আগামী ২১ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর তারা সেখানে অবস্থান করবেন। তবে দেশত্যাগ করবেন ১৯ সেপ্টেম্বর, ফিরবেন ২৯ সেপ্টেম্বর।

এদিকে চারটি কারগরি টিমে চারজন করে সদস্য যাবেন দেশটিতে। তারা ১৪ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর দূতাবাসের লোকবলকে প্রশিক্ষণ দেবেন। ওই চারটি টিম ১২ সেপ্টেম্বর দেশত্যাগ করে ফিরবে ২৭ সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ মোট ২০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারি যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করবে। স্মার্টকার্ড বা আইডিইএ-২ প্রকল্প থেকে তাদের সমস্ত ব্যয় বহন করা হবে।

বর্তমানের দশটি দেশের ১৭টি স্টেশনে দূতাবাসের মাধ্যমে ভোটার কার্যক্রম পরিচালনা করছে সংস্থাটি। দেশগুলো হলোড় সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, ইতালি, কুয়েত, কাতার, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও জাপান। আমেরিকার পাশপাশি আরো অন্তত চারটি দেশে শুরু হতে পারে এ ভোটার নিবন্ধনের এই কাজ।

ইসি কর্মকর্তারা বলছেন, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আর সে লক্ষ্য নিয়েই প্রবাসে ভোটার কার্যক্রম এগিয়ে নিচ্ছে ইসি। ভোটার কার্যক্রমের মাধ্যমেই প্রবাসীদের এনআইডি সরবরাহ করছে সংস্থাটি। এজন্য দূতাবাস কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মাধ্যমে নিবন্ধনের কাজ সম্পন্ন করছে। ইতোমধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশ-নার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন বলেছেন, প্রবাসীদের ভোটার করে নিয়ে ভোটাধিকার নিশ্চিতে তার কমিশন অন্তত শুরুটা করতে চান। সীমিত পরিসরে হলেও প্রবাসীদের ভোট দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে চান। সিইসি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের মতো আমরা নির্বাচন কমিশনও আগামী নির্বাচনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে প্রতিশ্রু-তিবদ্ধ। প্রবাসীদের ভোট দেওয়ার বিষয়ে যে পদ্ধতিতেই আমরা আগাই না কেন, প্রথমে পাইলটিং পরে স্বল্প পরিসরে করতে হবে, এরপর বড় পরিসরে যেতে হবে।

প্রবাসীদের চার তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক : বিদেশে বসে ভোটার হওয়ার জন্য অনলাইনে পূরণকৃত আবেদনপত্র (ফরম-২(ক), মেয়াদ সম্বলিত বাংলাদেশি পাসপোর্ট/মেয়াদহীন পাসপোর্ট/এনআইডিধারী তিন নাগরিকের প্রত্যায়ন, অনলাইন জন্ম নিবন্ধন ও পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি বাধ্যতামূলকভাবে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন কেন্দ্রে (দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট ডেস্কে) জমা দিতে হবে।

এদিকে বিশেষ ৫৬টি উপজেলা/থানার (চট্টগ্রাম অঞ্চল) নাগরিকদের জন্য বিশেষ তথ্য ফরম পূরণ, শিক্ষা সনদ, পিতা-মাতার এনআইডি, মৃত হলে মৃত্যু সনদ, ড্রাইভিং লাইসেন্স/টিআইএন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), কতিপয় দেশের ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), নিকাহ-নামা এবং স্বামী-স্ত্রীর এনআইডি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), নাগরিকত্ব সনদ (কাউন্সিলর, চেয়ারম্যান/মেয়র/সিইও কর্তৃক), ইউটিলিটি বিলের কপি (ভোটার এলাকার ঠিকানার বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস বিলের কপি, ভাড়াটিয়া হলে বাড়ি ভাড়ার চুক্তিপত্র ও বাড়িওয়ালার অনাপত্তিপত্র জমা দিতে হবে।

বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যগুলো নিবন্ধন কেন্দ্রে জমা দিতে না পারলে প্রবাসী নাগরিকরা দেশে বসবাসকারী তাদের আত্মীয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তার কাছে জমা দিতে পারবেন। প্রবাসীরা সংশ্লিষ্ট দেশে বসে ভোটার হওয়ার ফরম পূরণ করলে এবং সকল তথ্য সঠিক থাকলে নির্বাচন কমিশন ওই ব্যক্তির উপজেলায় তদন্ত করে সঠিকতা নিশ্চিত হয়। এরপর তথ্যের সঠিকতা পেলে সেই ব্যক্তির আবেদন অনুমোদন করে ভোটার করে নেয়। একই সঙ্গে তার এনআইডি সংশ্লিষ্ট দূতাবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা পেয়ে কেএম নূরুল হুদার নেতৃত্বাধীন কমিশন ২০১৯ সালে প্রবাসে ভোটার কার্ক্রম বা এনআইডি সরবরাহের উদ্যোগটি হাতে নেয়। এরপর ২০২০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের অনলাইনে ভোটার করে নেওয়ার কার্যক্রম উদ্বোধন করে ইসি। এর আগে ২০১৯ সালের ১৮ নভেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রবাসীদের মাঝে এ কার্যক্রম শুরু করা হয়। তার আগে একই বছর ৫ নভেম্বর মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত বাংলাদেশিদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি এবং স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়ার অংশ হিসেবে অনলাইনে আবেদন নেওয়ার কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। এরপর সৌদি আবর, সিঙ্গাপুর ও মালদ্বীপে থাকা বাংলাদেশিদের জন্যও এ সুযোগ চালু করা হয়। কিন্তু করোনা মহ-ামারির কারণে থমকে যায় দূতাবাসের মাধ্যমে এ কার্যক্রম শুরুর পরিকল্পনা। পরবর্তীতে ২০২২ সালে কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বাধীন কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পর সেই কার্যক্রমকে ফের উজ্জীবিত করেন। এক্ষেত্রে আগের আবেদনগুলো পাশ কাটিয়ে নতুন করে কার্যক্রম শুরু করেন তারা। সেই কার্যরক্রমকেই এগিয়ে নিচ্ছে বর্তমান নাসির কমিশন।

জানা গেছে, আগস্টের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত দশটি দেশ থেকে মোট আবেদন এসেছে ৪৯ হাজার ৫৭৪ জন। এদের মধ্যে দশ আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন ২৯ হাজার ৭৬৩ জন।

তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে এবং অনুমোদন হয়েছে ২১ হাজার ৯৭১ জনের আবেদন, তারা ইতিমধ্যে ভোটার হয়ে গেছেন। সার্ভারে আপলোড হয়েছে ১৮ হাজার ৩৪ জনের আবেদন। সার্ভারে আপলোড হওয়ার অপেক্ষায় আছে ৩ হাজার ৯৩৭ জনের আবেদন। এদিকে অনেকের আবেদন তথ্য ঘাটতি ও অন্যান্য কারণে বাতিলও হয়েছে, এদের সংখ্যা ৩ হাজার ৯৩৭ জন।

জানা গেছে, নির্বাচন কমিশন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জনশক্তি ব্যুরো, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সি-বায়রাসহ বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দেখেছে ৪০টি দেশে বাংলাদেশি প্রবাসীদের আধিক্য রয়েছে। এইসব দেশকেই মাথায় রেখে কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। দেশগুলো হলোড় সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, কাতার, বাহরাইন, লেবানন, জর্ডান, লিবিয়া, সুদান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য, ইতালি, হংকং, মিশর, ব্রুনাই, মৌরিশাস, ইরাক, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, গ্রীস, স্পেন, জার্মানি, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, ব্রাজিল, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া, তুরস্ক ও সাইপ্রাস। এই সব দেশে এক কোটি ৪০ লাখ ৪৬ হাজার ৫৩৪ জন প্রবাসী রয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রবাসী রয়েছে সৌদি আরবে, ৪০ লাখ ৪৯ হাজার ৫৮৮ জন। আর সবচেয়ে কম রয়েছে নিউজিল্যান্ডে দুই হাজার ৫শ জন। এই সকল দেশেই ভোটর কার্ক্রম বা এনআইডি কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে শুরু করবে কমিশন।

ইসির এনআইডি অনুবিভাগের মহাপরিচালক এএসএম হুমায়ুন কবীর এ বিষয়ে বলেন, আগামী মাসেই আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কার্যক্রম শুরু করতে পারবো বলে আশা করি। এ ছাড়াও ওমান, দ. আফ্রিকা, জর্ডান ও মালদ্বীপে কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা চলছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

কনস্যুলেটে হামলা ও গোলাম মোর্তোজার সন্দেহজনক ভূমিকা

প্রথম পাতার পর)

হাসিনা লীগের কর্মীরা। ওই হামলায় উপদেষ্টা মাহফুজ আলম অক্ষত ও নিরাপদেই ছিলেন। কিন্তু তিনিও হতে পারতেন আক্রান্ত। কিন্তু পরাজিত ফ্যাসিষ্টরা যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি, এই হামলা তার প্রমান। ইউনূসের পররাষ্ট্র দফতর,বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে হাসিনার কালপ্রিটদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইতিমধ্যে চিঠি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে। অবশ্যই বিষয়টি হালকা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। দেশের একজন মন্ত্রী পদমর্যাদার উপদেষ্টার ওপর হামলা চালালো ফ্যাসিষ্ট লীগের যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাডারবাহিনী। এ নিয়ে দেশে কারো কোনো বিকার লক্ষ্য করলাম না। অথচ অন্য সময় হলে, বিশেষ করে ফ্যাসিষ্ট সরকারের কারো ওপর যদি এমন হামলা হতো, তবে দেখতাম,প্রতিবাদ বিক্ষোভে ঢাকার রাজপথে চলাটাই মুশকিল হয়ে পড়তো। বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতিতে পত্রিকা গুলোর প্রথম পাতার বড় বড় হরফে ছাপা হতো।

মাহফুজ আলমের ক্ষেত্রে কেন সবাই নিশ্চুপ। সেই বিবৃতিবাজ বুদ্ধিজীবিরা নিশ্চুপ কেন? অথবা জুলাই আন্দোলনে মাহফুজের সেই সহযোদ্ধারা! যারা পরবর্তীতে রাজনৈতিক দল গঠন করলো,সেই দল,সেই এনসিপি কেন,মাহফুজ আলমের উপর হামলা নিয়ে স্পিকটি নট। আগ্রাসি এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ'র ফেসবুকেও এ নিয়ে কোনো পোষ্ট দেখলামনা। বিষয়টা আমার কাছে রহস্যজনক মনে হচ্ছে।

অথচ, আরেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজিব ভূইয়ার বিরুদ্ধ কেউ সামান্য কিছু বললে, এন-সিপি হা রে রে বলে তেড়ে আসে। অথচ মাহফুজের বিষয়ে তাদের এই ভিন্ন আচরণ, বেশ কিছু প্রশ্নের উদ্রেক করে। তাহলে কি মাহফুজের সাথে এনসিপির সুর তাল লয় কেটে গেছে। মাহফুজ যেহেতু একটু ভিন্ন টাইপের দুর্নীতি অনিয়ম, বখরা নিয়ে এখনো পর্যন্ত তার বিষয়ে কোনো কথা ওঠেনি। শুনেছি, তিনি নিজের স্ত্রীর যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা সত্বেও তাকে সরকারি চাকরি করতে সবসময় নিরুৎসাহিত করে আসছেন। মাহফুজ আলম নিশ্চয়ই এনসিপির ফান্ড বাড়ানোতে কোনো সহায়তা করছেন না বলেই কি এনসিপি তার প্রতি গোস্সা করেছে? সব কিছুই আমার অনুমান। আমি জানিনা কেন তারা নির্বিকার।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাসে নিয়োজিত প্রেস মিনিষ্টার পদে ডক্টর ইউনূস সরকার গোলাম মোর্তোজা নামে একজন সাংবাদিককে নিয়োগ দিয়েছেন। তাকে এই নিয়োগ দিতে ব্যক্তিগতভাবে সুপারিশ করেছিলেন ডেইলী স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম। ইউনূস মাহফুজ আনামের, সে অনুরোধ ফেলতে পারেননি। সবশেষ মোর্তোজা ডেইলি স্টারও বাংলার সম্পাদক ছিলেন।এই মোর্তোজা সম্পর্কে কিছু কথা বলা জরুরী। মোঁর্তোজা ২০২৩ সাল পর্যন্ত ফ্যাসিষ্ট হাসিনার পক্ষে কলাম লিখেছেন, টকশো করেছেন। হাসিনা ক্ষমতায় না থাকলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ব্লা ব্লা হবে বলে বয়ান দিয়েছেন। ২৩ সালেরর পরে এসে তিনি তার অবস্থান কিছুটা শিফট করেন, তখন তিনি বলতে থাকেন,হাসিনা ভালো, বাকি সবাই খারাপ। অথবা, তাকে ভুল বুঝানো হয়েছে...

চব্বিশের শুরুতে,তিনি নিজের নামে একটি ইউটিউব চ্যানেল শুরু করেন, এবং ভিউএর স্বার্থে আওয়ামী লীগের কুসুম কুসুম বিরোধিতায় নামেন। আপদমস্তক আওয়ামী ঘরানার সাংবাদিক। দিল্লি স্টারে যোগ দেবার আগে চ্যানেল আইয়ের ফরিদুর রেজা সাগরের অর্থায়নে একটি স্বাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাসে তার প্রেস মিনিষ্টার নিয়োগ নিয়ে ঢাকার সাংবাদিক মহলে আলোচনা সমালোচনার জন্ম দেয়। পাঁড় হাসিনা ভক্তকে প্রফেসর ইউনূসের ইনটেরিম কেন যুক্তরাষ্ট্রের মতন জায়গায় প্রেস মিনিষ্টার করলো সেটা নিয়ে সবার মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। সিনিয়র সাংবাদিকদের এই প্রশ্ন তোলা যে অযৌক্তিক ছিলো না তার প্রমাণ অনেকবারই আমরা পেয়েছি।সরকারি চাকরি করার পরও তিনি ফেসবুকে লেখালোখি অব্যাহত রাখেন, যা সম্পূর্ণ চাকরিবিধির লঙ্ঘন। সম্প্রতি তিনি পোষ্ট দিয়েছেন, ডাকসুতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বিপূল ভোটে জিতবে। একজন সরকারি কর্মকর্তা কি এই ভাবে সোশাল মিডিয়ায় তার মনোভাব ব্যাক্ত করতে পারে?

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি মোটা কথায় আছে। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সচিব পদ মর্যাদার। সেখানে গোলামকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে সিনিয়র সচবব পদমর্যাদায়! এ নিয়ে আমলাদের মধ্যে অমন্তোষ, আর হাস্যরস দেখেছি। যেখানে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিক নিয়োগ পেয়েছিলেন সচিব মর্যাদায়,সেখানে শুরুতেই গোলামকে দেয়া হয় সিনিয়র সচিব পদ। এটা কি প্রফেসর ইউনূস তার শুভাকাঙ্ক্ষী মাহফুজ আনামকে খুশী করতে করলেন কিনা আমি জানি না।

গোলাম মোর্তোজা প্রেস মিনিষ্টার হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর ফ্যাসিষ্টের যেসব দালাল সাংবাদিক, হঠাৎ আপার পলায়নে মুষড়ে পড়েছিলেন, তারা ফের চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। জাত ভাই, আদর্শিক ভাইকে, এই দু: সময়ে পাশে পাওয়া সে তো মিরাকল। মোর্তজাও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি ইনটেরিমের নিয়োগ হলে কি হবে, 'আমি তোমাদেরই লোক'।

যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের বন্ধু, ছোটভাই, সহকর্মী, শুভাকাঙ্ক্ষী সব মিলে কমপক্ষে এক ডজন আছে, যাদের সাথে আমার অন্ত:প্রাণ সম্পর্ক। তাদের কেউ কেউ জানালেন, নিউইয়র্ক কনস্যুলেট অফিসের হামলার পেছনে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেস মিনিষ্টারের কিছুটা হলেও হাত আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন করে? তারা জানালেন, দূতাবাসের কোনো প্রোগ্রাম হলে গোলাম বেছে বেছে ফ্যাসিষ্ট সরকারের সমর্থিত সাংবাদিকদের ইনভাইট করে। বিএনপি, জামায়াত, (এনসিপির সমর্থিত কেউ আছে বলে কোনো প্রমান নেই) বামপন্থী সমর্থিত সাংবাদিকদের কখনো বলে না। আর ফ্যাসিষ্ট লীগের সাংবাদিকদের সাথে আছে, হাসিনা লীগের নেতাকর্মীদের নিবিড় যোগাযোগ। সুতরাং নিউইয়র্কে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টার স্ক্যাজুয়াল হাসিনা লীগের ক্যাডারদের জানার কথা না কিন্তু কেমনে জানলো?

জেনেছে,আওয়ামী সাংবাদিকদের কাছ থেকে। আর এদের জানালো কে? প্রেস মিনিষ্টার গোলাম।

এক সময়ের রেজাউল করিম রনির ঘনিষ্ট অনুজ মাহফুজ আলম। রনি প্রতিশ্রুতিশীল বুদ্ধিজীবী। আমার বয়োকনিষ্ঠ। বাট দেখা হলে আমরা বন্ধুর মতো আচরণ করি। একটা পর্যায় গেলে, বয়সটা সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। রনি টকশো'র অনলবর্ষী বক্তা। তিনি প্রায় বলেন, ফ্যাসিষ্ট লীগের সাথে কোনো আপোষ কোনো দল করলে, সে দল জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। রনির কাছে, আমার প্রশ্ন, ইনটেরিম তাহলে কেন, ফ্যাসিষ্ট সমর্থককদের বেছে বেছে দেশ বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ পদো পদায়ন করছে..রনি, আপনি কি আপনার অনুজ মাহফুজ আলমের কাছে এইটার জবাব জানতে চাইবেন?

জুলাই সনদ : আপত্তি-বিপত্তি

(৭ পাতার পর)

জানায়। সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়েও তাদের আপত্তি। এসব আপত্তি এখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জন্য বিপত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দলগুলোর মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধিত সমন্বিত খসড়ায় অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে আবারো পরিবর্তন আনা হয়। সর্বশেষ প্রণীত এই অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে এখন বিএনপি আপত্তি তুলেছে।

একটি বিষয় দৃশ্যমান, সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে মোটামুটি যে ঐকমত্য হয়েছে তা ইতিবাচক। তবে সংস্কার কিভাবে বাস্তবায়িত হবে, তা এখনো নির্ধারিত না হওয়ায় বিপত্তি রয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সংস্কার প্রস্তাবনা ও পরিশ্রম পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হবে যদি বাস্তবায়নপ্রক্রিয়া স্পষ্ট না হয়। অবশ্য ইতিবাচক খবর হলো- আগামী সপ্তাহে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন নতুন করে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা শুরু করতে পারে। অবশ্য সনদ বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করার এখতিয়ার জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আছে কি-না তা নিয়ে ইতোমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রশ্ন তুলেছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে বিএনপির প্রতিনিধি দলের প্রধান সালাহউদ্দিন আহমেদ। তবে তিনি এ-ও বলেছেন, বাস্তবায়নপদ্ধতি নিয়ে আলোচনার জন্য ঐকমত্য কমিশন ডাকলে তারা সাড়া দেবেন।

জনগণের সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই সনদ প্রণয়ন করা হয়েছে উল্লেখ করে খসড়ায় বলা হয়- এই সনদের সব বিধান, নীতি ও সিদ্ধান্ত সংবিধানে অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং বিদ্যমান সংবিধান বা অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলে সে ক্ষেত্রে এই সনদের বিধান/প্রস্তাব/সুপারিশ প্রাধান্য পাবে। এ বিষয়ে সালাহউদ্দিন আহমেদ প্রশ্ন তুলে বলেন, যেকোনো সমঝোতা দলিল কি Supra Constitutional Instrument? অর্থাৎ- এটি কি সংবিধানের উপরে স্থান পাবে? জুলাই সনদের খসড়ায় উল্লিখিত যে বাক্যটি সংযোজিত হয়েছে তাতে এটিকে সংবিধানেরও উপরে স্থান দেয়া হয়েছে বলে ধারণা করছে বিএনপি। বিএনপি আরো ব্যাখ্যা করেছে যে, সংবিধানের মধ্যে থেকে আইনিভাবে বৈধ এবং সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় কিভাবে সমঝোতা দলিলটি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যায় সেটি ভাবতে হবে।

অবশ্য সনদের খসড়ায় বলা হয়েছে- জুলাই সনদের কোনো বিধান, প্রস্তাব বা সুপারিশের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসার এখতিয়ার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকবে। সুপ্রিম কোর্টের উপর এভাবে ভার দেয়া যায় কি-না এমন প্রশ্ন তুলে বিএনপি নেতা বলেন, হাইকোর্ট ডিভিশনের যেকোনো রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিল হয়। তাছাড়া সাংবিধানিক ব্যাখ্যার বিষয় আপিল বিভাগে যায়। কিন্তু এই দলিল কোনো অধ্যাদেশ বা আইন নয় যা আদালতের ব্যাখ্যা করার অবকাশ থাকে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কিসের ভিত্তিতে ব্যাখ্যার জন্য এটি সুপ্রিম কোর্টে যাবে? কারা নেবেন? সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ারইবা কী?

প্রণীত খসড়া জুলাই সনদে আরো বলা হয়েছে, জুলাই সনদের প্রতিটি বিধান, প্রস্তাব ও সুপারিশ সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে বলবৎ হিসেবে গণ্য হবে বিধায় এর বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না। স্মরণ করা যেতে পারে, জামায়াত ও এনসিপিসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল জুলাই সনদের আইনগত ভিত্তির ওপর গুরুত্বারোপ করে আরো বলেছে, নির্বাচনও জুলাই সনদের ভিত্তিতে হতে হবে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রশ্নে বিএনপি বাদে আর সব রাজনৈতিক দল যে আপত্তি উত্থাপন করেছিল, সংযোজিত এই বিধি-বিধানে তার একটি নিষ্পত্তি আছে। ঘোষিত জুলাই সনদের আইনগত ভিত্তি যদি অর্জিত হয় তাহলে জামায়াত, এনসিপিসহ আর সব রাজনৈতিক দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণে আর কোনো আপত্তি থাকবে না। সালাহউদ্দিন আহমেদ তথা বিএনপির উত্থাপিত এ ধরনের প্রশ্ন নতুন করে বিপত্তি সৃষ্টি করছে বলে দৃশ্যমান হচ্ছে। জামায়াত, এনসিপিসহ অন্যান্য দল ইতোমধ্যে তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের উত্থিত বিতর্ক সম্পর্কে কঠিন মনোভাব প্রকাশ করেননি। তিনি বলেছেন, এই সনদের ব্যাখ্যা আপিল বিভাগের এখতিয়ারে পড়ে কি-না, এই সনদ নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে কি-না, এসব নিয়ে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের মতামত নেয়া যেতে পারে। তিনি জুলাই সনদের মাধ্যমে অর্জিত বিষয়াবলিকে পূর্ণাঙ্গ আইনি মর্যাদা দেয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি প্রস্তাব দেন, যেভাবে করলে আইনসম্মত হয় সেভাবেই গ্রহণ করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, সংস্কারের প্রতি আমরা আন্তরিক কি-না সেটি প্রমাণ করতে হবে। যদি আমরা আন্তরিক হই, তাহলে এটিকে বাধাগ্রস্ত করা বিবেচনাপ্রসূত কাজ হবে না। সালাহউদ্দিন আহমেদের বক্তব্য নিয়ে এনসিপিও তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে প্রতিনিধিত্বকারী এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাবেদ রাসিন বলেছেন, বিএনপির অবস্থান জুলাই সনদ নিয়ে ভবিষ্যতে বিতর্ক সৃষ্টি করবে। সনদের মাধ্যমে আসা প্রস্তাবগুলোকে বিতর্কের মধ্যে নিয়ে আসা এবং সেগুলোকে বাস্তবায়ন না করার একটি প্রক্রিয়া হতে পারে এটি। এভাবে তিনি বিএনপিকে দোষারোপ করেন। তিনি প্রশ্ন করেন, সবার ঐকমত্যের ভিত্তিতে জুলাই সনদ হচ্ছে, আমি আমার অঙ্গীকারকেই যদি আবার ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জ করি, বিষয়টি কেমন হয়? জুলাই সনদকে চ্যালেঞ্জের একটি জায়গায় রেখে দিলে পতিত ফ্যাসিস্ট শক্তিও একে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ পেয়ে যাবে।

জুলাই সনদ নিয়ে চূড়ান্ত মতামত দেয়ার নির্ধারিত সময়সীমা গত বুধবার পেরিয়ে গেছে। ধারণা করি, বিএনপিসহ সব রাজনৈতিক দল নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই চূড়ান্ত মতামত পেশ করেছে। রাজনৈতিক মহল আশাবাদ ব্যক্ত করছে, উত্থিত বিতর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো উদার মনোভাব দেখাবে। দলগুলোর আপত্তি নিয়ে যে বিপত্তি সৃষ্টি হয়েছে তা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দূরীভূত হবে। তথ্যাভিজ্ঞ মহল বলছে, যাতে ঐকমত্য নিয়ে বড় রকমের অচলাবস্থা তৈরি না হয়, সে জন্য সতর্ক রয়েছে সরকার তথা জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। প্রফেসর ইউনূসের সরকার সতর্ক রয়েছে, যাতে ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন নিয়ে কোনো অচলাবস্থা বা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি না হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সংবিধান বিশেষজ্ঞদের সাথে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সংলাপ অব্যাহত ছিল।

রাজনীতিতে শেষ কথা বলতে কিছু নেই- এমন বলা হয়। এখন পর্যন্ত যেসব সংস্কার বিষয়ে ঐকমত্য অর্জিত হয়েছে তা আশাব্যঞ্জক। দেশের সচেতন মানুষ বিশ্বাস করতে চায়, রাজনৈতিক দলগুলো সমঝোতা ও বাস্তবতার প্রমাণ দেবে। এক্ষেত্রে দেশের গরিষ্ঠ দল বিএনপির বিশেষ দায় ও দায়িত্ব রয়েছে বলে রাজনৈতিক অভিজ্ঞ মহলের বিশ্বাস। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায়, সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। যে যাই করুক না কেন তা অবশ্যই সাংবিধানিক আবর্তন-বিবর্তন, পরিবর্তন-পরিমার্জন ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় পরিশীলিত হতে হবে।

লেখক : অধ্যাপক (অবঃ), সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

এরা রাজনীতি করার নৈতিকতা হারিয়েছেন

(প্রথম পাতার পর)

ফেডারেল আইনে এবং জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী আন্তর্জাতিক আইনে। নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে হামলার ঘটনা এখন একটি আন্তর্জাতিক খবর। রোববার প্রতিবাদ বিক্ষোভের নামে এই হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা।

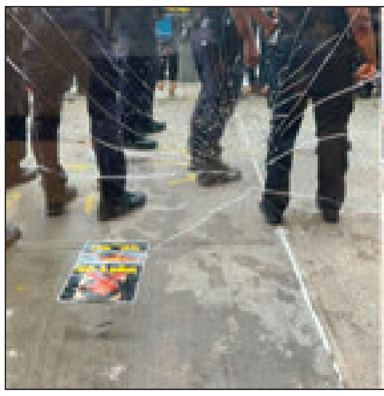

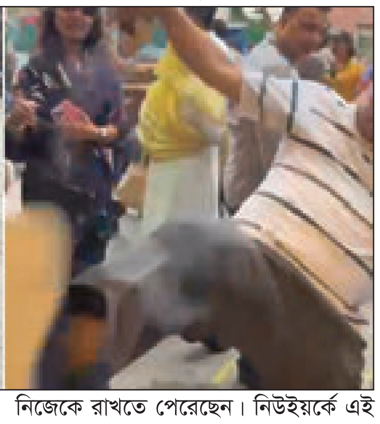

ভিডিও ফুটেজে হামলার ভয়ঙ্কর সব দৃশ্য ফুটে উঠেছে। কনস্যুলেটের প্রধান দরজায় লাথি মারা, কাচের দরজাটা ভেঙে দেয়া, নেতাকর্মীদের পেশী শক্তি প্রদর্শন, চিৎকার করে গালিগালাজ করা, মারমুখী হয়ে বারবার প্রধান দরজার দিকে ধেয়ে যাওয়া ইত ্যাদি ধরনের আক্রমনাত্মক আচরণ ভিডিওতে প্রত্যক্ষ করা গেছে।

বিক্ষোভ প্রদর্শন এক কথা আর হামলা আর এক কথা। হামলা করা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ প্রকৃত অর্থে সেই অপরাধটাই করেছে। জানতে পারলাম বিষয়টাকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে তদন্তে নেমেছে গোয়েন্দা বিভাগ। গুরুত্ব দিতেই হচ্ছে হামলার ঘটনাটি যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে একটি বিদেশী দূতাবাসের বিরুদ্ধে হওয়ার কারণে। যে কোন বিদেশী দুতাবাসকে সুরক্ষা দিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী অঙ্গীকারাবদ্ধ। পৃথিবীর সব দেশের ওপরই এই কনভেনশন প্রযোজ্য। তাই যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই হামলার বিষয়টিকে সহজভাবে নেবে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, এ ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের আইন লজ্জিত হয়েছে। যে কোন ধরনের হামলার বিরুদ্ধেই দেশে কঠোর সব আইন রয়েছে। হামলায় কনস্যুলেট ভবনের প্রধান দরজার ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। সম্পত্তির ক্ষতি সাধন আর একটি বড় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। প্রশ্ন উঠতে পারে কি উদ্দেশ্যে এই হামলা? কনস্যুলেট ভবনের ভেতরে যুক্তরাষ্ট্র সফররত বাংলদেশ সরকারের একজন উপদেষ্টা মাহফুজ আলম এক সুধী সমাবেশে বক্তৃতা করছিলেন। বিক্ষোভটি ছিল তার বিরুদ্ধে। তার ছবিকে বিকৃত করে বিক্ষোভকারীরা তাদের জীঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করেছে, তার বিরুদ্ধে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করেছে। মনে হয়েছে মাহফুজ আলমকে হাতে পেলে তার আর রক্ষা থাকবে না। যদি বিক্ষোভকারীরা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে যেতে সক্ষম হোত তাহলে কি মাহফুজ আলম হামলার শিকার হতেন না? তার প্রাণ সংশয় দেখা দিত না?

নিউইয়র্ক শহরে ঘটে যাওয়া এমন ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসনও চুপ করে থাকতে পারে না। শুনেছি তারাও এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে? একজন বাংলাদেশি হিসেবে দুঃখের সাথে আমার প্রশ্ন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের এত বাড়াবাড়ি কেন? দেশ থেকে ধাওয়া খেয়ে, সামান্যতম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়ে সবাই পালিয়েছেন। আমেরিকার মাটিতে নিশ্চিন্ত নিরাপদে বাস করে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নামে ১৫ থেকে ২০ জন লোক এ ধরনের হামলার ঘটনা ঘটিয়ে কি মেসেজ দিতে চাইছেন? কিসের জোরে তাদের এই ধরনের অবান্তর কার্যক্রম। কোথায় তাদের খুঁটির জোর? হাসিনা পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় আমেরিকায় থাকেন। তিনিই নাকি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রধান চালিকা শক্তি। কিন্তু এমন কর্মসূচি তিনি বা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কেন নেবেন যা তাদের জন্য ক্ষতিকর হবে? ব্যক্তিগতভাবে আমি রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের প্রত্যাবর্তন চাই। কিন্তু কোথায় তাদের সেই সৎ নেতৃত্ব যিনি দলের হাল ধরবেন? এমন একজন নেতা-কর্মীকেও বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি দুর্নীতি-অনাচারের ঊর্ধে নিজেকে রাখতে পেরেছেন। নিউইয়র্কে এই হামলার নেতৃত্বে থাকা একজনকে দেখলাম যার বিরুদ্ধে গত ১৫ বছরে দুই হাত ভরে দেশকে লুটপাট করার অভিযোগ রয়েছে। আবার অনেককেই দেখলাম না যারা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন, ব্যাংক বাগিয়েছেন। আসলে এরা রাজনীতি করার সকল নৈতিকতা হারিয়ে ফেলেছেন।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

ভোটকেন্দ্র পাহারা দিয়ে নির্বাচন আর কতকাল

(৮ পাতার পর)

তো এত কিছুর দরকার হয় না। যেনতেনভাবে জিততে হবে, এই ভাবনার মাশুল দিতে হয় নাগরিকদের।

নির্বাচন নিয়ে দলগুলো শক্তির মহড়া দেয়, প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে যায়, খুনোখুনি হয়, ভোট না দেওয়ার 'অপরাধে' ভোটারের বাড়ি পোড়ানো হয়, ধর্ষণের শিকার হয় নারী। নির্বাচনী সহিং-সতাকে দেখা হয় একটি নিরাপত্তা ইস্যু হিসেবে। তাই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে সারা দেশ ছেয়ে দিতে হয়, নাগরিকদের ট্যাক্সের টাকায় তাদের জন্য কেনা হয় হাজার হাজার গাড়ি ও যন্ত্রপাতি, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে লাগাতে হয় সিসি ক্যামেরা। আর কতকাল এভাবে পাহারা দিয়ে নির্বাচন করতে হবে? শামসুর রাহমানের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে হয়, 'আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?'

মহিউদ্দিন আহমদ, লেখক ও গবেষক।

সবার উপর দেশ সত্য, তার উপরে নাই

(৮ পাতার পর)

নিয়ে খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা নয়। রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে এসব সমস্যা খুব সহজেই সমাধান করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি। দেশের স্বার্থকে ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে রাখতে হবে।

অনির্বাচিত সরকার বেশিদিন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকা সংগত নয়। এতে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইতোমধ্যেই অন্তর্বর্তী সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনার সক্ষমতা নিয়ে কোনো কোনো মহল থেকে প্রশ্ন উত্থাপন করা হচ্ছে। আমার মনে হয়, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ঘোষিত সময় অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আন্তরিক। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে তিনি তার দায়িত্ব শেষ করতে চান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে সংশয় জাগছে, প্রফেসর ইউনূস যা চান সব উপদেষ্টা তা চান কি না। এ বিষয়টিও আমার কাছে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না। ড. ইউনূস যদি নির্ধারিত সময়ে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকেন, তাহলে যেসব উপদেষ্টা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচন বিলম্বিতকরণের পক্ষে, তারা তেমন কোনো সুবিধা করতে পারবেন না। কারণ, নির্বাচন বা এ ধরনের সিদ্ধান্তগুলো সরাসরি প্রধান উপদেষ্টার কাছ থেকে আসবে। আমি মনে করি, ড. মুহাম্মদ ইউনূস তার দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন আছেন। তিনি ভালো করেই জানেন এ সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতার দায়ভার চূড়ান্ত পর্যায়ে তাকেই বহন করতে হবে।

বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো কোনো উপদেষ্টার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে, যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। রক্তক্ষয়ী গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে সাধারণ মানুষ সর্বোচ্চ সততা ও স্বচ্ছতা প্রত্যাশা করে। যেসব উপদেষ্টার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, তা সঠিকভাবে তদন্ত করে দোষী প্রমাণিত হলে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়া চলবে না। বিগত সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে দেশের সম্পদ লুটে নিয়েছে। অনেকে সেই সম্পদ বিদেশে পাচার করেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্যোগে গঠিত শ্বেতপত্র কমিটি তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ থেকে রাজনৈতিক পরিচয়ে ২৩ হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার বিদেশে পাচার করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব রোর্ডের গোয়েন্দা শাখা এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, তারা বিভিন্ন দেশে বিগত সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পদের সন্ধান পেয়েছে। বিগত সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের একটি বিশেষ কারণ ছিল রাষ্ট্রীয় অর্থ লোপাট করা। অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো উপদেষ্টার বিরুদ্ধে যদি একইভাবে অর্থ আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগ ওঠে, সেটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বিষয়টি অত্যন্ত শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে হবে। যদি প্রমাণিত হয়, কোনো উপদেষ্টা ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতি করেছেন, তাহলে এমন শাস্তির বিধান করতে হবে যাতে ভবিষ্যতের জন্য তা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে যতটুকু সম্ভব সংস্কার কার্যক্রম চালাতে হবে। অসমাপ্ত সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করবে নির্বাচিত সরকার। নির্বাচন আগে নাকি সংস্কার আগে, নির্বাচন আগে নাকি বিচার আগে-এমন শর্ত দিয়ে জাতীয় নির্বাচন প্রলম্বিত করা কোনোভাবেই সংগত হবে না। নির্বাচন কোন পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে, তা নিয়ে আমাদের আরও গভীরভাবে ভাবতে হবে। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলো এখনো ঐকমত্যে উপনীত হতে পারেনি। তাই আমি মনে করি, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সনাতনী পদ্ধতিতেই অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে সাধারণ মানুষ যাতে তাদের পছন্দনীয় প্রার্থিকে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে, তেমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। পিআর পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এখনো সচেতন নয়। কাজেই এ ব্যাপারে জনগণকে আগে সচেতন করে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। বিগত সরকারের আমলে যখন ইলেকট্রনিক ভোটিং (ইভিএম) পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তখন অনেকেই আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেই আপত্তিতে কর্ণপাত করা হয়নি। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে, ইভিএম পদ্ধতির মাধ্যমে ভোট গ্রহণ ও গণনার ক্ষেত্রে কারচুপি করা হয়েছে। ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ সফল হয়নি। এ পর্যায়ে পিআর পদ্ধতিতে নয়, প্রচলিত পদ্ধতিতেই ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করা যেতে পারে। সেটাই জাতির জন্য মঙ্গলজনক হবে।

আমরা যদি দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখি, জাতির মঙ্গল কামনা করি, তাহলে এসব ছোটখাটো বিতর্ক উপেক্ষা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠান করা সম্ভব। আমি সব সময় বিশ্বাস করি, ব্যক্তির চেয়ে দল বড় আর দলের চেয়ে দেশ বড়। কোনোভাবেই দেশের ক্ষতি করে ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থ উদ্ধার করা সংগত হবে না। আমরা উদার গণতান্ত্রিক মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে চাই। এ জাতির মর্যাদা বাড়াতে চাই। আমাদের সেভাবেই অগ্রসর হতে হবে। সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে আটকে থাকলে চলবে না।

অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী : সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; বাহরাইনে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত।

নারীকে ইসলামই বেশি সম্মানিত করেছে

(১৪ পাতার পর)

লাভ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদে পরিলক্ষিত হয় না।

আসাবা ও যাবিল আরহাম দুটিতেও মেয়েদের অংশ রাখা হয়েছে।

আল্লাহর কথাঃ " এক পুত্র দুই কন্যার সমপরিমান অংশ পাবে" অর্থাৎ পুত্র কন্যার দ্বিগুণ পাবে। মনে রাখা প্রয়োজন এখানে পুত্রের অংশকে কন্যার অংশের ওপর ভিত্তি করা হয়েছে। পুত্রের অংশ কমবেশী পাওয়া বা না পাওয়ার ব্যাপারে কন্যার অংশকেই মূলভিত্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে। এভাবে বোন, বৈপিত্রেয় বোনের অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে নারী তথা মাতার দিক দিয়ে সম্পর্ককেই প্রাধান্য দিয়েছে। ইসলামের মিরাসী আইন অনুসারে কারণ ও সম্পর্ক সকল অবস্থায় সমান অধিকার। অর্থাৎ কন্যা অবিবাহিতা হোক বা বিবাহিতা, পুত্র সন্তানের মা হোক বা কন্যা সন্তানের অথবা বন্ধা হোক সকল অবস্থায় পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ পাবে। অন্ধ, বোবা, বধির, দূরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্থ হলেও সে মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে না। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বেঁচে থাকলেও কন্যা অংশ পাবে।

ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে সহোদর বোন, বৈমাত্রেয়া বোন, বৈপিত্রেয়া বোন ও পৌত্রীর মীরাস রয়েছে। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয় এদের জন্য অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদে মীরাসের কোন প্রভিশন রাখা হয়নি।

স্ত্রী সকল অবস্থায় মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মীরাস পাবে। মৃতের অন্য কোন ওয়ারিশ জীবিত থাক আর না থাক, কোন অবস্থাতেই স্ত্রী বঞ্চিত হবে না। স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও বঞ্চিত হবে না।

মৃত ব্যক্তির মাতা সর্বাবস্থায় মীরাস পাবে। মৃতের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র. স্ত্রী, কন্যা এবং পিতা জীবিত থাকলেও মাতা অংশ পাবে। প্রাপ্ত সম্পত্তিতে তার পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি তার ইচ্ছামত ব্যয়, দান, বিক্রয় ও হস্তান্তর করতে পারবেন।

ইসলাম নারীকে যতটুকু সম্মান ও ইজ্জতের আসনে আসীন করেছে, অন্যান্য ধর্ম তাদেরকে শুধু বঞ্চিত ও লাঞ্ছিতই করেনি বরং বিভি-ন্নভাবে তাদেরকে অসম্মান ও অপমানিত করেছে। অথচ আমাদের জ্ঞানপাপী দৃষ্টিভ্রম ভাইদের তা নজরে আসে না। তারা বিবেকের সাথে প্রতারণা করে শুধু শুধুই ইসলামের পিছনে লেগে থাকে। পাওয়ারফুল কাঁচ দিয়ে ইসলামের দোষত্রুটি আবিস্কারের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। মোটা মোটা অক্ষরে লিখা অন্যান্য ধর্মে নারীদের মীরাসী আইনের দোষত্রুটিগুলো তাদের নজরে আসে না। জীবনস্বত্ব নামক অপমান ও লাঞ্ছিতমূলক উত্তরাধিকার প্রদান করে নারীকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা তাদের নজরে আসেনা। সপিণ্ডের দীর্ঘ তালিকায় নারীকে এমন ক্রমধারায় স্থান দেয়া হয়েছে যে, তাদের না পাওয়ার সম্ভবনাই অধিক। পিতার বর্তমানে মাতার বঞ্চিত হওয়ার খৃষ্ট আইনের প্রতি এ সমস্ত বোধহীনেরা বড়ই অন্ধ। কপাল পুরা কিছু মুসলমান বুদ্ধিজীবি ও সরকার প্রধানও ইসলামের মীরাসী আইনের দোষ খুঁজে ফেরে। সমালোচকসহ সকল মুসলিম সরকারের উদ্দেশ্যে বলতে চাই ইসলামের মীরাসী আইনে কোন অবস্থাতেই নারীর অধিকারকে খর্ব করা হয়নি। বরং ইসলামই নারীকে মীরাসের অধিকার দিয়ে সম্মানিত করেছে। ইসলামের মীরাসী আইন সমাজ ও রাষ্ট্রে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হলে অবহেলিত নারী সমাজ সকল প্রকার লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেত। আর নারীরা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হলে তারা অনেকের দূর্ব্যবহার থেকেও রক্ষা পেত। এবং এর ফলে তার অন্যান্য অধিকার ও মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হতো। কিন্তু তা না করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রচিত মীরাসী আইন পরিবর্তন করে অথবা তাঁর কিতাবে অন্যান্য যে সমস্ত আইনগত সুস্পষ্ট সীমা নির্ধারণ করেছেন সেগুলো ভেঙ্গে ফেলে ও আল্লাহর চিরন্তন আযাবের ভয় দেখানোর পরও অপরিণামদর্শীকোন কোন মুসলমান ব্যক্তি ও রাষ্ট্র প্রধান ইহুদীদের কায়দায় নিলর্জ্জভাবে আল্লাহর আইনে পরিবর্তনের অপচেষ্টা করেছে এবং তাঁর সীমারেখা ভেঙ্গেফেলার দুঃসাহস দেখিয়েছে। এদের সাথে যুক্ত হয়েছে এদেশীয় কিছু সংখ্যক তথাকথিত হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান বুদ্ধিজীবী। মীরাসী আইনের ব্যাপারে যে নাফরমানী করা হয়েছে তা আল্লাহর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহের শামিল।

সুতরাং আসুন নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের মীরাসী আইন প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হই। কোনক্রমে যেন আমরা আল্লাহর সীমা অতিক্রম করার দু:সাহস না দেখাই। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে তাঁর আইন ভেঙ্গে সীমা লঙঘকারীদের কাতারে শামিল না করেন।

ক্ষমতার বৈপ্লবিক রূপান্তর ভিন্ন মুক্তি নেই

(৯ পাতার পর)

শত্রু। হানাদার পাঞ্জাবিরাও কিন্তু 'দেশপ্রেমিক' ছিল; তারা পূর্ব বাংলার ভূমিকে দখলে রাখতে চেয়েছিল মানুষকে মেরে ফেলে।

ক্ষমতার হস্তান্তর বারবার ঘটছে, আরো ঘটবে, কিন্তু ক্ষমতার বৈপ্লবিক রূপান্তর না ঘটলে যে আমাদের মুক্তি নেই, তা অতীতের ইতিহাস প্রমাণ করছে, ভবিষ্যতের ইতিহাসও করবে, যদি না সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাসীরা এগিয়ে না আসেন এবং নিজেদের সংগঠিত করে রাষ্ট্র ও সমাজে মৌলিক পরিবর্তন না আনেন। মৌলিক পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, নাগরিকদের ভেতর অধিকার ও সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং সব ক্ষেত্রে যথার্থ জনপ্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। সেটা না ঘটলে কী ঘটবে, তা তো আমরা প্রতিক্ষণই দেখতে পারছি।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ট্রাম্প হৃদরোগে আক্রান্ত!

(প্রথম পাতার পর)

শুল্ক নিয়ে নানা মন্তব্য তাকে শিরোনামে আসন করে দিয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই ভাইরাল ট্রাম্পের হাতের একটি ছবি। ওই ছবিতে দেখা গেছে, ট্রাম্পের হাতে কালশিটে দাগ। এই কালশিটে দাগ আগেও দেখা গিয়েছিল অন্য এক হাতে। যদিও সেটি ঢাকা ছিল মেকাপ দিয়ে। কিন্তু এবারের কালশিটে দাগটি আর ঢাকা নেই। তাই এবার প্রকাশ্যে এসেছে সেই চিহ্ন। এরপর গুঞ্জন উঠেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কি হৃদরোগে ভুগছেন? হোয়াইট হাউসের দাবি, ট্রাম্প অ্যাসপিরিন খান, যা সাধারণত হৃদরোগ প্রতিরোধেই খেতে হয়।

কী বলছে হোয়াইট হাউস? : সমস্যা ছবি নিয়ে নয়। আসল বিষয়টি এর কাহিনিতে লুকিয়ে আছে। ক'দিন আগে হোয়াইট হাউস বিবৃতি দিয়ে জানায়, হাতের এই কালশিটে দাগের কারণ তাকে অত্যাধিক হ্যান্ডশেক করতে হয় ও নিয়মিত অ্যাসপিরিন খেতে হয়। এছাড়াও ত্বকের হালকা জ্বালাভাবের কারণেও এমন কালশিটে হয়ে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, অ্যাসপিরিন সাধারণত কার্ডিওভাসকুলার কোনও সমস্যা থাকলে খাওয়া হয়। কার্ডিওভাসকুলারের অর্থ হৃদরোগজনিত যেকোনও সমস্যা।

গুরুত্বহীন বলে দাবি হোয়াইট হাউসের : সোমবার হোয়াইট হাউসে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিউংয়ের ছবি তুলছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তখনই তার হাতের ছবি ভাইরাল হয়। হোয়াইট হাউসের চিকিৎসক ডা. শন বারবাবেলা এবং প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট অবশ্য এই কালশিটে দাগকে গুরুত্বহীন বলে দাবি করেছিলেন। সংবাদ বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছিল, ঘন ঘন, জোরে করমর্দন এবং অ্যাসপিরিন খাওয়ার কারণে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের।

দীর্ঘস্থায়ী ভেনাস ইনসাফিসিয়েন্সি? : চিকিৎসকদের অনেকে এই সমস্যাকে দীর্ঘস্থায়ী ভেনাস ইনসাফিসিয়েন্সি বলে মনে করেন। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের মতে, এই অবস্থা খুব সাধারণ। বছরে প্রায় দেড় লাখ মানুষের হাতে এই সমস্যা দেখা যায়। বেশিরভাগ সময় শিরার ভালভ অক্ষম হয়ে গেলে এমনটা হয় বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ। সূত্র : ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউকে

যুক্তরাষ্ট্রের ভিজিট ভিসার ফি দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি

(প্রথম পাতার পর)

ফি ১৮৫ ডলার থেকে বেড়ে ৪৩৫ ডলার হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৫৩ হাজার টাকা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপের মুখে কংগ্রেসে পাস হওয়া 'বিগ বিউটিফুল বিল' থেকে এই ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এতে যুক্তরাষ্ট্র হবে বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল পর্যটন ভিসাধারী দেশ। কর্মকর্তারা বলছেন, এই ফি হয়তো ফেরতযোগ্য হবে, কিন্তু এখনো কোনো স্পষ্ট নিয়ম নেই। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ এখন আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে। যেমন, পাঁচ সদস্যের একটি পরিবার শুধু ভিসা ফি বাবদই দিতে হবে প্রায় ২ হাজার ডলার (আড়াই লাখ টাকা)। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এতে পর্যটন ভিসায় অনীহা বাড়বে। শুধু তাই নয়, ২০২৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ এবং ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকের দর্শক, এমনকি অংশগ্রহণকারী অ্যাথলেটদের ওপরও এর প্রভাব পড়তে পারে।

মিনেসোটায় স্কুলে গুলিতে নিহত ৩ আহত ২০

(প্রথম পাতার পর)

বন্দুকধারী নিজের গুলিতে আত্মঘাতী হন। পুলিশ জানায়, ওই বন্দুকধারী কালো পোশাকে ছিলেন। তাঁর কাছে ছিল একটি রাইফেল, একটি শটগান ও একটি পিস্তল ছিল। গ্রীষ্মের ছুটি শেষে স্কুল শুরুর দুই দিন পর এ ঘটনা ঘটল। এ স্কুলে প্রিস্কুল থেকে অষ্টম গ্রেড পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয়। অঙ্গরাজ্যের গভর্নর টিম ওয়ালজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে লিখেছেন, 'অ্যানুনসিয়েশন ক্যাথলিক স্কুলে গুলি চালনার ঘটনা সম্পর্কে আমাকে ব্রিফ করা হয়েছে। আরও খোঁজখবর নিচ্ছি।' গভর্নর জানিয়েছেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। মিনেসোটা ক্রিমিনাল অ্যাপ্রিহেনশন ব্যুরো এবং স্টেট প্যাট্রলের সদস্যরাও সেখানে পৌঁছেছেন। মিনিয়াপোলিসের মেয়র জ্যাকব ফ্রে বলেছেন, তিনি দক্ষিণ মিনিয়াপোলিসে ভয়ানক সহিংসতার খবরের আরও খোঁজখবর নিচ্ছেন। জরুরি বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে শুরু করেছেন বলেও জানান তিনি। মিনিয়াপলিস পুলিশ প্রধান ব্রায়ান ও'হারা এক সংবাদ সম্মেলনে ঘটনার বিস্তারিত জানান। তিনি বন্দুকধারীকে রবিন ওয়েস্টম্যান (২৩) হিসাবে শণাক্ত করেন। তদন্তকারীরা মনে করছেন যে বন্দুকধারী স্কুল সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত। কারণ তিনি ওই স্কুলেরই প্রাক্তণ শিক্ষার্থী এবং হত্যাকান্ডের উদ্দেশ্যেই তার আগমন ঘটেছিল। তার মা অবসরপ্রাপ্ত স্কুল কর্মচারী, কর্মকর্তা জানিয়েছেন। ও'হারা বলেন যে তদন্তকারীরা বন্দুকধারীর ইউটিউব অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করে দেখেন। এফবিআই এ ঘটনায় তদন্ত করবে। ঘাতকের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলিতে যেসব ভিডিও রয়েছে সেগুলো শিশুদের হত্যাকাণ্ড, অস্ত্র, বুলেট এবং বিস্ফোরক সংক্রান্ত এবং হিংসাত্মক ভাষায়।

বিবিসির যুক্তরাষ্ট্র অংশীদার সিএসবিএস নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৫৩তম অ্যাভিনিউ ও ব্রায়ান্ট অ্যাভিনিউ সাউথে কয়েকটি অ্যাম্বুলেন্স উপস্থিত হয়েছে। ঘটনাস্থলে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা (এফবিআই), অঙ্গরাজ্যের পুলিশ এবং মিনিয়াপোলিস পুলিশের সদস্যরাও কাজ করছেন। স্থানীয় পুলিশ বিবিসিকে জানিয়েছে, বন্দুকধারী নিহত হয়েছেন। পুলিশ ও জরুরি সেবা দল ঘটনাস্থলে কাজ করছে।

গ্রিনকার্ড ও এইচ-১ বি ভিসায় বড় পরিবর্তনের পরিকল্পনা ট্রাম্প প্রশাসনের

বাংলাদেশ ডেস্ক : আমেরিকার গ্রিনকার্ড ও এইচ-১বি ভিসায় বড় রকমের পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা করছে ট্রাম্প প্রশাসন। ট্রেড সেক্রেটারি হাওয়ার্ড লুটনিক সোমবার জানান, লটারি-ভিত্তিক ব্যবস্থা বাদ দিয়ে মজুরি এবং মেধা-ভিত্তিকভাবে ভিসা ও গ্রিন কার্ড দেওয়ার বিষয়ে পরিকল্পনা এগিয়ে এনেছে প্রশাসন। এই প্রস্তাবিত সংস্কারের সাথে লুটনিক নিজেও যুক্ত আছেন।ফক্স নিউজকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে লুটনিক বলেন, 'আমরা গ্রিন কার্ডে পরিবর্তন আনতে যাচ্ছি। আমরা যে গ্রিন কার্ড দিই, সেক্ষেত্রে সাধারণ অ্যামেরিকান বছরে গড়ে ৭৫,০০০ ডলার আয় করেন, আর গ্রিন কার্ড প্রাপক বছরে গড়ে ৬৬,০০০ ডলার আয় করেন।'তিনি বলেন, 'একারণে ডোনাল্ড ট্রাম্প এই নীতি পরিবর্তন করতে চলেছেন। যেখানে সামনে আসছে গোল্ড কার্ড। পাশাপাশি আমরা অ্যামেরিকার জন্য সেরা ব্যক্তিদের বাছাই শুরু করব। এটি করার সময় এসে গেছে।'

টাইমস অফ ইন্ডিয়া জানায়, এক্সে দেয়া এক পোস্টে লুটনিক বর্তমান এইচ-১বি ভিসা সিস্টেমকে অসামঞ্জস্যতার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার মতে, এই ভিসা বিদেশি কর্মীদের অ্যামেরিকান চাকরির সুযোগ পেতে সাহায্য করে।সব বড় অ্যামেরিকান ব্যবসার ক্ষেত্রে অ্যামেরিকান কর্মীদের নিয়োগ প্রথম অগ্রাধিকার হওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেন ট্রেড সেক্রেটারি।

প্রস্তাবিত পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে এইচ-১বি লটারি ব্যবস্থা বাদ দেওয়া এবং মজুরি-ভিত্তিক বরাদ্দ চালু করা। এতে প্রথমে বেশি আয়কারী আবেদনকারীরা ভিসা পাবেন।

এই মাসের শুরুতে ইউএস অফিস অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স এই মর্মে একটি খসড়া নিয়ম অনুমোদন করেছে।যদিও 'গোল্ড কার্ড' উদ্যোগটি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। এটি বর্তমান গ্রিন কার্ড সিস্টেমের বিকল্প হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে, যাতে বিশেষ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং বেশি আয়কারী ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করা যায়। এই পরিবর্তন ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' অভিবাসন নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেও ধারণা করা হচ্ছে।এদিকে এইচ-১বি ভিসা প্রোগ্রাম স্থগিত বা বিলুপ্ত করার প্রস্তাব নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। অনেকেই দাবি করছেন, এধরনের পদক্ষেপের ফল বিপরীত হতে পারে। ফলে ভিসা নীতির এই পরিবর্তন হলে ভারতীয়দের ওপর বড় প্রভাব পড়বে। কারণ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এইচ-ওয়ান বি ভিসাধারীদের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশই ভারতীয় নাগরিক।

এনওয়াইবিএ লায়ন্স ক্লাব কর্মকর্তাদের অভিষেক

(শেষ পাতার পর)

টেরি পালাদিনি, ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২-এর সেকেন্ড ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন শাহ নেওয়াজ,ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট লায়ন এডভোকেট নাসির উদ্দিন,সাবেক প্রেসিডেন্ট ও রিজিয়ন ডিরেক্টর লায়ন মোহাম্মদ সাঈদ, সাবেক প্রেসিডেন্ট লায়ন আহসান হাবিবসহ ডিস্টিক্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে ১২তম চার্টার অ্যানিভার্সারি উদযাপনে বিশাল কেক কাটা হয়। লায়ন্স ক্লাবের এই মিলন মেলায় চার শতাধিক লায়ন্স ও সম্মানিত অতিথিরা অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট লায়ন রকি আলিয়ান। দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেছেন নতুন ক্লাব প্রেসিডেন্ট লায়ন জেএফএম রাসেল।

কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেছেন আই-হিল মাহমুদ রিশান। ইনভোকেশন পাঠ করেছেন লায়ন আহসান হাবিব। ইংরেজিতে প্লেজ অব এলিজেন্টস পাঠ করেছেন ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২-এর সেকেন্ড ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন শাহ নেওয়াজ। বাংলায় প্লেজ অব এলিজেন্টস পাঠ করেছেন লায়ন তমাল হোসেন। লায়ন টোস্ট পরিচালনা করেছেন লায়ন মোহাম্মদ সাঈদ। এরপর আমেরিকা ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। প্রখ্যাত ডোলক বাদক শফিক মিয়ার ডোলের বাজনার মাঝে নতুন ক্লাব প্রেসিডেন্ট লায়ন জেএফএম রাসেল এবং নতুন ক্লাব সেক্রেটারী লায়ন মশিউর রহমান মজুমদার'র নেতৃত্বে কমিটির কর্মকর্তাদের মঞ্চে ডেকে এনে সকলের মাঝে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। এ পর্বটি পরিচালনা করেছেন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট লায়ন রকি আলিয়ান।এসময় উপস্থিত ক্লাব সদস্য এবং বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্বরা করতালি দিয়ে তাদের অভিনন্দন জানান।

নিউইয়র্কের এসেম্বলিওম্যান জেনিফার রাজকুমার কয়েকজন ক্লাব নেতৃবৃন্দের হাতে প্রোক্লেমেশন ও সাইটেশন তুলে দিয়ে সম্মাননা জানিয়েছেন। ক্লাবের নেতুবৃন্দকে সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন সদ্য সাবেক ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন টেরি পালাদিনি। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সেবামূলক লায়ন্স আন্দোলনে এবছর ক্লাবের ৪৬ জন নতুন সদস্য অর্ন্তভূক্ত হয়েছেন। নতুন সদস্যদেরকে শপথ পাঠ করিয়ে অভিষিক্ত করিয়েছেন ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও রিজিয়ন ডিরেক্টর লায়ন মোহাম্মদ সাঈদ। এসময় তাদের মেম্বারশিপ সার্টিফিকেটও প্রদান করা হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অভিষেক আয়োজন কমিটির চেয়ারম্যান ও ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২-এর সেকেন্ড ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন শাহ নেওয়াজ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ইভেন্ট কনভেনর লায়ন নুরুল আজিম,মেম্বার সেক্রেটারী লায়ন এএসএম উদ্দিন পিন্টু, ক্লাব সেক্রেটারী লায়ন মশিউর রহমান মজুমদার, লায়ন ফাহাদ সোলায়মান প্রমূখ।

লায়ন শারমিনা সিরাজ সোনিয়ার উপস্থাপনায় সম্পন্ন অনুষ্ঠানে কয়েকজন নৃত্যশিল্পী উপভোগ্য নৃত্য পরিবেশন করেছেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন রিতু পর্ণা ব্যানর্জি। অনুষ্ঠানে এ বছরের ইলেকশন কমিশনার লায়ন রেজা রশিদ, লায়ন আমেনা নেওয়াজ, লায়ন আব্দুর রহিম হাওলাদারসহ কয়েকজন সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং সক্রিয় লায়ন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালন ও সহযোগিতার জন্য বিশেষ ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। আকর্ষনীয় র‌্যাফেল ড্র পরিচালনার পর প্রায় মধ্যরাতে ক্লাব সভাপতি লায়ন জেএফএম রাসেলের সমাপনি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে আগত সকলের জন্য ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস,এ্যাপিটাইজারসহ বিশেষ খাবারে সাজানো ছিল ডিনারের মেন্যু।

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

বারী হোম কেয়ার

• Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
• Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

- Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট Direct Deposit এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
- Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
- আমরা Medicaid এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
- We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
- We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care – we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI TOWER · BARI HOME CARE · BARI SUPERMARKET · BARI RESTAURANT · BARI PARTY HALL · BARI MEDIA · BARI CHARITY FOUNDATION · BARI & BARI · BARI ESTATE · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside,
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo. NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower
74-09 37th Ave,
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটি'র ব্যাক টু স্কুল কর্মসূচি

(শেষ পাতার পর)

নূতন শিক্ষা বর্ষ শুরু করতে। অভিভাবকরাও ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সন্তানদের সাথে তাদের স্কুল সাপ্লাই কেনাকাটায়। যারা প্রি-কে থেকে ১২ গ্রেড পর্যন্ত প্রায় ১ মিলিয়ন শিক্ষার্থী নতুন ক্লাসে যাবে ৪সেপ্টেম্বর। নতুন ক্লাশে যাওয়ার জন্য স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্যণীয়। আর তাই নতুন প্রজন্মদের উৎসাহিত করতে প্রবাসের অন্যতম সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি (জেবিএফএস) বিগত বছরের মতো এবারো স্কুল সাপ্লাই বিতরণ করেছে। উৎসবমুখর পরিবেশে গত ২৩ আগস্ট বিকালে জ্যামাইকার হাইল্যান্ড এভিনিউস্থ ক্যাপ্টেন টিলি পার্কে জেবিএফএস'র উদ্যোগে সাত শতাধিক শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ করা হয়। স্কুল সাপ্লাইয়ের পাশাপাশি বাচ্চাদের বিনোদনেরও ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী ছাড়াও অন্যান্য কমিউনিটির অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে স্কুল সাপ্লাই গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে চিপস, পপকন, সিঙ্গারা, পানির বোতলসহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। স্কুল সাপ্লায়ের পাশাপাশি এসব পেয়ে শিশু-কিশোররা আনন্দে মুখরিত করে তোলে ক্যাপ্টেন টিলি পার্ক। ছাত্রছাত্রীদের হাতে বিভিন্ন ধরনের খেলনা। স্কুল সাপ্লাইয়ের মধ্যে ছিল স্কুলব্যাগ, পেন্সিল, খাতা, নোটবুক। বিকাল ৫টায় থাকলেও অভিভাবকদের নিয়ে নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোররা বিকাল ৪টা থেকেই পার্কে উপস্থিত হতে থাকে। তাদের সুন্দর করে লাইনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। পাঁচ শতাধিক নতুন প্রজন্মের উপস্থিতিতে ক্যাপ্টেন টিলি পার্ক যেন নতুন কুড়িতে পরিণত হয়। তাদের কলকাকলিতে পুরো পার্ক মুখরিত হয়ে ওঠে।

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের সভাপতিত্বে এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানির পরিচালনায় এবং সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সীর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানের অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, অন্যতম উপদেষ্টা এবং সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, উপদেষ্টা ছদরুন নূর, উপদেষ্টা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কামরুজ্জামান কামরুল, অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক শাহ শহীদুল্লাহ, মেম্বার সেক্রেটারি ইসমাইল হোসেন স্বপন, সাবেক সভাপতি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিলাল চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়কারী আলম সরকার, যুগ্ম আহ্বায়ক ইকবাল আহমেদ, জিল্লুর রহিম, শরিফ হোসেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি এএফ মি-সবাহউজ্জামান, সমন্বয়কারী প্রফেসর শাহাদাত হুসেন, আব্দুল বাছির, জুলকার হায়দার, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহ-সভাপতি মহি উদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমি, খুলনা সোসাইটির সভাপতি ওয়াহেদ কাজী এলিন, সহ-সভাপতি কামরুল ইসলাম সনি, নওশাদ হায়দার, সুমন খান, নিপা জামান, বি-য়ানীবাজার সমিতির সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আলম অপু প্রমুখ। অনুষ্ঠানের অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের সহযোগী সংগঠন মানবসেবী প্রতিষ্ঠান ভালো এবং ডিএইচ কেয়ার হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট শাহরিয়ার রহমান, সিআইপি গহর এস জামিল, অনুষ্ঠানের বক্তাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে সবার মধ্যে সুশৃঙ্খলভাবে স্কুল সাপ্লাই তুলে দেওয়া হয়। সংগঠনের কর্মকর্তারা তাদের হাতে স্কুল সাপ্লাই তুলে দেন।

এদিকে বক্তারা তাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ফ্রেন্ডস সোসাইটির এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা এবং সংগঠনের সকল কর্মকান্ডে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তারা বলেন, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি প্রবাসের একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন। অসহায় মানুষের পাশাপাশি জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি প্রবাসে জন্ম নেওয়া এবং বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোরদের নিয়েও নানা অনুষ্ঠান করে থাকে। তারই একটি হলো ব্যাক টু স্কুল সাপ্লাই প্রোগ্রাম এবং বাচ্চাদের জন্য আনন্দ উৎসব। উল্লেখ্য, জেবিএফএস'র উদ্যোগে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ কর্মসূচী বাস্তবায়নে পার্টনার কয়েকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি তাদের সহযোগিতা পেয়ে আনন্দিত। ব্যাক টু স্কুল প্রোগ্রামটি সফল করার জন্য তারা অভিভাবক এবং ফ্রেন্ডস সোসাইটির কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের বনভোজন

(শেষ পাতার পর)

লং আইল্যান্ডস্থ সবুজে ঘেরা বিশালাকারের ওয়ানতাগ পার্কে এবারের বনভোজন আয়োজন করা হয়। শিশু-কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধ সহ সর্বস্তরের কয়েকশত উত্তরবঙ্গবাসীর আর কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সপরিবারে এতে অংশ নেয়ায় বনভোজনটি বাংলাদেশীদের মিলন মেলায় পরিণত হয়। ব্যতিক্রমী আয়োজনে সকালের নাস্তা পরিবেশনের মধ্য দিয়ে বনভোজনের কর্মকান্ড শুরু হয়। এসময় পার্কেই ভাজা গরম গরম পরটা আর ডাল-ভাজি-সুজি দিয়ে বনভোজনে অংশগ্রহ-নকারীদের 'ব্রেকফার্স্ট' করানো হয়। এছাড়াও তরমুজ সহ দিনভর ছিলো নানা রকমের অ্যাপিটাইজার খাবার। অনুষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো আড্ডা, শুভেচ্ছা বিনিময়, বিভিন্ন রকম খেলাধুলা, দেশীয় খাবারে মধ্যাহ্ন ভোজ, র‍্যাফল ড্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর পুরষ্কার বিতরণী।

দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে বনভোজনের উদ্বোধন করা হয়। আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে নিয়ে সংগঠনের কর্মকর্তারা রং বে রং এর এক গুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের উদ্বোধন করেন। এসময় বিশিষ্ট মর্টগেজ ব্রোকার মোহাম্মদ ফাহিম জান (এনএমএলএস#২১৮১২) ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং অন্যান্যের মধ্যে ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি ডা. মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক মোজাফফর হোসেন, বনভোজন কমিটির আহ্বায়ক মোতাহার হোসেন, প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ রাকিবুজ্জামান খান তনু ও সদস্য সচিব মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বিশিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তা ও সংগঠক হাসানুজ্জামান হাসান নিজ জেলা বাংলাদেশের নীলফামারীতে অবস্থান করায় সেখান থেকেই তিনি টেলি কনফারেন্সে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। দেশীয় খাবারে মধ্যাহ্ন ভোজের পর অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক পর্বে জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী মম, চন্দ্রা রায়, ফয়সাল সারওয়ার প্রমুখ একাধিক গান পরিবেশন করেন। এসময় শিশুসহ অনেকেই শিল্পীদের সাথে নেচে-গেয়ে আনন্দে মেতে উঠেন।

বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় আকর্ষনীয় র‍্যাফল ড্র।

সবশেষে ছিলো পুরস্কার বিতরনী। এসময় ফাউন্ডেশনের সভাপতি ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান সহ আমন্ত্রিত অতিথি ও সংগঠনের কর্মকর্তারা পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এসময় সংগঠন ও কমিউনিটির জন্য ভালো কাজের জন্য কয়েকজনকে প্ল্যাক/পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্ব পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোজাফফর হোসেন, প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ রাকিবুজ্জামান খান তনু ও ইঞ্জিনিয়ার এবিএম মিজানুল হাসান।

বিভেদ ভুলে এক হয়ে চলার আহ্বান শাহ নেওয়াজের

(শেষ পাতার পর)

কমিউনিটির মানুষকে মুক্তি দেয়ার লক্ষ্যে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। গুলশান ট্যারেসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্টজনরা উপস্থিত থেকে কুৎসাকারীদের তীব্র নিন্দা জানান। অনুষ্ঠানের আহবায়ক কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যবসায়ি শাহ নেওয়াজ বলেন, কমিউনিটির কল্যাণে সকল ভেদাভেদ ভুলে সবাইকে এক হয়ে চলার আহ্বান জানাই। বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ বলেন, যদি আমার নিজের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ থাকে তা সরাসরি জানানো অথবা প্রয়োজনে কমিউনিটির মুরব্বিদের নিয়ে তা সমাধান করা সম্ভব। কমিউনিটি ও কমিউনিটির পরবর্তী প্রজন্মের স্বার্থে ঝগড়া-ফ্যাসাদ ও কুৎসা রটনার অপসংস্কৃতি বন্ধ হওয়া উচিত বলেও মনে করেন তিনি। অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা একে অপরের প্রতি সম্মান রেখে সবাইকে এক হয়ে চলার আহ্বান জানান।

শাহ নেওয়াজ বলেন, 'ব্যাক্তিগতভাবে আমি কারো বিরুদ্ধে কখনো ফেসবুকে কোন কিছু লিখি না। এটা আমি পছন্দও করি না। কিন্তু আমার পরিচিত কেউ কিছু লিখে থাকলে সেটা তাদের দায়। তাদের জন্য কেন আমাকেই দোষারোপ করা হবে। তাদের কেউ কেউ হয়তো আমার প্রতিষ্ঠানের চাকরি করেন। তাদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ আছে। কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত কোন পোস্টের জন্য আমাকে দায়ী করে আমি ও আমার পরিবারের নামে যে হারে কুৎসা ও বিষেদ্বাগার করা হচ্ছে তাতে আমি সামাজিক ও মানসিকভাবে ক্ষতির স্বীকার হচ্ছি। যাদের সঙ্গে জীবনে কখনো আমার ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক কোন দ্বন্ধ বা কোন ঝগড়া নেই, দীর্ঘদিনের ভাই-বন্ধুর মতোই সম্পর্ক, তেমন চার-পাঁচজন আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এমনকি আমার স্ত্রী ও সন্তানদের রেহাই দিচ্ছে না। আমার সন্তান বলছে- বাবা তোমার বন্ধুরা এতো নোংরা ভাষায় কেন কথা বলে? আমি উত্তর দিতে পারি না। যারা আমার বিরুদ্ধে লিখছেন, তাদেরও পরিবার আছে স্ত্রী-সন্তান আছে। নোংরা ভাষা ব্যবহার করে নিজেদের স্ত্রী-সন্তানের কাছে মুখ দেখান কি করে? তাদের স্ত্রী-সন্তানের বিরুদ্ধে এমনকি কারোই স্ত্রী-সন্তান বা কারো বিরুদ্ধে কেউ কুৎসা রটানো হোক এটা আমি চাইনা।

তিনি বলেন, একটা টেবিল নিয়ে ব্যবসা শুরু করে ছোট অবস্থা থেকে আমি আজ এ অবস্থানে এসেছি। একদিনে বড়লোক হয়ে যাইনি। আমার জার্নি সবাই জানেন। তবুও আমার বিরুদ্ধে যদি কারো কোন অভিযোগ থাকে তবে আমাকে বলুন। আমি তা সমাধান করব। কিন্তু যে দোষ আমি করিনি তার জন্য আমাকে দোষী করা হচ্ছে। তবুও আমার কোন দোষ বা ভুল হলে সরাসরি কথা বলে তা সমাধান করার প্রতিশ্রুত দিচ্ছি। যদি না করি তাহলে কমিউনিটির বিশিষ্ট জনেরা আছে তাদের নিয়ে বসে সমাধান হবে। চাইলেও আমিও অন্যের বিরুদ্ধে লিখতে পারি, কথা বলতে পারি। কিন্তু আমি চাই কমিউনিটির স্বার্থে ও পরবর্তী প্রজন্মের স্বার্থে এসব বন্ধ হোক।

শাহ নেওয়াজের সহধর্মীনি রানো আমেনা নেওয়াজ বলেন, আমরা আমাদের সাধ্যমতো যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বা অনুষ্ঠানে সহযোগীতা করি। বেকার অসহায় অনেককে চাকরি দিয়েছি। আমাদের প্রতিষ্ঠানে বেশ কয়েজন কর্মরত আছেন। তাদের নিয়েও আমাকে নোংরা ভাষায় কুৎসা রটাচ্ছেন, পোস্ট দিচ্ছেন কেউ কেউ। তাদেরও তো স্ত্রী-সন্তান আছে। দয়া করে এসব করবেন না।

অনুষ্ঠানে জ্যাকব মিল্টন বলেন, গুজব বা কুৎসা রটানো এখনই বন্ধ হওয়া উচিত। কমিউনিটিতে এটা মহামারির মতো ছেয়ে গেছে। আমাকে নিয়েও রটানো হয়েছিল। কেউ প্রতিবাদ করে নি। এখনো কেউ করবেন না।

বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম বলেন, যে কারো জন্য যতটুকু সম্মান দেখাবে, যতটুকু ঘৃণা দেখাবে, অসম্মান করবে, কুৎসা রটাবে তিনি তা ফেরত পাবেন। তাই সবার প্রতি বিনীত অনুরোধ কারো বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো বা কুৎসা রটানোর চর্চা থেকে বিরত থাকতে হবে।

বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী বলেন, গত দুই-তিন বছর যাবত গীবত ও কুৎসা অনেক বেড়েছে কমিউনিটিতে। এমনকি গত দুই-তিন মাসে তা এটো প্রকট আকার ধারণ করেছে যে, সারাদিন চিন্তায় থাকি কখন কার বিরুদ্ধে ফেসবুকে লেখা হয়, কখন নিজের নামে লেখা হয়।

ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আজহারুল হক মিলন বলেন, এমন কুৎসা রটানোর ঘটনা আগে কখনো দেখিনি। ফেসবুকে যা লেখা হচ্ছে তা পড়তেও রুচিতে বাঁধে। যারা লিখছেন তাদের প্রতি বলছি এসব অসভ্যতা বন্ধ করুন।

সোসাইটির সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান বলেন, কমিউনটির সভাই আমরা ভাই-ভাই। তাই আসুন কুৎসা রটানো ও একে অপরে বিরুদ্ধে বলা বন্ধ করে আমরা কমিউনিটিকে এগিয়ে নিয়ে যাই।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্র্যান্ডস সোসাইটির সভাপতি ও বাংলাদশে সোসাসইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, আহসান হাবীব, কাজী সাখাওয়াত হোসন আজম, আমেরিকান বাংলাদেশি লায়ন্স ক্লাবের সাবেক সভাপতি আহসান হাবীব, বর্তমান সেক্রেটারি মশিউর রহমান মজুমদার, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট শাহ শহীদুল হক, রিয়েলটর নূরুল আজিম, রিয়েলটর মোহাম্মদ আজহার, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট আব্দুস সোবহান, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, শাহ জে চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের বদরুল খান, আজিমুল ইসলাম খোকন, রোকন হাকিম, শাহীন ভূইয়া, নিরু নিরা, লিটন চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির নেতা জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, হাসান জিলানী প্রমুখ।

সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন টাইম টিভির সিইও আবু তাহের, বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ খান, পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সাংবাদিক শাহেদ আলম, নবযুগ সম্পাদক শাহাবুদ্দিন সাগর, নিউইয়র্ক কাগজ সম্পাদক আফরোজা ইসলাম, সাপ্তাহিক ইনকিলাব সম্পাদক জাহেদ আলম, টাইম টিভির পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক প্রমুখ।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

পিআর বনাম চেতনার লড়াই

(৪ পাতার পর)

দলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা সরাসরি ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পাশাপাশি পিআর তালিকাতেও অন্তর্ভুক্ত থাকেন যাতে স্থানীয় নির্বাচনে হেরে গেলেও জার্মান সংসদ ‘বুন্দেসতাগে’ তাদের আসন একপ্রকার সংরক্ষিত থাকে। ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে বেশ জটিল। এদিকে, কোনো দল যদি ৫ শতাংশের কম ভোট পায় তাহলে সেই দল কোনো অতিরিক্ত আসন পাবে না। বাংলাদেশের বাস্তবতায় কয়টি দল ৫ শতাংশের বেশি ভোট পেতে পারে সেটা বিবেচনার ভার আমি পাঠকদের ওপর ছেড়ে দিলাম। আমি মনে করি, এত অল্প সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠেয় আগামী নির্বাচনে এমন একটি জটিল পদ্ধতি নিয়ে অভিনব কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করাই শ্রেয়। যদি সব দল একমত হয় তাহলে নতুন সংবিধান প্রণয়ন অথবা সংবিধান সংশোধন সাপেক্ষে পরবর্তী নির্বাচনে উপরোক্ত মিশ্র পিআর পদ্ধতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। সব মিলিয়ে আমার কাছে মিশ্র পিআর পদ্ধতি জটিল হলেও অধিকতর গণতান্ত্রিক নির্বাচনি ব্যবস্থা বলেই মনে হচ্ছে। আমার প্রত্যাশা হলো, কোনো দলই যেন পিআর ব্যবস্থা মেনে নেওয়ার দাবিতে নির্বাচন বর্জনের মতো হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে গণতান্ত্রিক উত্তরণকে বাধাগ্রস্ত না করে। আমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, ভারতীয় ডিপ স্টেটের লক্ষ্য হলো প্রথমত ড. ইউনূস সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং দ্বিতীয় লক্ষ্য, বাংলাদেশে এমন একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা, যার সুযোগে ঢাকায় অতীতের মতো একটি ভারত-সমর্থক সরকার ক্ষমতাসীন হতে পারে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে আমরা একটি অবাধ এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের মাধ্যমে আমাদের হেজেমনিক প্রতিবেশীর উপরোক্ত অপচেষ্টাকে সম্মিলিতভাবে রুখে দিতে পারি। দেশের সব রাজনৈতিক দল এই গুরুদায়িত্ব উপলব্ধি করবে বলেই আমার প্রত্যাশা। অতীতে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক দলের ভুল সিদ্ধান্ত এবং ব্যক্তিবিশেষের উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলে আমাদের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে একাধিকবার আঘাত এসেছে।

জুলাই বিপ্লব-পরবর্তী বাংলাদেশে বিএনপির মধ্যে ‘একাত্তরের চেতনা’র বিস্ময়কর হঠাৎ বিস্ফোরণ নিয়ে আলোচনা করে আমার আজকের লেখা শেষ করব। ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা তার পনেরো বছরের দানবীয় শাসনকালে এই ‘চেতনা’ ব্যবহার করেই তাবৎ গুম-খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যা, জুডিশিয়াল কিলিং এবং আয়নাঘরের জুলুমকে দেশে এবং বিদেশে বৈধতা দিয়েছেন। ২০১৪, ২০১৮, এবং ২০২৪ সালের ভুয়া নির্বাচনের পর তথাকথিত ইসলামি জঙ্গি ও মৌলবাদ ঠেকানোর গল্প ফেরি করেই তিনি বিশ্বকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লড়াকু ছাত্রছাত্রীদের সেই অবিস্মরণীয় স্লোগান ‘তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার, কে বলেছে কে বলেছে, স্বৈরাচার স্বৈরাচার’, হাসিনা ও ভারতের দালালদের বহু ব্যবহারে জীর্ণ ‘একাত্তরের চেতনা’র ব্যবসাকে কবর দিয়েছিল। কোন বিশেষ রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিএনপি সেই কবরস্থ চেতনাকে পুনর্জীবন দান করতে চাচ্ছে তা আমার জানা নাই। আগামী সংসদে সম্ভাব্য বিরোধী দল জামায়াতকে মোকাবিলা করার জন্য বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাদের আওয়ামী বাঙালিত্বের বয়ানকে কেন নিজেদের করে নিতে হচ্ছে সেটাও দলটির নীতিনির্ধারকরাই ভালো জানেন। ‘তুমি কে আমি কে, বাঙালি বাঙালি’ কবে থেকে এবং কীভাবে শহীদ জিয়া প্রতিষ্ঠিত বিএনপির স্লোগান হলো সেটাও এক রহস্য। কদিন আগে তারেক রহমানের বাংলাদেশকে ‘মৌলবাদের অভয়ারণ্যে’ পরিণত করতে না দেওয়ার দৃঢ় ঘোষণা শুনে প্রায় আকাশ থেকে পড়েছি।

নির্বাসন থেকে ফিরে গত প্রায় এক বছরে দেশের বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়িয়েছি, নানা অনুষ্ঠানে অনেকগুলো কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণদের সঙ্গে মেশার সুযোগ হয়েছে। আমার দেশ অফিসেও প্রতিদিন কয়েক ডজন বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ আমার সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ করতে আসেন। আমি তো কোথাও মৌলবাদের কোনো উত্থান খুঁজে পেলাম না। বিদেশি দূতাবাসের কূটনীতিকরাও আমার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনায় স্বীকার করেছেন যে, আমাদের দেশে কোনো ইসলামি জঙ্গিবাদ নাই। আলাপচারিতায় আমরা একমত হয়েছি যে, সমাজের অতি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে চরমপন্থি চিন্তা থাকলেও এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো কিছু ঘটে নাই। পৃথিবীর সব দেশেই কম আর বেশি এরকম চরমপন্থার অস্তিত্ব রয়েছে। বিদেশি কূটনীতিকরা এটাও স্বীকার করেছেন যে, কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই শেখ হাসিনা ইসলামি জঙ্গিবাদের বয়ান অনবরত ব্যবহার করেছেন। আমি বুঝতে পারছি না, প্রায় সতেরো বছর ধরে নির্বাসিত তারেক রহমান বাংলাদেশে মৌলবাদের কাল্পনিক অভয়ারণ্যের ভীতি ছড়ানোকে কেন দলের নতুন রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে গ্রহণ করলেন? তিনি বাংলাদেশের প্রকৃত পরিস্থিতি এত দূর প্রবাসে থেকে কোন পদ্ধতিতে জানতে পেরেছেন? কোন পরামর্শকরা তাকে এ-জাতীয় আত্মবিধ্বংসী আওয়ামী বয়ান শেখালেন? বিএনপি এ বিষয়ে আমাদের অজান্তে কি কোনো জরিপ চালিয়েছে? এ ধরনের প্রচারণার মাধ্যমে বিএনপি কেমন করে রাজনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে? একমাত্র ভারতীয় গোদি মিডিয়া এবং দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ছাড়া বিশ্বে কোথাও বাংলাদেশে মৌলবাদের উত্থানের গল্প খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমনও হতে পারে যে, বিএনপির নীতিনির্ধারকরা হয়তো ধরে নিয়েছেন, নির্বাচনে যেহেতু তারা জিতবেনই, অতএব ভারতকে খুশি রাখাই ক্ষমতা ধরে রাখার মোক্ষম উপায়!

যে ভারত সারা বিশ্বে ইসরাইল ব্যতীত সবচেয়ে কট্টর মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত, সেই রাষ্ট্রের নেতাদের কাছ থেকে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িকতা এবং পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে জ্ঞান নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বাংলাদেশের সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে চরম ইসলামবিদ্বেষী ভারতের বাংলাদেশবিরোধী অপপ্রচারের বয়ান মিলে যাচ্ছে। একজন প্রবীণ নাগরিক হিসেবে আমি মনে করি যে, দেশে ফিরে বাস্তব অবস্থা নিজে না জানা পর্যন্ত তারেক রহমানের এ-জাতীয় বক্তব্য প্রদান নিজ স্বার্থেই পরিহার করা উচিত। যারা তাকে এসব কথা বলতে উৎসাহিত করছেন, তারা তার নিজের কিংবা তার দলের বন্ধু হতে পারেন না। মুখের কথা একবার বেরিয়ে গেলে কিন্তু আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। যাই হোক, রাজনৈতিক দলসমূহের আদর্শভেদে ভিন্ন কৌশল থাকাটাই স্বাভাবিক। ২০০১ সালের পর বাংলাদেশের জনগণ দেশি কিংবা বিদেশি বিশেষ মহলের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের সুযোগ প্রকৃতপক্ষে পায় নাই। ২০০৮ সালের নির্বাচন নিয়েও বহু প্রশ্ন রয়েছে। আমরা আশা করি, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধের প্রত্যাশিত নির্বাচনে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ আবার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ফেরার সুযোগ পাবে। ড. ইউনূস তার দায়িত্ব সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন সেই আশা সকল দেশপ্রেমিক নাগরিকের।

ভয়াবহ রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকটে জুলাই সনদ

(৬ পাতার পর)

যায় নাই। এনসিপি ও জামায়াতের অনেক দাবিকে বিএনপি সংবিধানবিরোধী বলেছে। আরো বলেছে, ঐসব দাবি পূরণ করতে গেলে সাংবিধানিক শূন্যতা সৃষ্টি হবে। কিন্তু জামায়াত এবং এনসিপি এ ব্যাপারে যে যুক্তি তুলে ধরছে তা নিম্নরূপ:-

৫৫, ৫৬ ,৫৭, ৫৮, ৫৮ ৫৮(ক) ৫৯ একই সাথে ৬৫ এবং ৯২ এই ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮ তে আছে একটা চ্যাপ্টার। এই চ্যাপ্টারের শিরোনাম হলো– ‘প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা’। তাদের মতে এখন প্রধানমন্ত্রী নাই, মন্ত্রী নাই, নির্বাহী সরকারও নাই। তাই এই মুহূর্তে সংবিধানের ওই অনুচ্ছেদগুলো অকার্যকর। এরপর বর্তমান সংবিধানের ৫ম ভাগে অনুচ্ছেদ ৬৫ থেকে ৯২ পর্যন্ত যেসব অনুচ্ছেদ আছে সেগুলো হলো সংসদ বা পার্লামেন্ট সংক্রান্ত। যেহেতু এখন সংসদ নাই তাই ওই ২৭টি অনুচ্ছেদও এখন অকার্যকর। ১২৩ অনুচ্ছেদে রয়েছে, পার্লামেন্টের মেয়াদ স্বাভাবিকভাবে শেষ হলে অথবা অন্য কোনো কারণে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই পার্লামেন্ট ভেঙে গেলে কীভাবে নির্বাচন হবে সে সংক্রান্ত আইন। সেসব আইন দিয়ে এখন নির্বাচন হচ্ছে না।

গত বছরের ৫, ৬, ৭ ও ৮ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো সরকার ছিল না। বলা হচ্ছে, ৮ তারিখ বর্তমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ মোতাবেক এই সরকারের বৈধতা আনা সুপ্রিম কোর্টে রেফারেন্সের মাধ্যমে। আর এই রেফারেন্সের ফলে জুলাই বিপ্লব সংবিধানের মধ্যে ঢুকে গেছে। অথচ এই সরকার গঠিত হয়েছে জার্মান দার্শনিক হ্যান্স ক্যালসনের Grund Norms তত্ত্ব অনুযায়ী। Grund Norms একটি জার্মান শব্দ। এর ইংরেজি হলো Basics Norms. বিপ্লব হলো, Solemn Expression of the will of the people অর্থাৎ বিপ্লব হলো জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছার বহির্প্রকাশ। বিপ্লব নিজেই একটি সংবিধান। প্রচলিত সংবিধান Subservient to revolution. অর্থাৎ প্রচলিত সংবিধান বিপ্লবের অধীন। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান চলাকালে মানবাধিকার লঙ্ঘন-সংক্রান্ত জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয়ের তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনকে ‘ঐতিহাসিক দলিল’ হিসেবে ঘোষণার রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে রায়ে ওই প্রতিবেদনকে ‘জুলাই বিপ্লব-২০২৪’ হিসেবে গেজেট প্রকাশের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয়কে আগামী ৩ মাসের মধ্যে এ বিষয়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন হাইকোর্টে জমা দিতে বলা হয়েছে। এখন যদি বিপ্লবের তাৎপর্য এবং আইনের সর্বোচ্চ উৎস হিসেবে এই তত্ত্বকে আরো বেশি দূর এগিয়ে নেয়া হয়; তাহলে বাংলাদেশে গুরুতর রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকট দেখা দেবে। সেই সঙ্গে জুলাই সনদও ভয়ংকর সংকটে পড়বে। এজন্য এই মুহূর্তে দরকার ড. ইউনূসের সক্রিয় হস্তক্ষেপ। যার ফলে এসব গুরুতর আইনি প্রশ্নের একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান হয়।

চলে গেলেন প্রিয় সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিন

(৬ পাতার পর)

গ্রামের ছেলে সেই সময়ে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পড়ছেন, এ থেকেই তার মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজি দৈনিক নিউ নেশনে তিনি দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন। বেশ কয়েকটি ইংরেজি বার্তা সংস্থায়ও তিনি কাজ করেন। ফলে ইংরেজিতে সংবাদ, নিবন্ধ, রিপোর্ট লেখা ও সম্পাদনা করা ছিল তার করায়ত্ত।

ভালো ইংরেজি জানার কারণে তিনি ভালো বাংলাও জানতেন। তার লেখা কলামগুলোতে তার ছোঁয়া পাওয়া যায়। তিনি অসম্ভব পড়াশোনা করতেন। ফলে বিভিন্ন সূত্র ও তথ্য খুঁজে পেতে তাকে সমস্যায় পড়তে হতো না। তার লেখায় ও লেকচারে, বক্তৃতায় তার প্রমাণ পাওয়া যেত। আর্থ-সামজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে তার কলাম ছিল গুরুগম্ভীর ও নতুন নতুন তথ্য ও মন্তব্যে সমৃদ্ধ। অন্য অনেকের মতো আমারও ভালো লাগত এসব লেখা ও কলাম। তিনি ছিলেন নয়া দিগন্তের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও বাসসের পরিচালনা বোর্ডের সদস্য। ২০০৪ সাল থেকে অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি দৈনিক নয়া দিগন্তের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি নিয়মিত অফিস করতেন। বিভিন্ন বিভাগের কাজের খোঁজ নিতে চলে যেতেন সংশ্লিষ্ট ডেস্কে। অনেক দিন সন্ধ্যায় নিউজ সেকশনে আসতেন। বার্তা সম্পাদক মহোদয় বা সেন্ট্রাল ডেস্কের জন্য তিনি নিয়ে আসতেন কম্পিউটার থেকে ডাউনলোড করা অনেক চাঞ্চল্যকর বা মজার মজার খবর। বলতেন, এটি অনুবাদ করে দিয়ে দেন। এভাবে নয়া দিগন্তে সেন্ট্রাল ডেস্কে রাতের পালাপ্রধান হিসেবে কাজ করার সময় আমাকেও বহু নিউজ দিয়েছেন। আমরা যত্ন করে তা ছাপতাম। তিনি খুশি হতেন।

দেখতাম ব্যতিক্রমী খবরের প্রতি তার ঝোঁক বেশি ছিল। তিনি বলতেন, নিয়মিত আইটেমের পাশাপাশি এসব আইটেম পাঠ করা বেশ পছন্দ করেন, বাড়তি কিছু পান। এর পর ধীরে ধীরে বাংলা দৈনিকগুলোতে অড নিউজ ছাপা হতে থাকে। নয়া দিগন্তে চিত্র-বিচিত্র কলামে দীর্ঘ দিন এসব ব্যতিক্রমী খবর শেষ পাতায় ছাপা হয়েছে। এখন শেষ পাতায় উপরের দিকে প্রতিদিন দু’টি করে এই ধরনের নিউজ থাকে। বিভিন্ন পত্রিকা বিভিন্নভাবে তা প্রকাশ করে।

তিনি গ্রাম থেকে উঠে আসা সাংবাদিক ছিলেন। তাই মফস্বল সংবাদ প্রকাশের খুব তাগিদ দিতেন। অনেক সময় স্থানাভাবে তা প্রকাশ করা যেত না। কিন্তু তার তাগিদ ছিল বরাবরই। দৈনিক নয়া দিগন্তে বেশ বড় স্পেস দিয়ে জেলা উপজেলার সংবাদ বা কান্ট্রি নিউজ ছাপা হতো। সেই ধারা এখনো বজায় আছে। এর ফলে নয়া দিগন্ত প্রকাশের শুরু থেকেই ঢাকার বাইরে বড় একটি পাঠকগোষ্ঠী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। সব শ্রেণীর সব মানুষের প্রিয় পত্রিকা হিসেবে দ্রুতই স্থান করে নেয়। এই ক্ষেত্রে সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিনের অবদান অনস্বীকার্য।

২. আলমগীর মহিউদ্দিন ১৯৪২ সালের ১ মার্চ নাটোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চাঁচকৈড় নাজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। পরে রাজশাহী কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে আলমগীর মহিউদ্দিন দুই মেয়ের বাবা। তার বড় মেয়ে কানাডায় বসবাস করেন। চার বছর আগে তার স্ত্রী মারা গেছেন। আগেই বলেছি, আলমগীর মহিউদ্দিন ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নয়া দিগন্তের সম্পাদক ছিলেন। এর আগে তিনি ইংরেজি দৈনিক নিউনেশনের সম্পাদক ছিলেন। তারও আগে তিনি বাংলাদেশ টাইমসের বার্তা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৩. কে না জানে প্রেস ক্লাব হলো সাংবাদিকদের সেকেন্ড হোম! আলমগীর মহিউদ্দিন ছিলেন প্রেস ক্লাবমুখী সাংবাদিক। দুপুর-বিকেল তো নিয়মিত ক্লাবে থাকতেন। সবার সাথে প্রেস ক্লাবের সাধারণ খাবার খেতেন। কোনো অনুষ্ঠানে বা দাওয়াতে গেলে অবশ্য অন্য কথা। বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত প্রধান অতিথি বা বিশেষ বক্তা হিসেবে বক্তৃতা দিতেন। তিন মাস আগে থেকে তাকে প্রেস ক্লাবে না দেখে ভাবতে থাকি, বোধ হয় অসুস্থ। ঠিক তাই। শয্যাশায়ী হওয়ার পর আর তিনি প্রেস ক্লাবমুখী হতে পারেননি। তা সম্ভবও ছিল না। নিয়মিত প্রেস ক্লাবে আগত সদস্যরা তাকে মিস করতেন।

গত ৩০ মে বাসায় তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে দ্রুত রাজধানীর আনোয়ার খান মডার্ন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিছুটা সুস্থ হলে কয়েক দিন পর তাকে বাসায় নেয়া হয়। গত সপ্তাহে তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে আবার একই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। অসুস্থ হওয়ার পর থেকে তিনি নির্বাক ও নিঃসাড় ছিলেন।

তিনি ছিলেন খুবই প্রাণবন্ত। অসুখের কথা খুব একটা বলতেন না। সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠনের বার্ষিকী ও সঙ্কলনে আলমগীর মহিউদ্দিন ভাইয়ের লেখা থাকত নিয়মিত। আমি নয়া দিগন্তে কাজ করি- এই সুবাদে আমার উপর দায়িত্ব দেয়া হতো তার লেখা সংগ্রহের। তার কাছে গিয়ে লেখা চাইতাম। তিনি হাসিমুখে নতুন লেখা লিখে দিতেন। প্রিন্ট কপি দিতেন তার সহকারীর মাধ্যমে। কখনো বা মেলে। বেশ কয়েক বছর এই দায়িত্ব পালন করেছি, তার লেখা সংগ্রহ করে ছেপেছি এবং ছাপা সঙ্কলন তার হাতে পৌঁছে দিয়েছি। তিনি খুশি হয়েছেন। এভাবে তার সাথে আমার একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তা অটুট ছিল মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। তিনি সেরা রিপোর্টার ছিলেন। তাও আবার ইংরেজি কাগজের। তার মুখেই এসব কথা শুনেছি। ফলে দেশের বড় বড় অনেক নেতার সাথে তার সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি তাদের সাথে বহুবার পৃথিবীর নানা দেশ সফর করেছেন। এসব বিবরণ তার কাছে প্রশিক্ষণার্থী সাংবাদিকরা পেতেন বিভিন্ন আলোচনা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে। তিনি দৈনিক নয়া দিগন্তের বিভিন্ন ঘরোয়া আয়োজনে ও নিয়মিত সভাগুলোতে এসব জ্ঞানগর্ভ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। অভিজ্ঞতার ঝুলি উন্মুক্ত করে দিতেন। আর সবাই শুনে মুগ্ধ হতেন।

অল্প দিনের রোগ ভুগে তিনি মনে হয় দ্রুতই চলে গেলেন। তাকে আরো কিছুকাল পেলে হয়তো আমরা আরো লাভবান হতে পারতাম। আমরা তার রূহের মাগফিরাত কামনা করি। তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাই। আল্লাহ তাদেরকে শোক সহ্য করার ক্ষমতা দিন। আমীন।

নিউইয়র্ক সিটির স্কুল খুলছে ৪ সেপ্টেম্বর

(শেষ পাতার পর)

৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার থেকে। নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন ঘোষিত একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, এ দিন থেকেই সমস্ত শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত ক্লাস চালু হবে। শিক্ষকদের জন্য ২ ও ৩ সেপ্টেম্বর প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। তার আগে ১ সেপ্টেম্বর পালিত হবে লেবার ডে, যা যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল ছুটি হিসেবে পালন করা হয়। এ বছরের শিক্ষাবর্ষে সবচেয়ে আলোচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো স্মার্টফোন ব্যবহারে রাজ্যব্যাপী কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ। গভর্নর ক্যাথি হোকুল ঘোষণা দিয়েছেন, নিউ ইয়র্কের সব কে-১২ (কিন্ডারগার্টেন থেকে দ্বাদশ গ্রেড) স্কুলে চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে “বেল-টু-বেল” স্মার্টফোন নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। অর্থাৎ, ক্লাস শুরু থেকে স্কুল ছুটি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবে না। এই নীতির উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখা, ডিজিটাল আসক্তি রোধ করা এবং একটি মনোযোগবান্ধব শেখার পরিবেশ তৈরি করা।

নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগে নিউ ইয়র্ক সিটির প্রতিটি স্কুল নানা প্রস্তুতি নিচ্ছে। শ্রেণিকক্ষ প্রস্তুত রাখা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি সরঞ্জামের যাচাই, নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন, এবং ‘ডিস্ট্র্যাকশন-ফ্রি’ নীতিমালা বাস্তবায়নের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। শিক্ষকরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন পাঠ্যক্রম, শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং স্মার্টফোন নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নের কৌশল সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন। বিশেষভাবে, “বেল-টু-বেল” স্মার্টফোন নীতির বাস্তবায়নকে ঘিরে প্রতিটি স্কুল তাদের নিজস্ব ‘ডিস্ট্র্যাকশন-ফ্রি’ পরিকল্পনা তৈরি করেছে এবং তা ny.gov/phonefree ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। এতে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা সহজেই জানতে পারবে তাদের স্কুলে মোবাইল ফোন ব্যবহারে কী কী নিয়ম বলবৎ থাকবে। এছাড়া স্কুলে প্রবেশপথে নিরাপত্তা চেক, ক্যাফেটেরিয়া ও বাথরুম ব্যবহারে শৃঙ্খলা এবং নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন সেশনও প্রস্তুতির অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন স্কুলে ইন্টারনেট সংযোগ উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের মাঝে ট্যাব বা ল্যাপটপ বিতরণ এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা প্রদানেও জোর দেওয়া হচ্ছে। পরিবহন পরিষেবা, সময়সূচি ও হোমরুম সম্পর্কিত তথ্য অভিভাবকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, যাতে শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই কোনো সমস্যা না হয়। মোটকথা, একটি সুশৃঙ্খল, নিরাপদ এবং প্রযুক্তি-নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে।

সাবওয়ে কার ইন্সপেক্টরের চাকুরি

(শেষ পাতার পর)

সাবওয়ে কার ইন্সপেক্টর পদে লোক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে। পরীক্ষা গ্রহণ শুরু হবে ১ নভেম্বর থেকে। বর্তমানে এই পদে ন্যূনতম বেতন হচ্ছে সপ্তাহে ৪০ ঘন্টা কাজের ভিত্তিতে প্রতিঘন্টায় ৩৮.৮০ ডলার হারে। অব্যাহত ৫ বছর কাজ করার পর ৬ষ্ঠ বছরে প্রতিঘন্টা বেতন হার দাঁড়াবে ৪৫.৬৫ ডলার হারে। এছাড়া রোড কার ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে প্রতি ঘন্টা বেতন হার হবে ৪৬.৮২ ডলার। উভয় পদে নাইট ও উইকএন্ড এ বর্ধিত বেতন হার প্রযোজ্য হবে। এছাড়া বেতনসহ ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি, নিয়মিত ছুটির ব্যবস্থা ছাড়াও ব্যাপক সুবিধাসম্পন্ন মেডিকেল প্ল্যান ও পেনসন সুবিধা রয়েছে। কাজের অভিজ্ঞতা হিসেবে তিন বছর ফুলটাই সন্তোষজনক সূচনাপর্বে মেকানিক কাজের অভিজ্ঞতা থাকার কথা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা কোনো অনুমোদিত ট্রেড বা টেকনিক্যাল স্কুল থেকে ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেক্ট্রনিক টেকনোলজি অথবা সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয়ে গ্রাজুয়েশনধারীরা আবেদন করার যোগ্য বিবেচিত হবেন। বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহীরা http://www.mta.info/document/180496 ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
এখন অনলাইনে
ব্রাউজ করুন

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে WEEKLY BANGLADESH
Weeklybangladeshusa.com

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.

37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372
(718) 478-7000 ; (347) 652-9500
Call Mohammad for Free Estimate INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

House for sell Jamaica Queens

Three family house 5 beds, 3 full baths, 2 half baths, finished basement, car garage and driveway. Close to all transportation and groceries. House price 980k.
Queens village one family house 3 beds, 2 full baths, huge finished basement, car garage and driveway.
Close to all transportation and groceries.
House price 730k.
Please call: 917-593-9311

Security Camera

Security Camera | Total CABLE "Reliable. Affordable!" | Clear Cable clearTV | Computer Sale & Repair | Printing Neon Signs OPEN

Remote system view from any where

Security Door Bell = $ 400
4 Camera Full Set = $ 900.00
8 Camera Full Set = $ 1200.00
1 year limited warranty

Tel: 941-822-3090
347-567-6560

Digital Security System & Networking Inc.
167-09 Hillside Ave. 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
letuchowdhury2009@yahoo.com

একটি বাংলাদেশী বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
এখন অনলাইনে
ব্রাউজ করুন

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH
Weeklybangladeshusa.com

Sagar Restaurant

Sagar CHINESE

168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432
Tel: 718-298-5696, 718-657-2855
www.sagarfood.com

Jamaica Branch
87-47 Homelawn Street
(169 Street & Hillside Ave.)
Jamaica, NY-11432
Tel: 718-657-3333, 718-657-3334
www.sagarchinese.com

Bellerose Branch
252-05 Union Tpke
Bellerose, NY-11426
Tel: 718-343-4444, 718-343-4448
www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package $13
Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package $15
Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package $6
Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28
Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ,
ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন
নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net
85-59, 168st, Jamaica, NY 11432
Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?
তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা আপনাকে হেলথ্ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ
বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832
Bangladesh Center inc
বি-২০-২২

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ইনউড স্ট্রিটে নতুন বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ভাড়া হবে। গ্যাস, হিটিং বিল ছাড়া ভাড়া: ৩৫০০ ডলার। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৫৩-৫৪৩২
বি-১১-১৩

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

হিলসাইড এভিনিউয়ে দ্বিতীয় তলায় ২ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। মাসিক ভাড়া: ২৫০০ ডলার, যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-৫৪৮৩
বি-১১-১৩

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১০৪ এভিনিউ ও ১৬৫ স্ট্রিটে একটি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। সাবওয়ে এবং বাস স্টেশনের কাছাকাছি। যোগাযোগ : **646-363-1147.**
B#10-12

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজ ২১৫ প্লেস, বিটুইন জ্যামাইকা ও ৯৪ এভিনিউ। স্বামী - স্ত্রী/দুইজন কর্মজীবী মহিলা/ব্যাচেলার অগ্রাধিকার। যাতায়াত ব্যবস্থা-LIRR ট্রেন,Q36 বাস। যোগাযোগঃ **৬৪৬-৬৩৯-৬৮৪৭/৬৪৬-৫৯৫-৫৪৩৬**

বাড়ি ভাড়া

জ্যামাইকা ১৬৯ স্ট্রিটে লিবার্টি এভিনিউ সংলগ্ন, ব্র্যান্ড নিউ সেমি-বেসমেন্টে ২ বেড, সেপারেট বাথ, কিচেন, বিরাট ড্রয়িং ও ডাইনিং স্পেস আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬১৭-৭০৬৬, ৬৪৬-৩৬৮-৮৪৭২

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকাহলিসে ৯০-৬৯ ২০৫ স্ট্রিটে নিউ রেনোভেশন ১ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেনসহ ভাড়া দেওয়া হবে। গ্রোসারি, কুইন্স লাইব্রেরির হলিস শাখা অতি নিকটে। কিউ ৪৩. কিউ ০১ বাস দুই ব্লকের মধ্যে এবং কিউ ১১০, কিউ ৭৭ এক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৯২৯-৪০০-৯১৫৪, ৯২৯-৩৬৫-৯৫৫৮
বি-০৯-১১

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৬৪ স্ট্রিট এবং ১০৮ এভিনিউয়ে - মুনা মসজিদ, মুনা সেন্টারের পাশে ২ রুম, কিচেন, বাথরুমসহ ভাড়া হবে। ছোট পরিবার অথবা স্টুডেন্ট চাই। ওয়াকিং ডিসটেন্সে 'ই' ট্রেন, জ্যামাইকা সেন্টার এবং কতিপয় বাস সুবিধাসম্পন্ন 'এফ' ট্রেন আছে। যোগাযোগ: 646-651-9629
বি-০৯-১১

Apt for rent

3 Br Apt for Rent In Jamaica hills by the Shagor restaurant, also 3 Br in kew garden and Jamaica south. Please contact RE Agent @ 347 - 741 -2969

বেসমেন্টে ৩টি রুম ভাড়া

বেইজমেন্ট এ ৩টা আলাদা রুম ভাড়া দেওয়া হবে। গতিক এন্ড হাইল্যান্ডের মধ্য ১৬৭ স্ট্রিট জামাইক্যা হিলসাইড। শুধুমাত্র পুরুষের জন্য। phone call : **917 815 4629**

House for Rent

1. 3 bed 2 bath living dining, Remington St & 9th Ave
2. 3 bed 2 bath Parking, Close to Hillside Ave,
3. 1 bed 1 bath living 221-13 106th Ave
4. Semibasement 1 bd 1 bath, living 9028 186th St
5. Basement 3 bd 1 bath Close to A Train
6. 3 bd 2 bath 107-36 Walthham St
7. 4 bd 2 bath 2nd flr 176th St & 109th Ave
8. Basement 1 bd bath Close to 169th At & Hillside Ave
9. 4bd 2bath living 1st flr, Parsons Blvd & Hillside Ave
10. Basement 3 bd 1 bath 195th Pl & Hillside Ave (Empty)
11. 2bd 1 bath living 2nd flr
12. 2 bd 1 bath 1st flr 204 St $2000
13. 3bd 2 bath living $3000
14. 2bd 2bath living, balcony 175th St & Hillside
15. Semibasement 1bd 1bath living 179th St close to subway
16. Studio 2nd flr 51 Ave Elmhurst, close to subway
17. Basement 1 bd 1bath living 87-31 143rd St
18. Basement 3bd 1bath Parsons Blvd & Hillside Ave
19. Semi-basement 2bd 1bath 189th St & 104th Ave
20. East Elmhurst 3bd 1bath $3000
21. 3bd + Attic 1.5bath 89-05 145th St Flr
22. Woodside 2bd 1bath 1st Flr 69th St & Roosevelt Ave
23. 4bd 2bath 1bath balcony living dining, 196th St & Jamaica Ave, 3rd flr
24. Sunnyside/woodside Studio, close to 7 Train, $1500
25. 3bd 2bath living, Jamaica Center, E Train
26. 2bd 1bath $2500 including, 187th St & 87th Ave (call after 4:00PM)
27. 3bd 2bath living balcony, 2nd flr, 106-08 180 St
28. 3bd 1bath living 177-22 106th Rd, $3000
29. 4bd 1bath 1st & 2nd flr +basement 2bd, 153 Arlington Terrace
30. 2bd 1.5 bath 1st flr; 3bd 2 bath 2nd flr; 3bd 2bath 3rd; 2bd 1bath; 3bd 2bath; 185th &90th Ave
31. 3bd 1bath living $2500, Liberty & Merrick Blvd
32. 3bd 1bath living, 138 St & Hillside Ave
33. 2bd 1bath living 1st flr, 161St & 84th Ave
34. 1bd Apartment, 201st St & Hillside Ave
35. 3bd 2bath living dining Inword St & 130 Ave 2nd flr
36. Ibd apartment 2nd flr 121 St & Leffers Blvd
37. 3bd 1.5bath living 187th St & Hillside Ave
38. 3bd 2bath living dining 106-14 155th St
39. 2bd 1bath dining 92-05 Vanderveer St
40. Basement 2bd 1bath 169th St & 84 St
41. 3bd 2bath living dining 2nd flr, close to E train, from Jamaica Center
42. 1bd apartment 172 St & 109 Ave
43. 2bd apartment, Sutphin Blvd & 97the Ave
44. 3bd 2bath living, dining 167 St & 109 Ave
45, Woodside 1bd Apartment

Mohammad Salim Reza, Realtor

929-393-7331

রুম ভাড়া

বড় রুম ভাড়া

৯৫১৭ ৬৪ রোড রিগো পার্ক কুইন্সে প্রথম তলায় একটি বড় রুম হিন্দু অথবা খ্রিস্টান স্বামী-স্ত্র/ফ্যামিলির কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার করতে হবে। ২ মিনিটের দূরত্বে M ও R ট্রেন এবং এমটিএ বাস। যোগাযোগ: 347-421-6717
বি-০৯-১১

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইডের কাছে ১৬৮ প্লেসে প্রাইভেট হাউজে একটি রুম একজন কর্মজীবী মেয়ের কাছে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-264-2511, 347-553-1618 বি-০৯-১১

আবশ্যক

Help Wanted

Seeking organized office adminstrative assistant. Experienced in Quickbookor any invoicing software, Hours: Monday-Friday; Phone: 917-355-3676
বি-১১-১৩

আবশ্যক

রুটি বানানোর জন্য মহিলা আবশ্যক। ক্যাশে পে করা হবে। **যোগাযোগঃ 212-392-5797**
বি-০৮-১০

আবশ্যক

শুধুমাত্র শনি ও রবিবারে ফার্ম থেকে ফসল তোলার জন্য লোক আবশ্যক। রাত্রে ফার্মে থাকতে হবে। ক্যাশে পে করা হবে। যোগাযোগঃ
845-320-2356
বি-০৮-১০

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office)
NYSCEINc@GMAIL.COM

ঢাকায় প্লট বিক্রয়

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পার্শ্বে ১৯৬৯ সনে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার-মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগঃ মোহাম্মদ খাঁন।
ফোন: **718-786-5168, Email: nazrul208165@gmail.com** ।
বি-২৩-।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

আবশ্যক

একটি ছেলের দেখাশোনার জন্য আবশ্যক

কুইন্স এলাকায় একটি বন্ধুসুলভ অটিস্টিক ছেলের জন্যে Respite কাজের মানুষ প্রয়োজন। যোগাযোগ: 718-291-7723.
বি-৪৭-৪৯

WANTED : Looking for a respite worker in Queens area for very friendly child with autism.
Interested persons are requested to contact **718 291 7723.**

ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করি

আমি মো: ওয়ালিউল্লাহ, ইলেক্ট্রিক্যাল কাজে অত্যন্ত দক্ষ। সব ধরনের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি। **যোগাযোগ: মো: ওয়ালিউল্লাহ; ফোন: ৯২৯-৬৩৬-৬৮১৬**
বি-১৫-১৮

ব্যাবসায়িক পার্টনার আবশ্যক

ফার্মে মুরগি বা ছাগল পালনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ব্যবসায়িক পার্টনার আবশ্যক। পার্টনারকে অবশ্যই ফার্মে থেকে মুরগি বা ছাগল পালতে হবে। আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন:
(212) 392-5797

দোকান বিক্রি স্পেস ভাড়া

পারসন্স বুলেভার্ডে 'এফ' ট্রেন সংলগ্ন একটি বড় দোকানের একটি অংশ যে কোনো বড় ব্যবসা করার জন্য ভাড়া দেওয়া হবে, অথবা সম্পূর্ণ দোকান বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: **718-564-7121** বি-৩৫-৩৭

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত কাজী

ইমিগ্রেশন ও সিটির ল' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়

Cell: 347-527-6438

ইমাম জুবাইর রাশিদ

ইমাম ও খতিব, পার্কচেস্টার জামে মসজিদ

1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472
Email:abuljubayer@gmail.com

Multiple Award Winners

Thinking of Selling Your Home?

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়া যেকোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন।

BUY-SELL-LEASE

Jashim Chowdhury.com
347-200-0567
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

- Free Market Analysis
- Professional Photography
- Shorter Days on Market
- Sell for Top Dollars

EXIT
EXIT REALTY PRIME

JN REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP.
All Real Estate Services
Buying • Selling • Construction • Development

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423

Cell : 347-200-0567
Phone : 718-262-0205
Email : c21jashim@gmail.com

CIVIL SERVICE – GOV JOBS! ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA
email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648
Queens, NY-11432

বি-১৫-১৭

IT and Computer System Administrator Wanted

IT and Computer System Administrator (full time) required for Ritecare Medical Office P.C in 196 22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423, Call:**917-399-2374** or email **drhossain2014@gmail.com,** $105019 annual salary ($50.48p/hr). Must have Bachelor's (C.S.) & 12 months of experience and know Bengali, Hindi and Urdu. Duties include analyze business, data processing, user requirements, procedures, review computer system capabilities, research tools, create/maintain database of clients, implement SEO promote marketing, overlook desktop/ mobile app for appointments, medical records, billing etc."

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় 'এল' ব্লকে ৩ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় করা হবে।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭৫০-৯৬৭৮, ৭১৮-৩৩৫-৬৭০৮
ইমেইল: azadpjournalist123@gmail.com

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

WINZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ:
347-335-9887

বি-১৪-১৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক।
যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ :
৯১৭-৫৯৩-৯৩১১

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের।
ফোন: ৯০১-৩৪০-৬৮৬২; ইমেইল:
naserllc@yahoo.com

বি-২৪-২৭

বাসাবোতে অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয়

ঢাকার ১৩ নং দক্ষিণ বাসাবোতে সদ্য নির্মিত বাড়ির ৬ তলায় ১৩০০ বর্গফুটের ৩ বেডরুম, ৩ বাথরুম, ২টি বারান্দাসহ একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: **৯১৭-৫২৬-৯৪৭৫**

বি-২৪-২৬

শিক্ষক আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদের মক্তব (ইসলামি স্কুল) এর জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক।

যোগাযোগ
917-428-9818, 646-578-7802, 917-623-2231, 347-469-8270

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদ্য নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।

ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: ৭১৮-২০৬-২৫৭৯

ই-মেইল: weeklybangladesh@yahoo.com

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে

L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

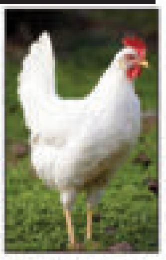
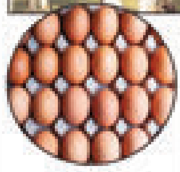

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm
Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422

168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

মাহফুজুর রহমান আদনান

সিইও, হযরত শাহজালাল রহ. ভেরিয়াস সার্ভিস

mahfuzadnan.usa@gmail.com

অফিস : 9293300588
সেল : 9292618340

আমরা ফুড স্টাম্প, ক্যাশ এসিসটেনস, পাবলিক এসিসটেনস, হোম কেয়ার, মেডিকেইড-মেডিকেয়ার প্রসেসিং সহ অন্যান্য পাবলিক সার্ভিস সেবা অত্যন্ত যত্ন ও বিশ্বস্থতার সাথে প্রদান করে থাকি।

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজনের জন্য সেরা মেডিকেয়ার প্ল্যান খুঁজে পেতে সাহায্য করি।

- HEALTHFIRST
- WELLCARE
- HUMANA
- AETNA
- UNITED

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

মোহাম্মদ তুহিন
Lic. Insurance Agent

(718)310-0413
nymedicare@aol.com

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]
হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

NO UP FRONT- NO DOWN PAYMENT
NO ELECTRIC BILL HASSELS
GET SOLAR POWER
AT YOUR HOME

ACCORDPOWER
Green Solutions and Investments

আমরা বাংলায় কথা বলি
আপনার প্রয়োজন
আমাদের প্রচেষ্টা

130-30 31st Ave #707
Flushing, NY 11354
www.accordpowerinc.com

M +1 347 476 9749
CONTACT: LUTFUR RAHMAN
E Lutfur@AccordPowerInc.com

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন।

যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮ বি-১৮-২১

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPG
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE

IRS
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

জব হেল্প! জব হেল্প!!

- পোষ্ট অফিস জব, ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট, স্কুল সেফটি এজেন্ট, পুলিশ অফিসার, কারেকশন অফিসার এবং এমটিএ জব সহ আমেরিকার সব ধরণের সরকারী জব-এর এপ্লিকেশন এবং পরীক্ষায় পাশ করার জন্য হেল্প করা হয়।
- পোষ্টাল (United State Postal Service) জব একটি ফেডারেল জব। এই জব-এ সকল প্রকার সরকারী সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। খুব সহজে এবং অল্প সময়-এ এই জব পাওয়া সম্ভব।
- জব না হওয়া পর্যন্ত আমরা আনলিমিটেড সাহায্য করে থাকি।
- আমাদের লক্ষ্য একটি সঠিক জব পেতে আপনাকে সাহায্য করা। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

ফোন:৩৪৭-৪৫৯-০৫৪৫ (মন্ডল) (By Appointment Only)
Microsoft Certified System Engineer and
A Plus Certified Professional এবং সরকারী জব এ কর্মরত
৩৩-২৪ ৭৭ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক।

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়। যোগাযোগ: ইমাম হেলাল আহমেদ। ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮। ইমেইল:Helal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

Hillside Multi Services Inc.

হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

মুসলিম কাজী অফিস

- তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
- বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
- কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিস্টার
- ফিনারেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ গ্রুপ
- শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

Build a Community

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১৫০ স্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

House Sell

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 badrooms, 5 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot.
Please call Shahadat-917-593-9311

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment.
Please call 917-593-9311

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC. Licensed Real Estate Broker

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা-বেচার বিশ্বস্ত রিয়েলটর

WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2Fl
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com

Mohammad Ali
Licensed R. E. Salesperson

সুখবর দিলেন মিথিলা খুশি সৃজিত

বিনোদন ডেস্ক : ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বিয়ে করেন সৃজিত মুখোপাধ্যায় ও বাংলাদেশের নায়িকা রাফিয়াত রশিদ মিথিলা। যদিও মিথিলার এটা দ্বিতীয় বিয়ে ছিল। প্রথম বিয়ে হয় বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা-গায়ক তাহসানের সঙ্গে। তবে দ্বিতীয়বার সৃজিতের সঙ্গে সংসার বাঁধলেও বেশ কয়েক মাস ধরে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে তাদের মধ্যে নাকি দূরত্ব তৈরি হয়েছে। আসলে মিথিলা আর সৃজিতকে সম্প্রতি একসঙ্গে দেখেননি দর্শকরা। তবে এই সব কিছুর মাঝে মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ফের মিথিলাকে নিয়ে পোস্ট করে সবাইকে চমকে দেন সৃজিত। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের। নিশ্চয়ই ভাবছেন কী হয়েছে? তবে একটু খোলসা করে বলা যাক। মঙ্গলবার মিথিলা একটি পোস্ট শেয়ার করেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায়। সেখানে নায়িকা জানান, তিনি পিএ-চডিতে সফল। এবার তিনি আর শুধু রাফিয়াত রশিদ মিথিলা নন, বরং ডক্টর রাফিয়াত রশিদ মিথিলা। ছবিগুলি পোস্ট করে নায়িকা লেখেন, 'জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পিএইচডি থিসিস সফলভাবে শেষ করতে পেরেছি। আজ আমি খুবই আবেগপ্রবণ এবং গর্বিত!

এ মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে আমার পাঁচ বছরের একটা জার্নি শেষ হল। আমার জন্য, 'অল্প পথ' বেছে নেওয়ার অর্থ হল ক্যারিয়ার, মাঝে মাঝে অভিনয় এবং পারিবারিক দায়িত্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এ ডিগ্রি অর্জনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা। এ অভিজ্ঞতা আমার জন্য চূড়ান্ত মাস্টারক্লাস হয়ে উঠেছিল। যা আমাকে আমি কী সামলাতে পারি তার প্রকৃত গভীরতা শিখিয়েছে। আমার পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীদের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা পাশে ছিলেন বলে আমি এগিয়ে যাওয়ার জ্বালানি পেয়েছি।' নায়িকা আরও লেখেন, 'আজ থেকে, আমি আনুষ্ঠানিক ভাবে এবং গর্বের সঙ্গে আমার নামের সঙ্গে 'ডক্টর' উপাধি যোগ করতে পারব। একটা উপাধি যা অর্জনের জন্য আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি।' আর তার করা এ পোস্ট সৃজিত নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে শেয়ার করে লেখেন, 'অবিশ্বাস্য অর্জন, আর একরাশ প্রশংসা!' কিছু দিন আগে মিথিলার ও তাহাসানের মেয়ে আয়রা বিজ্ঞাপনের একটি পোস্টও শেয়ার করেছিলেন পরিচালক।

২০০৬ সালে বাংলাদেশের গায়ক-অভিনেতা তাহসান রহমান খানকে বিয়ে করেন মিথিলা। সেই সময় পড়শি দেশের ড্রিম কাপল ছিল মিথিলা ও তাহসানের জুটি। ২০১৩ সালের ৩০ এপ্রিল জন্ম হয়েছিল আইরা তাহরিম খানের। তবে ২০১৭ সালে এসে বিয়ে ভাঙার সিদ্ধান্ত নেন তাহসান-মিথিলা। তবে তারা আলাদা হয়ে গেলেও, যৌথভাবে নিয়েছেন সন্তানের দায়িত্ব।

আমি চাই নারীকে শুধু মানুষ হিসেবেই দেখা হোক : রুনা খান

বিনোদন ডেস্ক : জনপ্রিয় মডেল-অভিনেত্রী রুনা খান নানা ধরনের চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। বিশেষ করে ছোটপর্দার অভিনেত্রী হিসাবে বেশ পরিচিত তিনি। কিন্তু বড়পর্দাতেও অভিনয় করে নিজেকে আলাদা করে চিনিয়েছেন অভিনেত্রী। এর মধ্যে পাঁচটি সিনেমায় কাজ করেছেন তিনি। হালদা' সিনেমায় জাতীয় চলচ্চিত্র ও বাচসাস পুরস্কার অর্জন করেছেন রুনা খান। সর্বশেষ যে ছবিতে কাজ করছেন, সেখানেই উঠে আসবে নায়িকাদের জীবনের আড়ালের কাহিনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রুনা খান সিনেমার নানা প্রসঙ্গে নিয়ে কথা বলেছেন। মিডিয়াতে নারীকে উপস্থাপন ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও আলোচনা করেন অভিনেত্রী। রুনা খান এবারই প্রথম 'চলচ্চিত্র: দ্য সিনেমা' নামক সিনেমায় কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করতে যাচ্ছেন। এবার বড়পর্দায় তাকে দেখা যাবে নায়িকার ভূমিকায়। আলী জুলফিকার জাহেদীর পরিচালনায় নির্মাণ করা হচ্ছে এ সিনেমাটি। যেখানে নায়িকাদের জীবনের গল্প নিয়ে বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করবেন রুনা খান। অভিনেত্রী বলেন, আমরা যারা অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত, দর্শকরা শুধু আমাদের পর্দায় দেখেন। কিন্তু পর্দার বাইরেও আমাদের আলাদা জীবন আছে, আছে সুখ-দুঃখের গল্প। এ নিয়েই 'চলচ্চিত্র: দ্য সিনেমা' সিনেমার কাহিনি। তিনি বলেন, আমি চাই নারীকে শুধু মানুষ হিসেবেই দেখা হোক। নাটক, সিনেমা কিংবা সংবাদড় সব জায়গায় নারীকে এমনভাবে উপস্থাপন করুক, যেন তারা স্বাভাবিক অধিকার পায়। রুনা খান বলেন, এক বিশেষ চরিত্র রয়েছে, যা তার মধ্যে পরিবর্তন এনে দিয়েছে। সেটি হলোড় 'নীলপদ্ম' সিনেমার 'নীলা' চরিত্র। নীলা চরিত্রে অভিনয় করেছি। যে একজন যৌনকর্মী। এ চরিত্রটি করতে গিয়ে এ পেশার মানুষের জীবনের যে গভীর যন্ত্রণা, অপমান আর বাস্তবতাড় তা খুব কাছ থেকে দেখেছি, অনুভব করেছি; আর এ অভিজ্ঞতাই আমাকে ভেতর থেকে বদলে দিয়েছে। অভিনেত্রী বলেন, আমরা কি একটু বেশি মানবিক হতে পারি না? যৌনকর্মীদের প্রতিও যদি সহানুভূতি দেখানো যেত! আসলে এ চরিত্র আমাকে ভেতর থেকে বদলে দিয়েছে, মননশীল করেছে।

শাহবাগে যুদ্ধের আয়োজন করলে কে জিতবে, অপু না বুবলী?

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউড অভিনেত্রী অপু বিশ্বাস ও শবনম বুবলীর বিতর্কের গল্প সবারই জানা। মেগাস্টার শাকিব খানকে কেন্দ্র করে প্রায়ই তর্কে জড়ান দুজনই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একে অন্যের পালটা পোস্টও করেন দুই অভিনেত্রী। বলতে গেলে ডিজিটাল যুদ্ধে মেতে থাকেন দুজন। বুবলীর পোস্টের বিপরীতে পোস্ট দিতে দেখা যায় অপু বিশ্বাসকে। একই রকম অপুর পোস্টের বিকল্প পোস্ট করেন বুবলী। এসব পোস্ট নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন তাদের ভক্ত অনুরাগীরাও। সম্প্রতি 'স্টার ডায়েরি' নামে একটি সাক্ষাৎকারে দুজনের ভার্চুয়াল যুদ্ধের বিষয়টি উঠে আসে। যেখানে এই ডিজিটাল যুদ্ধ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয় অপু বিশ্বাসকে।

অপু বিশ্বাসও জবাব দিয়েছেন স্পষ্ট। অপু বিশ্বাসকে উপস্থাপিকা বলেন, 'এই যে আপনাদের ডিজিটাল যুদ্ধ, বিশেষ করে আপনার যেহেতু অনেক বেশি ফ্যানবেজ বা শাকিব খানের তো আসলেই অনেক বেশি ফ্যানবেজ, বুবলীরও ফ্যানবেজ আছে। সবকিছু মিলিয়ে তিনটা ভাগ হয়ে ফ্যানরাও কিন্তু অ্যাটাকিং করতে থাকে। শুধু তাই নয়, সাংবাদিকরাও এর মধ্যে ইনক্লুড হন। এই যুদ্ধটাকে আপনি কী বলবেন? মানে শাহবাগে যদি আমরা একটা যুদ্ধের ব্যবস্থা করি কোন পার্টি জিতবে? শাকিব খানের ফ্যানবেজ, অপু বিশ্বাসের ফ্যানবেজ নাকি বুবলীর ফ্যানবেজ?' হাসিমুখে অপু বিশ্বাস বলেন, 'কঠিন একটা প্রশ্ন, কী উত্তর দেব জানি না। তবে সাধুবাদ জানাই। যে মানুষগুলো আমাদের জন্য এ রকম কথাগুলো বলে এবং খুব ড্যাম বলে, আসলে আমি সাধুবাদ জানাই। ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ আসলে তারা করে দেন।' অন্য এক প্রশ্নে উপস্থাপিকা বলেন, 'আপনি কি এখনো শাকিব খানের পরিবারের সঙ্গে আছেন?' উত্তরে অপু বলেন, 'এটা আমার পারসোনাল ব্যাপার। সো দর্শকদের তো আমার পরিবারের কথা এত জানাতে পারব না। আমি শিল্পী। আমার মনে হয় যে আমি নিজেকে একটি গণ্ডিতে রাখতে চাই। এজ অ্যা পারসন অপু বিশ্বাস। একটা বেড়ার বাইরে আমি কাউকে এন্ট্রি দিতে চাই না।

বড় পর্দার জন্য প্রস্তুত সাফা কবির

বিনোদন ডেস্ক : নাটকের দর্শকপ্রিয় অভিনেত্রী সাফা কবির। টিভি নাটকের পাশাপাশি ওটিটি কনটেন্টেও তার উপস্থিতি দেখা গেছে। তবে সেটি খুবই কম। টিভিতেই তার ব্যস্ততা বেশি। পক্ষকাল আগে বরিশালের বিভিন্ন লোকেশনে একটি নতুন নাটকের শুটিং করেছেন। এরপর নতুন কোনো নাটকের শুটিংয়ে তাকে দেখা যায়নি। ভিন্নধর্মী গল্প না পাওয়াতে নতুন কাজে নিজেকে যুক্ত করতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন এ অভিনেত্রী। এ প্রসঙ্গে সাফা বলেন, 'কাজের প্রস্তাব অনেক আসে। সেসব গল্পে নতুনত্ব পাই না। সব একই ধারার ও ট্রেন্ডি গল্প। এগুলোতে কাজ করতে চাই না, তাই কাজের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে।

বিরতি নিয়ে ভালো কিছুই করতে চাই। সর্বশেষ আমার 'সন্ধি' ও 'কেন এই সঙ্গতা' নামে দুটি নাটক থেকে বেশ প্রশংসা পাচ্ছি। এ ধরনের গল্প আর আসছে না। তাই ভালো গল্পের অপেক্ষায়, নিজে থেকেই আপাতত বিরতিতে আছি।' এদিকে সাফার সমসাময়িক শিল্পীদের অনেকেই সিনেমায় কাজ শুরু করেছেন। কিন্তু এ অভিনেত্রী এখনও সেপথ মাড়াননি। এতদিন বড়পর্দায় কাজের বিষয়টি সন্দিহান থাকলেও, এখন এ অভিনেত্রী একেবারে প্রস্তুত বলে জানান। সাফা বলেন, 'আমি এখন সিনেমায় কাজ করার জন্য একদমই প্রস্তুত। শুধু ভালো গল্পের অপেক্ষায় আছি। তবে মাল্টিকাস্টিং নয়, একক কোনো গল্পে, যেখানে নিজেকে নতুনভাবে উপস্থাপন করার সুযোগ থাকবে।'

দাম্পত্যজীবনে সুখী হওয়ার উপায় জানালেন কাজল

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডে 'পাওয়ার কাপল' হিসেবে পরিচিত অভিনেতা অজয় দেবগন ও অভিনেত্রী কাজল। সেই ১৯৯৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি অজয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় কাজলের। হঠাৎ বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তারা। এরপর কেটে গেছে ২৫ বছর। কীভাবে দুই যুগ পাড়ি জমালেন এ তারকা জুটি, কোন মন্ত্রে সফল দম্পতি হলেন তারা? সম্প্রতি কপিল শর্মার অনুষ্ঠানে এক সাক্ষাৎকারে জানালেন অভিনেত্রী। কাজল বলেন, আমরা পরস্পরের থেকে অনেকটা আলাদা। সেই অর্থে দেখতে গেলে আমাদের অনেক আগেই বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দাম্পত্যজীবনে সুখ চাইলে আপনার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হতে হবে। ভুলে যাওয়ার রোগ থাকতে হবে। আর কখনো কখনো কানে কম শুনতে হবে বলে জানান অভিনেত্রী। কাজল পান থেকে চুন খসলেই মেজাজ হারান। চিৎকার-চেঁচামেচি করার আগেও দুবার ভাবেন না। তাই সিনেমায় স্বামীর চুমুর খবর শুনে রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী। কাজল রাগী হলেও রসবোধেও মুগ্ধ তার ভক্ত-অনুরাগীরা।

একটি সিনেমায় অজয়ের চুম্বনদৃশ্য ছিল। সেই সিনেমায় আবার সহপ্রযোজনায় ছিলেন কাজল নিজেই। কিন্তু চুম্বনের দৃশ্যের কথা নাকি বেমালুম গোপন করে যান অজয় দেবগন। চুম্বনদৃশ্য করে আসার পর কাজলকে ঘটনাটি জানান এবং আগভাগেই ক্ষমা চেয়ে নেন। এ প্রসঙ্গে কাজল বলেন, চুম্বনের কথা ও আমাকে বলেইনি। চুম্বনের অনুমতি নেওয়ার আগেই ও আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে বলেড় আমি করে ফেলেছি। আমি সত্যিই দুঃখিত। রসিকতা করেই ঘটনার বিবরণ দেন কাজল। এ শুনে হাসতে হাসতে কপিল প্রশ্ন করেনড় সত্যিই কি অজয় নিজে থেকে জানিয়েছিলেন, না কি কাজল তাকে হাতেনাতে ধরে বলেছিলেনড় 'আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে'। এই খুনসুটির মধ্যেই কাজল বলেন, তিনি চুম্বনের কথা আগে জানতেন না। দৃশ্যটি দেখার পর তিনি হিংসায় জ্বলছিলেন। মজার ছলে রেগে যাওয়ার ভান করে কাজল বলেন, আমি বন্দুক বার করি এ দৃশ্য দেখার পর।

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

Queens Social Adult Day Care Center Inc

Captain Mahfuzul Haque

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

1217 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208

আটলান্টা ও নায়াগ্রায় ফোবানা সম্মেলন

আটলান্টা ফোবানা সম্মেলন

নিউইয়র্ক : আটলান্টায় ফোবানার ৩৯তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে জর্জিয়ার আটলান্টায়। সম্মেলনকে ঘিরে আটলান্টায় শুরু হয়েছে উৎসবের আমেজ। আগামী লেবার ডে উইকেন্ডে ২৯, ৩০ ও ৩১ আগস্ট জর্জিয়া স্টেটের *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

নায়াগ্রায় ফোবানা সম্মেলন

নিউইয়র্ক : নায়াগ্রায় অনুষ্ঠিতব্য ৩৯তম ফোবানা কনভেনশন আগামী ২৯, ৩০, ৩১ আগস্ট (লেবার ডে উইক্যান্ডে) নিউইয়র্কের নায়াগ্রার শেরাটন হোটেলের বলরুমে ৩৯তম ফোবানা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত ২৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

এনওয়াইবিএ লায়ন্স ক্লাব কর্মকর্তাদের অভিষেক

নিউইয়র্ক: বর্ণাঢ্য আয়োজনে নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের নতুন কার্যকরী কমিটি (২০২৫-২৬) কর্মকর্তাদের অভিষেক এবং ১২তম চার্টার অ্যানিভার্সারি উদযাপিত হল ১৯ আগস্ট মঙ্গলবার। লং আইল্যান্ডের ফার্মিংডেল বাউন্ডারি এভিনিউস্থ 'দ্যা রয়েল পাম' ব্যাঙ্কোয়েট'র বিশাল হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২ এর সদ্য সাবেক ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

চাকরির খবর: সাবওয়ে কার ইন্সপেক্টরের চাকুরি

বাংলাদেশ রিপোর্ট: মেট্রোপলিটান ট্রানজিট অথরিটি (এমটিএ) *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

নিউইয়র্ক সিটির স্কুল খুলছে ৪ সেপ্টেম্বর

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলগুলোতে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ শুরু হচ্ছে আগামী *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

ভালো'র 'ব্যাক টু স্কুল' কর্মসূচি

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে মূলধারার সংগঠন বাংলাদেশি হিউম্যানিটেরিয়ান এইড অ্যান্ড লিডারশিপ *(বাকি অংশ ১২ পাতায়)*

শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ করছেন জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটি'র নেতৃবৃন্দ।

জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটি'র ব্যাক টু স্কুল কর্মসূচি

বাংলাদেশ রিপোর্ট:নিউইয়র্কের অন্যতম সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজে বরাবরই এগিয়ে আছে এই সংগঠন। গ্রীষ্মকালীন অবকাশ শেষে নিউইয়র্ক সিটির স্কুল শুরু হতে যাচ্ছে ৪ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত *(বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)*

অ্যাসেম্বলী মেম্বার পদপ্রার্থী মেরী জোবাইদা

কমিউনিটির কল্যাণের জন্য নির্বাচন করছি

নিউইয়র্ক: এস্টোরিয়াবাসীর উদ্যোগে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী পদে ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ এর অ্যাসেম্বলী মেম্বার পদপ্রার্থী মেরী জোবাইদার পক্ষে ২০ আগষ্ট বুধবার রাতে এস্টোরিয়ার একটি রেষ্টুরেন্টে নির্বাচনী পরিচিতি *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা পোড়ালে কারাদণ্ড-ভিসা বাতিল

বাংলাদেশ ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন এক নির্বাহী আদেশে ঘোষণা দিয়েছেন, এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা পোড়ালে শাস্তি হবে এক বছরের কারাদণ্ড। শুধু তাই নয়, বিদেশি *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী ৬ সেপ্টেম্বর

ঢাকা : বাংলাদেশের আকাশে গত ২৪ আগস্ট ১৪৪৭ হিজরি সনের পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসের *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

নিউইয়র্কে ১১,২৫৩ ভাড়াটিয়াকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ

নিউইয়র্ক: ভাড়া দিতে না পারায় এবছর নিউইয়র্কে ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের হার বিগত বছরগুলোর *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তাদের মিলনমেলা

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ সোসাইটির প্রাক্তন সদস্যদের নব গঠিত সংগঠন 'এক্স অফিসিয়ালস অব বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক' উদ্যোগে প্রথমবারের মতো মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (২৪ অগাষ্ট) কুইন্সের লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলের বলরুমে সোসাইটির প্রাক্তন আর বর্তমান কমিটির কর্মকর্তা *(বাকি অংশ ২৬ পাতায়)*

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের কার্যকর উপায়

কাজী জহিরুল ইসলাম : এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জুলাই সনদের বাস্তবায়ন। নির্বাচিত সরকার সনদে উল্লেখিত সাংবিধানিক সংস্কার সমূহ বাস্তবায়ন করবে - বিএনপির এই ইচ্ছা সফল হবে না। যদি এই ফাঁদে সরকার পা দেয় তাহলে *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের বনভোজন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশের উত্তর বঙ্গের ১৬টি জেলার সমন্বয়ে গঠিত সামাজিক সংগঠন নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র বার্ষিক বনভোজন বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৪ আগষ্ট রোববার দিনব্যাপী নিউইয়র্কের *(বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)*

বিভেদ ভুলে এক হয়ে চলার আহ্বান শাহ নেওয়াজের

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে এক শ্রেণীর মানসিক অপরাধি সমাজের সজ্জন ব্যক্তি, তাদের পরিবার এমনকি তাদের শিশু সন্তানদের টার্গেট করে সোশ্যাল মিডিয়ায় কুৎসা রটনা করে পরিবেশ বিষিয়ে তুলেছেন। এমন পরিবেশ থেকে *(বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)*

নোয়াখালী সোসাইটির সাবেক সম্পাদক বেলাল হোসেনের ইন্তেকাল

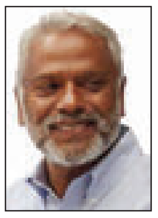

নিউইয়র্ক : প্রবাসের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির প্রথম নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক বেলাল হোসেন গত ২০ আগস্ট রাতে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার বয়স হয়েছিল *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

ইউএসবিসিসিআই বিজনেস এক্সপো ২১ ও ২২ নভেম্বর

নিউইয়র্ক : চতুর্থবারের মত নিউইয়র্কভিত্তিক ইউএস-বিসিসিআই *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশনের বার্ষিক পিকনিক

নিউইয়র্ক : জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশন *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

যুক্তরাষ্টের সামরিক বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শরিফুল খান

বাংলাদেশ ডেস্ক : বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা শরিফুল এম খানকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

হেলথ্ ইন্স্যুরেন্স/মেডিকেড
৬৫ এবং তদোর্ধ্ব বয়সের ভাই-বোনদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স, মেডিকেড এবং অন্যান্য বেনিফিটের জন্য পরামর্শ এবং সহায়তা করা হয়।
যোগাযোগ করুন–
মোহাম্মদ কামাল হোসেন সরকার
ফোন : 718-316-0399
নিউইয়র্ক স্টেট হেলথ ইন্স্যুরেন্স লাইসেন্সধারী এজেন্ট।

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
বিশাল মূল্যহ্রাস
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ২টি (কালার চিকেন) ফ্রি
(অথবা ২টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
37-15 55th St. Woodside, NY-11377 718.205-7200
ফ্রি ডেলিভারী
We accept all major credit cards
We accept EBT/Foodstamp
এখানে বাংলাদেশের সব ধরনের মাছ পাওয়া যায়

স্টার্লিং SP ফার্মেসী
আপনি অপেক্ষায় থাকতে প্রেসক্রিপশন পূরণের নিশ্চয়তা
2098 Starling Ave. Bronx, NY 10462, Tel: 718-684-6880

Highland Medical Care, PLLC
NAZMUL H. KHAN, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-8991 Fax: 718-262-8992

Moinul Islam
(Licensed Real Estate Agent)
917-535-4131
Office: 718-392-5635
Email: MOINUL4@GMAIL.COM
Mega Homes Realty
Commercial and Residential Real Estate Firm

স্বল্পমূল্যে আপনার গৃহস্থালী সামগ্রীর জন্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
মান্নান ডিসকাউন্ট স্টোর এন্ড হাউজহোল্ড সেন্টার
37-14, 37rd Street, Jackson Heights, NY 11372 Tel: 718-426-3542

Shafi Chowdhury
Consultant
Cell: 646-403-6500
HILLSIDE ACCOUNTING SERVICES INC.
Tax, Travel, Payroll & Immigration
167-13 Hillside Ave. 2A, Jamaica NY 11432
Cell: 646-403-6500, Fax: 917-775-7357
E-mail: hillsideaccounting@gmail.com
e-file

Published by News Bangladesh Inc. 86-47, 164th Street, #BH, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-523-6299, 917-304-3912, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com, Web: www.weeklybangladeshusa.com